৪র্থ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৪র্থ বর্ষঃ	১০ম সংখ্যা
রবীঃ ছানী ও জুমাঃ উলা	১৪২২ হিঃ
আষাঢ় ও শ্রাবণ	১৪০৮ বাং
জুলাই	২০০১ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান মোল্লা

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮,
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১,
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - বাংলাদেশে ইসলামঃ আগমন ও প্রতিষ্ঠা ০৩
    - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
  - সিজদাঃ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় ০৬
    - মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
  - জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ ০৮
    - আবদুছ ছামাদ সালাফী
  - এক শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ১০
    - সুরজিৎ দাশগুপ্ত
  - চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইসলাম ১৪
    - মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ ১৬
    - আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
- ছাহাবা চরিতঃ
  - দাওদা বিনতু যাম'আহ (রাঃ) ১৭
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- মনীষী চরিতঃ
  - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল উছাইমীন (রহঃ) ২০
    -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব
- অর্থনীতির পাতাঃ
  - পুঁজিবাদী অর্থনীতির কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয় ২৩
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- নবীনদের পাতাঃ ২৯
  - পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী -মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- হাদীছের গল্পঃ ২৯
  - মহানবী (ছাঃ)-ই একমাত্র সুপারিশকারী
    - মুকাররম বিন মুহসিন
- চিকিৎসা জগৎঃ ২৯
  - ডায়াবেটিস *-ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন*
- কবিতা ৩১
  - খোকন এলিনা -মোল্লা আব্দুল মাজেদ
  - নীতি -মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
  - আহলেহাদীছ আন্দোলন চলছে সারা বিশ্বে -মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
  - আত্মঅহংকার -আশরাফুল ইসলাম
- সোনামণিদের পাতা ৩৪
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- সংগঠন সংবাদ ৪৫
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

এ লজ্জা ঢাকব কি দিয়ে?

'বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ।' ক্ষমতাসীন সরকারের একেবারে ক্রান্তিলগ্নে এসে জাতি পেয়েছে ইতিহাসের এই লজ্জাজনক উপহারটি। জার্মান ভিত্তিক দুর্নীতি বিরোধী বেসরকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআই) -এর ২০০১ সালের 'দুর্নীতির ধারণা সূচকে' (Corruption Perceptions Index) এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গত ২৭শে জুন ২০০১ বুধবার প্যারিসে 'টিআই' -এর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও সূচক প্রকাশ করা হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে চালু হয়ে সপ্তমবারের মত প্রকাশিত 'টিআই'-এর এ সূচকে বিশ্বের ৯১ টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গত ৩ বছর ধরে ৭টি স্বাধীন সংস্থা পরিচালিত সর্বোচ্চ ১৪টি জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে এবারের সামগ্রিক সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। এবারের সূচক অনুযায়ী ইতিপূর্বেকার বিশ্বের সেরা দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ নাইজেরিয়া তাদের কলঙ্ক কিছুটা ঘুচিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। যুগ্মভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে উগান্ডা ও ইন্দোনেশিয়া। উপমহাদেশের চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান ও ভারত যথাক্রমে সপ্তম ও দশম স্থান লাভ করেছে। অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে অবস্থান করছে ফিনল্যান্ড। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে স্থান লাভ করেছে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড। প্রকাশিত এই সূচকে সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের জন্য শূন্য (০) এবং সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের জন্য দশ (১০) স্কোর নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের স্কোর ছিল মাত্র ০.৪। যা ৯১ টি দেশের মধ্যে সর্ব নিম্নে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালে যখন বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন 'টিআই' সূচকে বিশ্বের ৫৪টি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল চতুর্থ। অতঃপর গত চার বছর স্বাধীন সংস্থা কর্তক পরিচালিত পর্যাপ্ত জরিপের অভাবে বাংলাদেশের নাম সূচকে অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। কিন্তু এ বছর বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত 'বিজনেস এনভায়রনমেন্ট সার্ভে ২০০১' (Business Environment Survey 2001) বিশ্ব অর্থনীতি ফোরামের 'গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট ২০০১' (Global Competitiveness Report 2001) এবং 'ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ২০০১' (Economist Intelligence Unit 2001) এই তিনটি জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে 'টিআই' সূচকে বাংলাদেশের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে। ফলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে, ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত অধ্যায় জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে হচ্ছে ক্ষমতাসীন সরকারকে। জানিনা জাতি এ লজ্জা ঢাকবে কি দিয়ে?

অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে উপরোক্ত রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আমরা মনে করি দুর্নীতিতে আমরা চ্যাম্পিয়ন, না রানার আপ এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু ক্রমেই বেড়ে যাওয়া দুর্নীতি যে সারা দেশকে ছেয়ে ফেলেছে, এই রূঢ় বাস্তবতা আমরা অস্বীকার করব কিভাবে? ভেজাল খাদ্য থেকে শুরু করে পানি-বিদ্যুৎ ও গ্যাসের জন্য 'সার্ভিস ফী', ব্যবসার জন্য 'প্রটেকশন মানি' ফাইল নড়ানোর জন্য 'ফুয়েল', ক্ষমতাবানদের নেক নজরে থাকার জন্য 'ডোনেশন', বড় কাজ পাওয়ার জন্য 'অনুদান', প্রকল্প অনুমোদনের জন্য 'কমিশন' কেটে নেওয়া নতুন কিছু নয়। এতদ্ব্যতীত ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে, ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে, টেলিফোন কানেকশন নিতে, শহরে-গ্রামে এক খন্ড জমি রেজিষ্ট্রি করতে, এমনিতরো হাযারো কাজে দিতে হয় ঘুষ বা বখশিশ। অন্যথায় সবকিছুই পড়ে থাকে স্থবির হয়ে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস ফাইল আটকে থাকে একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজের হাতে। এমনকি মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গেলেও পড়তে হয় দুর্নীতিবাজের খপ্পরে। দীর্ঘ ছাত্র জীবনের সমাপ্তির পর কর্মজীবনের নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনাতেও চাই মোটা অংকের ঘুষ বা ডোনেশন। আর সে কারণ ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েই পিতাকে নেমে পড়তে হয় তথাকথিত 'ডোনেশন' -এর টাকা সংগ্রহ করতে। মেধার মূল্য একেবারেই ক্ষীণ। 'যার টাকা ও ক্ষমতা আছে তার সবকিছু আছে' এ নীতি যেন আজ সর্বত্র বিরাজমান। এক কথায় হেন ক্ষেত্র নেই, যেখানে নিয়ম বহির্ভূত কাজ হচ্ছে না। চলছে না দুর্নীতির হিংস্র ছোবল। এরপরও কি সরকার বলবেন যে, আমরা সুনীতিবাজ? সুনীতিতে আমরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অধিকার রাখি?

দুর্ভাগ্য আমাদের। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের যে গৌরবময় সীলমোহর আমাদের ছিল, তা আজ 'বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ' -এর সীলমোহরে যেন ঢাকা পড়ে গেছে। মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস যেন ম্লান হ'তে চলেছে। এহেন অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রথমতঃ ব্যক্তিগত ভাবে সকল দুর্নীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। নিজেকে নীতিবান হ'তে হবে। অতঃপর জনমত গঠনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

বাংলাদেশে ইসলামঃ আগমন ও প্রতিষ্ঠা

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল*

ভূমিকাঃ

ইসলাম হ'ল শান্তির ধর্ম এবং সত্যনিষ্ঠ, বাস্তবসম্মত ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। ভৌগলিক সংকীর্ণতা ও জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা ছিন্ন করে সার্বজনীন জীবনাদর্শ। এর আদর্শের অমৃত সুধা পান করে সকলেই হোক উজ্জীবিত। একত্ববাদের সার্বভৌমত্বে অকপট বিশ্বাসী হয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে সকলেই হৌক কৃতার্থ, দো-জাহানের অশেষ কল্যাণের অধিকারী, এটাই ইসলামের কাম্য। সহিংসতা ও জিঘাংসা পরিহার করে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করবার বিশ্বজনীন মানবতার ধর্মই হ'ল ইসলাম। বিত্তবানের আকাশচুম্বী সুরম্য অট্টালিকা হ'তে বিত্তহীনের পর্ণটি পর্যন্ত ইসলাম কর্তৃক আলোকিত হৌক, ব্যক্তি জীবন হ'তে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সুমহান ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হৌক সেই লক্ষ্যেই মহানবী (ছাঃ)-এর শাশ্বত বাণী-

بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً

'পৌঁছিয়ে দাও, আমার পক্ষ হ'তে। যদি (আমার) একটি বাণীও জানো'।[১]

বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর এই উদাত্ত আহ্বানে তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী তাবেঈগণ ইসলামের মশাল হাতে প্রাচ্য হ'তে প্রতীচ্য, উদীচী থেকে অ্বাচী দিগ্বিদিক ছুটে চলেছিলেন জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা দূর করতে। আর এই মিশন থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশে বঙ্গোপসাগর বিধৌত সবুজ-শ্যামল ব-দ্বীপটিও বাদ পড়েনি; বরং ইসলামের সূচনালগ্নেই এর সুমহান আদর্শ এখানে পৌঁছে যায়।

বেসামরিকভাবে বাণিজ্যিক পথ পরিক্রমায় আগমনঃ

আধুনিক শিক্ষিত ও অনেক পণ্ডিতগণ সামরিকভাবে ইসলামের আগমনের সাথে পরিচিত হ'লেও তাঁরা এটা জানেন না বেসামরিকভাবে বাণিজ্যের কাফেলার মাধ্যমে আরব বণিকগণের প্রচেষ্টায় কিভাবে ইসলামের আগমন ঘটেছিল।

এক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করতে পারি, ইসলাম সর্বপ্রথম আরব বণিকগণের মাধ্যমেই এসেছিল। সেই সময়ে ইন্দোনেশিয়ার মশলা কেন্দ্র মালাক্কা, সুমাত্রা, জাভা এইসব স্থানে আরব বণিকগণের যাতায়াত ছিল খুব বেশী। আর বণিকগণ যাত্রার প্রাক্কালে মাঝে মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরেও আসতেন। ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। বিধায় এর দা'ওয়াত দেওয়া মুসলমানগণ ফরয (فرض) হিসাবেই গণ্য করেন। বণিকগণও তাই যাত্রা বিরতির প্রাক্কালে দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতেন। এইভাবে তাঁরা দ্বীন ও দুনিয়ার সমন্বয় করতেন। অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস, বন্ধুত্ব এবং বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ ও আত্মীয়তার বন্ধনে সম্পৃক্ত হয়ে এই দেশে ইসলামের বুনিয়াদ তৈরি করেছিলেন। সেই ক্ষেত্রে 'চট্টগ্রাম' হ'ল বাংলাদেশের 'দারুল ইসলাম' বা ইসলামের দ্বার।

বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর সময়েই ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ইসলামের দা'ওয়াত বাংলাদেশে পৌঁছেছিল। তার প্রমাণ স্বরূপ 'মুস্তাদরাকে হাকেম' হাদীছ গ্রন্থে (৪/১৩৫ পৃঃ) সংকলিত বর্ণনা মতে- বাংলার শাসক রাহমী বংশের রাজা শেষ নবীর আগমনের সংবাদে খুশী হয়ে আরব বণিকগণের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এক কলসি আদা উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তা সানন্দে গ্রহণ করতঃ নিজে খেয়েছিলেন ও তা টুকরো করে ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন।[২]

এথেকে অনুধাবন করা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতে ইসলাম বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছিল। মহানবী (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের যুগে বণিকগণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। তাঁদের আদর্শ ও চরিত্র অনেককে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। আরব বণিকগণের তাবলীগে দ্বীনের মাধ্যমে বাংলাদেশ অঞ্চলে ইসলামের অনুসারী ও সমর্থক বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে মুসলিম রাজ কায়েমের ক্ষেত্র তৈরি ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগণের মাধ্যমে ইসলামঃ

ভারত উপমহাদেশে ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযামের মাধ্যমে ইসলামের আগমন ঘটে। যাঁরা শুধুই দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এই উপমহাদেশে আসেন। ভারতবর্ষে ১৮ জন মতান্তরে ২৫ জন ছাহাবীসহ উমাইয়া খিলাফতের শেষ পর্যন্ত ২৪৫ জন তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈর শুভাগমন ঘটে।[৩] যদিও উল্লেখিত সংখ্যার ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবে ও তাবেঈ-তাবেঈনে ইযাম বর্তমান ভৌগলিক সীমার পাকিস্তান ও ভারতে এসেছিলেন; কিন্তু ঐতিহাসিক সূত্রে এই কথা প্রমাণিত এবং নিরীক্ষিত যে, কয়েকজন ছাহাবা ও বেশ কিছু তাবেঈন বা তাবে-তাবেঈনে ইযাম ইশা'আতে দ্বীনের জন্য বাংলাদেশ অঞ্চলেও শুভাগমন করেন। তাঁদের দা'ওয়াতী কার্যক্রম, চারিত্রিক মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশেও ইসলামের সোনালী আলোকচ্ছটায় নতুন

---

* সুপারিনটেনডেন্ট, ভারাডাংগী দারুস-সুন্নাহ দাখিল মাদরাসা, বিরল, দিনাজপুর।

১. *বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়।*

২. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, দা'ওয়াত ও জিহাদ (যুবসংঘ প্রকাশনী), পৃঃ ৬-৭।

৩. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, *আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (পি.এইচ.ডি থিসিস) হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, অধ্যায় ৭, পৃঃ ২০৬।*

দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়।

বিশেষতঃ তাবেঈ বা তাবে-তাবেঈনের যুগে ইসলামের আদর্শ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে না হ'লেও মোটামুটি যে প্রচার লাভ করেছিল এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলিতে ইসলাম পৌঁছেছিল তা ধ্রুবসত্য। এই ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, জয়পুরহাটের পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারে খলীফা হারূনুর রশীদের আমলের (১৭০-১৯৩ হিঃ) ১৭২ হিজরীতে মুদ্রিত প্রাচীন আরবী মুদ্রার প্রাপ্তি।[৪]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, সামরিক অভিযান ও রাজনৈতিক বিজয়ের ছয় শতাব্দী পূর্ব হ'তেই ইসলাম বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈন ইসলামের বাণিজ্যিক কাফেলার মাধ্যমে কিংবা তাবলীগে দ্বীনের জন্য তাঁদের আগমনে আবির্ভূত হয়। শতাব্দী শুধু নয় সহস্রাব্দেরও অধিক সময় পূর্ব হ'তে ইসলামী শিক্ষা-সভ্যতার ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ইতিহাস সৃষ্টি হয় ও সমৃদ্ধি লাভ করে।

রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্বে ইসলামঃ

স্বর্ণযুগের পরেও রাজনৈতিক বিজয় ও সামরিক অভিযানের পূর্বে ইসলাম ছূফী-সাধক ও 'উলামায়ে দ্বীন এবং মুজাদ্দিদগণের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। অনেক রাজা-বাদশাহ ও জনসাধারণ তাঁদের প্রচেষ্টায় দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, 'কোচ রাজার আমলে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা যেলার মদনপুরে আগমন করেন ও রাজাসহ স্থানীয় সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১১৯ খৃষ্টাব্দের দিকে রাজা বল্লাল সেনের আমলে ঢাকার বিক্রমপুর এলাকায় 'বাবা আদম' নামে একজন ধর্ম প্রচারক আসেন এবং অনুচরবৃন্দসহ বল্লাল সেনের হাতে নিহত হন। মূর্তিনাশক শাহ নে'মাতুল্লাহ এই সময় ঢাকার দিলকুশাকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার করেন। লক্ষণ সেনের রাজত্বের শেষ দিকে জালালুদ্দীন তাবরিযী বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন।[৫]

উল্লেখিত আলোচনা সমূহের প্রেক্ষিতে এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের দাম্ভিকতা বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে অসংখ্য সাধারণ ও নিরীহ মানুষ ইসলামকে একমাত্র শান্তির নীড় এবং মুক্তির পথ হিসাবে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে দলে দলে তাওহীদের দা'ওয়াত গ্রহণ করে। এতদ্ব্যতীত বগুড়ার মহাস্থানের শাহ সুলতান মাহিসাওয়ার এবং পাবনার শাহজাদপুরের মখদুম শাহ দৌলা শহীদ বখতিয়ারের পূর্বে এসেছিলেন। অবশ্য ছূফীগণের কারো আগমন বখতিয়ারের পরেও হ'তে পারে। তবে অধিকাংশই তুর্কী বিজয়ের পূর্বে এসেছিলেন। ছূফীদের বিষয়টি নিয়ে আব্দুল করীম লিখিত History of the Muslims of Bengal এর ৮৬ পৃষ্ঠায় আলোকপাত করেছে। আমরা সেদিকে যেতে চাইনা। এতদ্ব্যতীত অনেকে মনে করেন দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলিম রাজ্য ছিল। অবশ্য রাজ্যের কথা 'বাংলাদেশের ইতিহাস' *(নওরোজ কিতাবিস্তান ৫, বাংলা বাজার, ঢাকা)* গ্রন্থের প্রণেতাগণ স্বীকার করেননি।

আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সামরিক অভিযানের বহু পূর্ব হ'তে বিশেষতঃ রাজনৈতিক বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমান হয়েছিলেন। যদিও বাংলাদেশের বৃহদাংশ বখতিয়ারের রাজ্যের বাইরে ছিল কিন্তু এই কথা দিবালোকের মত স্বচ্ছ যে, একটি রাজ্য বিনা প্রতিরোধে জয় করার পেছনে অবশ্যই কিছু কারণ নিহিত রয়েছে। আশানুরূপ মুসলমান ও সমর্থক সামরিক অভিযানের পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল বিধায় নির্বিঘ্নে বাংলা বিজয় সম্ভব হয়েছিল। শুধু পেশীশক্তি কিংবা অস্ত্র দিয়ে কোন জাতিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা যায় না; বরং বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা টিকে থাকায় এই কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাংলাদেশ সহ বাংলায় এমন একটি মুসলিম পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যখন শুধুই রাজনৈতিক বিজয় অর্জন ও ক্ষমতা গ্রহণ অবশিষ্ট ছিল।

সামরিক বিজয়ঃ

ভারতবর্ষে প্রথম সামরিক অভিযান ও রাজনৈতিক বিজয়ের প্রায় ৪৯২ বছর পর কুতুবুদ্দীন আইবেকের নির্দেশে তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী বাংলা বিজয় করেন।[৬] বাংলা বিজয়ের সন, তারিখ নিয়ে মতভেদ থাকায় সঠিক তারিখ, সন উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে ১২০২/১২০৩ অথবা ১২০৪ খৃষ্টাব্দে তথা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলায় বিজয় অর্জন হয়। বাংলা বিজয়ের সামরিক অভিযানে বখতিয়ারের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে তিনজনের নাম পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে আলী মর্দান খলজী বরসৌলের ও হুসামুদ্দীন ইওজ খলজী গঙ্গতরীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। অপর সেনাধ্যক্ষের নাম শীরান খলজী। 'বরসৌল'কে দিনাজপুর যেলার অন্তর্গত ঘোড়াঘাট এলাকায় নির্দেশ করা হয়। বরসৌল-এর অধীনে বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরের বৃহত্তর অঞ্চল ছিল।[৭] ১২০৬ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজী মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রকৃতপক্ষে বখতিয়ারই ছিলেন বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা।

বখতিয়ার খলজীর বীরত্বে বাংলায় (বাংলাদেশের কিয়দংশ সহ) মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম এতদঞ্চলের মানুষের চির সাথীতে পরিণত হ'ল। পরবর্তীতে শাসনের হাত বদল হ'লেও মুসলমানগণই সময়ের আবর্তন ও বিবর্তনে সমগ্র বাংলাদেশ বা বাংলা

৪. *প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১০, পৃঃ ৪০৩।*
৫. *প্রাগুক্ত, অধ্যায় ১০, পৃঃ ৪০৩-৪০৪।*
৬. *ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান (গ্লোব লাইঃ প্রাঃ লিঃ ঢাকা) পঞ্চম অধ্যায়, পৃঃ ৯০।*
৭. *বাংলাদেশের ইতিহাস, (নওরোজ কিতাবিস্তান ৫, বাংলা বাজার, ঢাকা) দ্বিতীয় পর্বঃ প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ১৩৬।*

তাদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর পরাজয়ের পর সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাস ভিন্ন হ'তে শুরু করল। সৃষ্টি হ'ল অন্য প্রেক্ষাপটের।

ইসলামের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাঃ

বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের প্রাক্কালে বা তৎপরবর্তী সময়ে যে ইসলাম প্রচারিত হয় তা বহুলাংশে ইসলামী আদর্শ হ'তে বিচ্যুত। তুর্কী ও পারসিক এবং হিন্দুস্তানী বা অন্যান্য ধর্মের বহুবিধ কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত। যার ফলে ইসলামের আদিকাল হ'তে সেই আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যের সাথে বাংলাদেশের মুসলমান পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ শতাব্দী হ'তে রাজনৈতিক বিজয়ের পর পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপ বা নীতির বিপরীতে তাঁরা কিংবা তাঁদের উত্তরসূরীগণ শিরক ও বিদ'আতযুক্ত তথা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইসলামের সাথে পরিচিত হ'লেন। ছূফী ও দরবেশদের অনেকেই ভ্রান্ত নীতিতে থাকার ফলে তাঁরা মুসলমানগণকে যথাযথ শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থ হন।

রাজনৈতিকভাবে শাসকগণ ইসলামের বিভিন্নভাবে খিদমত করলেও ইসলামের প্রকৃত আদর্শ তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। খলজী বংশ হ'তে শুরু করে স্বাধীন সুলতানী ব্যবস্থায় বলবনী শাসন কিংবা ইলিয়াস শাহী, হুসেন শাহী অথবা বাংলার আফগান, মুগল শাসন থেকে শুরু করে নবাবী শাসনামল পর্যন্ত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার যথাযথ বিকাশ হয়নি। আর তাঁদের অনেকেই ইসলামের মূর্ত প্রতীকও ছিলেন না।

তবুও এহেন প্রচেষ্টায় উত্তরোত্তর মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ইসলাম যথাযথভাবে মুসলমানদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে জাহেলিয়াতকেই তারা সযতনে লালন করেন। বিভিন্ন উলামা ও পীর-মাশায়েখদের মস্তিষ্ক প্রসূত চেতনা এবং ফিক্বহী বিষয়ের প্রধান্যতায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনেকটা নির্বাসিত হয়ে যায়। তারপরেও প্রকৃত সত্য টিকে ছিল। মানুষ যাতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র যথাযথ শিক্ষা অর্জন করে সমাজ ও জাতির মাঝে অবস্থিত ইসলামের নামে পুঞ্জীভূত আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করতঃ নিখাঁদ মুসলমান হ'তে পারে সেই প্রচেষ্টাও লক্ষ্যণীয় ছিল।

এই ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সোনারগাঁও হাদীছ শিক্ষা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারীর নাম সর্বাগ্রে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয়। তিনিই সর্বপ্রথম 'বুখারী-মুসলিম' ভারত বর্ষে নিয়ে আসেন। সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর *(৬৬৭-৭০০ হিঃ/১২৬৮-১৩০০ খৃঃ)* যাবত ছহীহায়নের দরস দানের ফলে এদেশের বহু মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়তে উদ্বুদ্ধ হন।

এতদ্ব্যতীত আলাউদ্দীন আলাউল হকও (মৃঃ ১৩৯৮ খৃঃ) সোনারগাঁয়ে ইসলাম প্রচার করেন।[৮] এইভাবে সামরিক বিজয়ের পরও ইসলামের প্রচার ও শিক্ষা প্রদান মুসলিম মনীষীগণ কর্তৃক অব্যাহত থাকে। উল্লেখিত দিকগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামের প্রকৃত আদর্শ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত না হ'লেও হক্বের প্রচার থাকায় বহুক্ষেত্রে সঠিক ধ্যান-ধারণা যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরেও বহু মুসলিম জ্ঞানী-গুণী এবং তাপস-সাধক বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। তাঁদের প্রচেষ্টা ও পাশাপাশি রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় ও সহযোগিতায় ইসলাম প্রসার লাভ করলেও তার প্রকৃত আদর্শ বাস্তবায়িত হয়নি। অদ্যাবধিও সেই অবস্থা বিদ্যমান। তবে এখন অবশ্য প্রগতির কথিত স্রোতে আমাদের অবস্থা আরো ভয়াবহ।

অবশ্য বাংলাদেশ বা বাংলার অনেক শাসক ইসলামকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতঃ বহু দ্বীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শরী'আতের গবেষণার লক্ষ্যে তাঁদের পৃষ্ঠপোষণ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ইসলামী শিক্ষা ও কৃষ্টির আলোকে বাংলা বা বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ যাতে ইহলৌকিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পারলৌকিক জীবনের কন্টকযুক্ত পথকে কন্টকমুক্ত করতে পারে সেজন্য অনেক শাসক তদানীন্তন সময়ের জগদ্বিখ্যাত উলামাদের বিদেশ থেকে নিয়ে আসতেন এবং তাঁদের উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষণ করতেন। এভাবে ইসলামী আদর্শ, রীতি-নীতি অনুশীলন ও চর্চার পথ সুগম হয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে পুরোপুরি না হ'লেও সামাজিক জীবনে অনেকাংশেই ইসলামী পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সৌভাগ্যের কথা হ'লঃ স্বাধীন সুলতানী যুগের শাসনামলে বাংলার মুসলিম রাজ্য সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সারা বাংলাদেশকে একক শাসনাধীনে আনেন। সুলতানী শাসনামলে ইসলামী শাসনপদ্ধতি অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিচালিত হ'ত বলে ঐতিহাসিকগণ অভিমত পোষণ করেন। বিভিন্ন শিলালিপি এবং মুদ্রায় প্রাপ্ত সুলতানদের উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, সে সুলতানেরা ইসলামের বিধি বহির্ভূত কোন আইন প্রণয়ন করতেন না। এতদ্ব্যতীত মুসলমান ও ইসলামের উন্নতি সাধন সুলতানদের দায়িত্ব হিসাবে বিশ্বাস করে তাঁরা দেশ পরিচালনা করতেন।[৯]

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা অনুধাবন করতে পারি সমগ্র বাংলাদেশে কিভাবে ইসলামের আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটেছিল। তাইতো বহু পথ পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ আজ মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র।

---

৮. আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, অধ্যায় ১০, পৃঃ ৪০৫-৪০৬।

৯. *বাংলাদেশের ইতিহাস (নওরোজ কিতাবিস্তান), অষ্টম পরিচ্ছেদঃ সুলতানী যুগের শাসন ব্যবস্থা, পৃঃ ২৩৫।*
সুপার, ভারাডাংগী দারুস-সুন্নাহ দাখিল মাদ্রাসা, বিরল, দিনাজপুর।

সিজদাঃ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়

*-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণসহ বিনয়াবনত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সিজদা। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَيَسْتَكْبِرُوْنَ-

'কেবল তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে, যারা উহার দ্বারা উপদিষ্ট হ'লে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না' *(সিজদাহ ১৫)*।

সিজদা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করলে উপলব্ধি করা যায়। নবী-রাসূলগণ সিজদার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও তড়িৎকর্মা ছিলেন। স্বর্গ-মর্ত্য, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে সবাই আল্লাহ্‌কে সিজদা করছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ-

'তারকারাজি এবং বৃক্ষরাজি আল্লাহ্‌কে সিজদা করছে' *(আর-রহমান ৬)*।

আল্লাহ তা'আলার এমন বান্দাও আছে, যারা নির্ধারিত ফরয ছালাত ছাড়াও তাঁর গুণকীর্তন করে থাকেন শেষ রাতে। আল্লাহ্‌র এইসব একনিষ্ঠ বান্দা গদগদচিত্তে দাঁড়িয়ে, বসে এবং সিজদায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করেন। এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ-

'তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে' *(ফাতহ ২৯)*।

সিজদার ফযীলত সম্পর্কে হাদীছে অনেক বর্ণনা এসেছে। যেমন-

(১) রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈমানদারদের চিনে নিবেন তাদের সিজদার স্থান ও ওযূর অঙ্গ সমূহের ঔজ্জ্বল্য দেখে'।[১]

(২) রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ জাহান্নামীদের মধ্য থেকে কিছু লোকের উপরে অনুগ্রহ করবেন এবং ফেরেশতাদের বলবেন, যাও ঐসব লোকদের বের করে নিয়ে এসো, যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তাদের সিজদার চিহ্ন দেখে চিনে নিবেন ও বের করে আনবেন। বনু আদমের সর্বাঙ্গ আগুন খেয়ে নিবে, সিজদার চিহ্ন ব্যতীত। কেননা আল্লাহপাক জাহান্নামের উপর হারাম করেছেন সিজদার চিহ্ন খেয়ে ফেলতে'।[২]

(৩) হযরত মা'দান বিন ত্বালহা (তাবেঈ) বলেন, একদিন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর আযাদ করা ক্রীতদাস হযরত ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন যার দ্বারা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি চুপ থাকলেন। আমি পুনরায় তাঁকে এরূপ প্রশ্ন করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমি নিজে এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেছেন, আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী সিজদা করতে থাকবে। কেননা তুমি আল্লাহ্‌কে যত সিজদা করতে থাকবে, আল্লাহ তদ্দ্বারা তোমার মর্যাদা তত বৃদ্ধি করতে থাকবেন এবং তোমার ততটা গোনাহ মোচন করবেন। মা'দান বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবুদারদা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং তাঁকেও এই প্রশ্ন করি। তিনিও আমাকে হযরত ছাওবান (রাঃ) যা বলেছেন তার অনুরূপই বললেন'।[৩]

সিজদা ছালাতের সিঁড়ি স্বরূপ। সিজদা মানুষের মানসিক দৈহিক ভাব ব্যক্ত বা স্ফুরণের পথ। ইহা মানুষকে সামাজিক বন্ধনে বেঁধে দেয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত করে। সিজদা মানুষকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভে সহায়তা করে। এই নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাগণকে اَلْمُقَرَّبُوْنَ নৈকট্যশীল বলা হয় *(ওয়াক্বিয়াহ ১১)*। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে রয়েছে। আপনি কি জানেন ইল্লিয়্যীন কি? এটা লিপিবদ্ধ খাতা। যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত তারা উহা দেখে। পুন্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবেন। তাদেরকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ পানীয় হ'তে পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটি প্রস্রবণ, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ' *(মুতাফফিফীন ১৮-২৮)*।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না....' *(সাবা ৩৭)*। এক্ষণে সিজদা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ-

'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী দো'আ কর'।[৪]

* এম,এ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

১. আহমাদ, আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী পৃঃ ১৩১, ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭১।

২. *ছিফাতু ছালাতিন নাবী, পৃঃ ১৩১; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭১।*

৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৭ 'সিজদা ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ।*

৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪।*

ইমাম গাযালীর মতে, যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি গুণ বিদ্যমান থাকবে, তদ্বারা সে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হ'তে পারবে। সেগুলি হচ্ছে - (ক) আধ্যাত্মিক জ্ঞান (খ) কর্তব্য জ্ঞান (গ) রিপু দমন ও (ঘ) ন্যায়বিচার। এগুলিকে আয়ত্ত্ব করতে হ'লে নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হবে-

(১) আল্লাহ্র সাহায্য ও নির্দেশ কামনা।
(২) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা।
(৩) আল্লাহ্র বিধি-নিষেধকে মেনে চলা।[৫]

আমরা কেবলামুখী হয়ে সিজদা করি। কেননা এটিই মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক দিক নির্দেশক পরিধি সীমা। পৃথিবীর কেন্দ্র হচ্ছে মক্কা, যা পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে। এজন্য মক্কা নগরীকে পবিত্র কুরআনে 'উম্মুল কুরা' বা আদি জনপদ বলা হয়েছে *(শূরা)*। সাধারণ পরিভাষায় ইহাকে 'পৃথিবীর নাভিকুণ্ড' বলা হয়। কা'বা হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু।

এ সম্পর্কে ডাঃ ইবরাহীম কাযিম বলেন, "The kaba is now not only placed in the centre of the earth, according to the Navel Theory, but it forms the central point of the whole universe".[৬]

সিজদায় কপাল (ললাট) স্পর্শ করানো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছু তথ্যঃ

কা'বা গৃহে অবস্থিত হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) কি জান্নাত হ'তে পতিত উল্কাপিণ্ড-ধাতব খণ্ড? যদি তা না হয় তাহ'লে ইহা বিদ্যুত চুম্বক গুণসম্পন্ন পাথর। যার কেন্দ্র হ'তে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির ঢেউ নির্গত হচ্ছে। ডাঃ ইবরাহীম কাযিম বলেন, "It is difficult to determine the real nature of the composition of the Black Stone of the kaba, whethere it was originally a meteorite or not and if so, whether any electro magnetic waves are emitted from it in a radia direction".[৭]

মস্তিষ্কে যে পিনিয়াল গ্লাণ্ড অবস্থিত তাকে বলা হয় তৃতীয় চক্ষু। এটা দিকানুভূতি অর্জনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলান করে থাকে। যদি কোন কারণে পিনিয়াল গ্লাণ্ড নষ্ট হয়ে যায় তাহ'লে ত্রুটিপূর্ণ দিকানুভূতির কারণ ঘটতে পারে এবং তা কার্যসাধনের চুম্বকীয় ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করতে পারে। মানুষের মাথার খুলির নিম্নাংশের হাড়ে গাঢ় ঘনত্ববিশিষ্ট ম্যাগনেটাইট (লোহার চুম্বকীয় অক্সাইড) থাকে। মানুষের শরীরে যে বিলিয়ন বিলিয়ন লৌহ নিহিত লোহিত কণিকা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তা শরীরে একটি চুম্বকীয় প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারে। এটা এখনো বের করা সম্ভব হয়নি যে, লৌহ নিহিত লোহিত কণিকাগুলি মস্তিষ্কের সংস্পর্শে এসে এমন কি অবস্থার তৈরী করে, যার ফলে পালাক্রমে নার্ভ অথবা বাহুর উর্দ্ধাংশের হাড় অথবা বৈদ্যুতিক চুম্বকীয় গতিপথের মাধ্যমে তা পিনিয়াল গ্লাণ্ডে পৌঁছে দিকানুভূতিকে স্বাভাবিক করে। উপরোল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, আমরা প্রতিদিন যখন সিজদার মাধ্যমে অসংখ্যবার আমাদের কপাল মাটিতে ঠেকাই, তখন কা'বা শরীফ থেকে কিছু তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গরশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে আমাদের পিনিয়াল গ্লাণ্ডে এসে পৌঁছে এবং আমাদের সঠিক দিকানুভূতি অর্জনে (সরল সোজা পথ প্রাপ্তিতে) সাহায্য করে। এমন যদি হয় তবে সিজদা হচ্ছে মুসলমানদের এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কা'বার দিকে মুখ করে সিজদার মাধ্যমে তারা সরল পথের সন্ধান করে থাকে। আমরা অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশীপে কোন স্বর্ণপদক না পেতে পারি কিন্তু আধ্যাত্মিক দৌড়ে যদি আমরা ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথে দ্রুত দৌড়াতে পারি তবে জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা অর্জনে সামনের সারিতে থাকতে পারব সন্দেহ নেই।[৮]

অপাত্রে সিজদাঃ আমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছি যে, বিপথগামী লোকেরা মৃত ব্যক্তি সহ ফকীর-দরবেশদের কবরের উপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দিচ্ছে। লালসালু দ্বারা কল্পিত কবর নির্মাণ করে সেখানে নযর-নিয়ায পেশ করছে, সিন্নি বিতরণ করছে। ন্যাংটা পীর, পাগলা পীর, লাটিয়াল পীরদের ভূয়া মাযার তৈরী করে সেখানে ওরসের জালসা বসিয়ে খাসি, মুরগীর নযর-নিয়ায গ্রহণ করে, জমকালো গান-বাজনার আসর জমিয়ে তুলছে যিন্দা পীরেরা। এগুলি সবই শিরক, যা জঘন্যতম অপরাধ।

তাদের উচিত ছিল তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট সিজদা করা। তারা তা না করে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের নিকট স্বীয় মস্তক অবলীলায় ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে। বিপথগামীরা মৃত ফকীর, পীর, সাধকদের কবরের নিকট গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে। তাদের নিজ নিজ মনোবাসনার জন্য আকুলি-বিকুলি করছে। 'দে বাবা', 'দে বাবা', 'দে খাজা বাবা' বলে ফানা ফিল্লাহ হয়ে যাচ্ছে। অথচ কবরে শায়িত ব্যক্তি সে যত বড়ই কামেল পীর হোক না কেন তার তো শক্তি নেই যে, নিজের জন্য আল্লাহ্র নিকট কোন সুফারিশ করতে পারে। তাহ'লে সে অন্যের জন্য কি আদৌ কোন কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে?

কোন কোন দেশে চাঁদ ও সূর্যকে সিজদা করার প্রথাও চালু আছে। এর স্বপক্ষে তাদের যুক্তি হ'ল- চাঁদ, সূর্যও মহাশক্তিশালী আল্লাহ্র অংশ (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 'তোমরা চাঁদ এবং সূর্যকে সিজদা করো না' *(হা-মীম সাজদাহ ৩৭)*।

সিজদা খুবই মর্যাদাপূর্ণ এবং সংবেদনশীল। কেননা সিজদা একমাত্র আল্লাহ্র পাওনা। কোন মানুষ ও জিন যদি সিজদার প্রত্যাশী হয়, তাহ'লে সে শিরকের দোষে দুষ্ট। এক আল্লাহ ছাড়া মানুষের ললাট কোন জড় ও জীবের নিকট জ্ঞাতসারে অবনমিত হোক, আল্লাহ তা কিছুতেই বরদাশত করবেন না। তবুও আমাদের মধ্যে কদমবুসি

৫. *Dr. Ebrahim Kajim, Essays on Islamic Topics, P.117.*
৬. *Essays on Islamic Topics, P. 118.*
৭. *Ibid.*
৮. *Ibid.*

নামে কুপ্রথা চালু আছে। এ প্রথায় ধর্মভীরু ও ধর্মের যারা ধার ধারে না, সবাই জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে কদমবুসি করতে গিয়ে নিজ মস্তক ঝুঁকিয়ে কদম (পা) চুম্বন করে। এটা খুবই অশালীন কাজ। অথচ তথাকথিত ভদ্র সমাজে এটা শালীন কাজ বলেই বিবেচিত ও পালিত হয়। কিন্তু একজন খাঁটি তাওহীদপন্থী কখনো একাজ করতে পারে না।

জায়নামাযঃ নিয়মিত ও অনিয়মিত ছালাতীদের ঘরে এবং মসজিদে ইমামের স্থানে ছালাতের জন্য যে জায়নামায ব্যবহার করা হয়, তাতে ফুল, পাতা, মসজিদের মেহরাব, চাঁদ, তারা ইত্যাদি অংকিত থাকে। এছাড়া কিছু জায়নামাযে কা'বা ঘরের মধ্যে 'হাজরে আসওয়াদ'-এর ছবি সম্বলিত জায়নামাযও পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ ছালাতীহ এই জায়নামায ক্রয়ে খুবই উৎসাহী। সিজদার জায়গায় 'হাজরে আসওয়াদ'-এর উপর সিজদা দিয়ে খুবই পরিতৃপ্ত হন। এটা সম্পূর্ণ তাওহীদ পরিপন্থী সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে খাঁটি আনুগত্যশীল হয়ে ডাক...' *(আ'রাফ ২৯)*।

ভেলভেটের (কাপড়) উপর 'হাজরে আসওয়াদ'-এর ছবি অংকিত এসব জায়নামায তুরস্ক ও ইরানের তৈরী। শি'আ মতাবলম্বী ইরান হ'তে কিছু কিছু জায়নামায রপ্তানী করা হয়। সেগুলিতে একদিকে (ডানে) হযরত আলী (রাঃ)-এর কবর এবং বামে কা'বা শরীফের ছবি থাকে। এথেকে ইরানীদের দর্শন বুঝতে বাকী রইল কি? ইরান মুসলমান দাবীদার হয়েও নবী করীম (ছাঃ)-কে প্রাধান্য না দিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। হজ্জ মওসূমে সঊদী আরবে এসব জায়নামায 'হট কেক'-এর মত বিক্রি হয়ে থাকে। এতে ইরান প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও আয় করে থাকে। আমাদের দেশের হাজী ছাহেবগণ কিছু কিনতে না পারলেও মক্কা শরীফের ছবি সম্বলিত জায়নামায কিনতে ভুল করেন না। হজ্জ শেষে দেশে ফিরে এসব জায়নামাযে নামায পড়ে 'হাজরে আসওয়াদ'-এর উপর চোখের পানি ফেলে জায়নামাযকে সিক্ত করেন।

এ সম্পর্কে ১৯৫২ সালে প্রফেসর হাশেমী (যুক্তপ্রদেশ, ভারত) রাজশাহী কলেজে ইসলামের ইতিহাসের ক্লাশে প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের এক পর্যায়ে বলেন, 'আমরা তো মসজিদের মধ্যে গিয়েও অজান্তে শিরক করে চলেছি! মসজিদের মধ্যে ইমামের জায়নামাযে কা'বা শরীফের ছবি, মাথার উপরে اَللّٰهُ। , مُحَمَّدٌ লিখিত ফলক, এগুলির সবকিছুই ছালাত আদায়কারীর কিছু না কিছু রেখাপাত করে থাকে। এগুলি এখুনি পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র হেদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হ'তে পারে' *(কাছাছ ৫০)*।

হে আল্লাহ! মুসলিম সমাজ থেকে সব রকম শিরকী ধ্যান-ধারণা দূর করে দিন এবং নির্ভেজাল তাওহীদকে জনগণের মধ্যে প্রচার, প্রসার ও প্রকাশের তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

জ্ঞানের কথা জ্ঞানীদের জন্য হারানো সম্পদ

(الكلمة الحكمة ضالة الحكيم)

*-আবদুছ ছামাদ সালাফী**

(١) خَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

(১) আল্লাহ্র নিকট উত্তম পড়শি সে, যে তার পড়শির নিকট উত্তম।

(٢) خَمْسٌ فِىْ خَمْسٍ

(২) পাঁচটি বস্তুর ভেতরে পাঁচটি বস্তু লুকিয়ে থাকেঃ

(ا) اَلْحُجَّةُ فِى الْقُرْاٰنِ

(ক) কুরআনুল কারীমে দলীল।

(ب) وَالْعِزُّ فِى الْقَنَاعَةِ

(খ) অল্পতে তুষ্ট থাকার মধ্যে সম্মান।

(গ) পাপে লাঞ্ছনা। (ج) وَالذُّلُّ فِى الْمَعْصِيَةِ

(ঘ) তাহাজ্জুদে ভয়-ভীতি। (د) وَالْهَيْبَةُ فِىْ قِيَامِ اللَّيْلِ

(ঙ) وَالْغِنَى فِىْ تَرْكِ الطَّمَعِ

(ঙ) লোভ-লালসা পরিত্যাগ করায় ধনবান হওয়া।

(٣) إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

(৩) দয়াপরায়ণ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ দয়াপরবশ হন।

(٤) اَلْخَيْرُ كَثِيْرٌ قَلِيْلٌ فَاعِلُهُ

(৪) ভাল কাজ অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি অল্প লোকই করে।

(٥) اُطْلُبُوا الْمَعْرِفَةَ مِنْ حَسَّانِ الْوُجُوْهِ

(৫) উত্তম লোকদের নিকট হ'তে জ্ঞান অর্জন কর।

(٦) لَاحَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ

(৬) বংশীয় মর্যাদা উত্তম চরিত্রের সমমানের নয়।

(٧) اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

(৭) 'সোনা-রূপার খনিরাজির ন্যায় মানবজাতিও (নানা গোত্রের) খনিরাজি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০১ 'ইলম' অধ্যায়)*। অর্থাৎ যার বংশ ভাল সে প্রায় ভালই হয়ে থাকে।

(٨) عَثْرَةُ الْقَدَمِ أَسْلَمُ مِنْ عَثْرِ اللِّسَانِ

(৮) জিহ্বা পিছলে যাওয়ার চেয়ে পা পিছলে যাওয়া অনেক নিরাপদ।

(٩) مَنْ زَرَعَ الْعُدْوَانَ حَصَدَ الْخُسْرَانَ

(৯) যে শত্রুতার বীজ বপন করবে, সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

(١٠) تَنْقَسِمُ أَحْوَالُ مَنْ دَخَلَ فِيْ عَدَدِ الْإِخْوَانِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ

(১০) যারা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তারা চার প্রকারঃ

(ا) يُعِيْنُ وَلَايَسْتَعِيْنُ

(ক) অন্যকে সাহায্য করে কিন্তু কারো সাহায্য চায় না।

(ب) لَايُعِيْنُ وَلَايَسْتَعِيْنُ

(খ) কাউকে সাহায্য করে না আর কারো সাহায্যও চায় না।

(ج) يَسْتَعِيْنُ وَلَايُعِيْنُ

(গ) নিজে অন্যের সাহায্য চায় কিন্তু অন্যকে সাহায্য করে না।

(د) يَسْتَعِيْنُ وَيُعِيْنُ

(ঘ) নিজে অন্যের সাহায্য চায় এবং অন্যকে সাহায্য করে।

(١١) مَنْ قَنَعَ بِالرِّزْقِ إِسْتَغْنَى عَنِ الْخَلْقِ

(১১) যে ব্যক্তি অল্প রূযীতে তুষ্ট থাকে, সে কোন মাখলূকের মুখাপেক্ষী থাকে না।

(١٢) إِذَا نَطَقَ السَّفِيْهُ فَلَا تُجِبْهُ
فَخَيْرٌ مِّنْ اِجَابَتِهِ السُّكُوْتُ
فَاِنْ كَلَّمْتَهُ فَرَّجْتَ عَنْهُ
وَاِنْ خَلَّيْتَهُ كَمَدًا يَمُوْتُ

(১২) বোকা লোক কথা বললে তার উত্তর দিওনা। তার কথার উত্তর দেওয়ার চেয়ে চুপ থাকা অনেক ভাল। যদি তার সাথে কথা বল, তাহ'লে তাকে বিপদমুক্ত করলে। আর যদি তার সাথে কথা বলা হ'তে বিরত থাক, তাহ'লে সে রাগে-দুঃখে মারা যাবে (ইমাম শাফেঈ)।

(١٣) مَنْ أَخْلَدَ إِلَى التَّوَانِى حَصَلَ عَلَى الْأَمَانِى

(১৩) যে সর্বদা চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করে, সে নিরাপদে থাকে।

(١٤) مَنْ نَصَحَ اَخَاهُ جَنَّبَهُ هَوَاهُ

(১৪) যে তার ভাইকে উপদেশ দিল, সে তাকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচাল।

(١٥) مَنْ بَذَلَ فُلُسَهُ صَانَ نَفْسَهُ

(১৫) যে তার পয়সা খরচ করল, সে তার নফসকে বাঁচিয়ে নিল।

(١٦) قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: إِثْنَانِ ظَالِمَانِ

(১৬) জ্ঞানীগণ বলেন, অত্যাচারী দু'প্রকারঃ

(أ) رَجُلٌ أُهْدِيَتْ لَهُ النَّصِيْحَةُ فَاتَّخَذَهَا ذَنْبًا-

(ক) একজন এমন ব্যক্তি যাকে কিছু উপদেশ প্রদান করা হ'ল কিন্তু সে উহাকে পাপ মনে করল।

(ب) وَرَجُلٌ وُسِّعَ لَهُ فِيْ مَكَانٍ ضَيِّقٍ فَجَلَسَ مُتَرَبِّعًا-

(খ) এমন ব্যক্তি যাকে সংকীর্ণ জায়গায় বসতে দেয়া হ'ল কিন্তু সে চার জানু হয়ে (লেটা মেরে) বসল।

(١٧) مَنْ دَامَ كَسَلُهُ خَابَ أَمَلُهُ

(১৭) যে সর্বদা অলসতা করবে, তার আশা কোনদিন পূর্ণ হবে না।

(١٨) قَالَ لُقْمَانُ: إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا سَلَّطَ عَلَيْهِمِ الْجَدَلَ وَقِلَّةَ الْعَمَلِ- يَابُنَىَّ قَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ وَلَمْ أَنْدَمْ عَلَى السُّكُوْتِ-

(১৮) লোকমান বলেন, আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে বিপদগ্রস্ত করতে চান, তখন তাদেরকে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত করে দেন এবং কাজ কম করে দেন। হে বৎস! কথা বলে লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু চুপ থেকে লজ্জিত হয়নি।

(١٩) مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ

(১৯) যার আশা-আকাংখা বেশী হয়ে যায়, তার আমল খারাপ হয়ে যায়।

(٢٠) مَنْ لَزِمَ الرُّقَادَ عَدِمَ الْمُرَادَ

(২০) যে সর্বদা শুয়ে থাকে, তার আশা অপূর্ণ রয়ে যায়।

(٢١) نُصْرَةُ الْحَقِّ شَرَفٌ

(২১) হক্বের সাহায্য করা সম্মানের কাজ।

(٢٢) خَيْرُ الْمَوَاهِبِ اَلْعَقْلُ

(২২) জ্ঞানই উত্তম উপঢৌকন।

(٢٣) قِيْلَ فِى الرَّجُلِ الْعَظِيْمِ- اَلرَّجُلُ الْعَظِيْمُ: مَنْ إِذَا وُعِظَ اتَّعَظَ

(২৩) মহৎ ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে- মহৎ ব্যক্তি তিনি যাকে উপদেশ দিলে তিনি তা গ্রহণ করেনঃ

(٢٤) وَقِيْلَ: مَنْ يُصْلِحِ الْمُعْوَجَّ وَيَهْدِى إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ

(২৪) কেউ বলেন, মহৎ ব্যক্তি সে যে বাঁকাকে সোজা করে এবং সোজা-সুদৃঢ় পথের দিশা দেয়।

(٢٥) وَقِيْلَ: مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلَ وَإِذَا وَعَدَ أَوْفَى

(২৫) কেউ বলেন, মহৎ ব্যক্তি তিনি, যিনি কোন কথা বললে তা কার্যকর করেন এবং অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করেন।

(٢٦) وَقِيْلَ: مَنْ إِذَا تَكَلَّمَ أَفَادَ وَإِذَا خَطَبَ اَجَادَ

(২৬) কেউ বলেন, মহৎ ব্যক্তি তিনি, যিনি কথা বললে শ্রোতারা উপকৃত হয় এবং বক্তব্য রাখলে উত্তম বক্তব্য রাখেন।

(٢٧) شَرُّ الْمَصَائِبِ اَلْجَهْلُ

(২৭) মূর্খতা জঘন্যতম বিপদ।

এক শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মুসলমান

-সুরজিৎ দাশগুপ্ত

একশ বছর আগে ১৩০০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব বাঙালির ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এর আগে ১৮৩১-৩৩ পর্বে রামমোহন রায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের প্রভাব বিস্তৃত হয় বুদ্ধিজীবী মহলের বাইরে মার্কিন সমাজের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিবেকানন্দের প্রভাব আরও একটা কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, যে উদ্দেশ্যে শিকাগোতে ১৯৮৩-এর বিশ্বধর্ম মহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যায় বিবেকানন্দের বক্তৃতার ফলে। উদ্দেশ্যটা ছিল খ্রিস্টান ধর্মকে বিশ্বধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করা। 'বিলি সানডে' নামে ঐ মহাসভার একজন উদ্যোক্তা পরবর্তী কালে বলেছিলেন যে, বিশ্বধর্ম মহাসভা আমেরিকার ইতিহাসে ভয়ঙ্কর অভিশাপ ডেকে এনেছে।

বিবেকানন্দ শিকাগো ধর্মসভার উদ্বোধনী ভাষণের উপসংহারে বলেছিলেন যে, 'ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে বহুবার নরশোণিতে সিক্ত করেছে এবং সভ্যতা ধ্বংস করেছে'। সব শেষে বললেন, 'আমি সর্বতোভাবে আশা করি যে, এই ধর্মসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হইল, উহা সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততার, তরবারি অথবা লেখনীমুখে অনুষ্ঠিত সর্ববিধ নির্যাতন পরম্পরার এবং একই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসান বার্তা ঘোষণা করিবে।' স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, কারো নাম উল্লেখ না করে স্বামী বিবেকানন্দ সভ্যতা ধ্বংসকারী ও নরহত্যাকারীরূপে কোন ধর্মোন্মত্তদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন?

কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা অনুমানের বিষয়রূপে রেখে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করেননি তা স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্ট করে পরবর্তীকালে বলেছেন। ১৮৯৭ সালে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করে দেশে ফিরলে তাঁকে বহু সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মাদ্রাজে প্রদত্ত সংবর্ধনাগুলির মধ্যে শেষ সংবর্ধনাটি ছিল খুব বড় এবং বিবেকানন্দ যে বক্তৃতাটি দেন তা 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামে বিখ্যাত। এই বক্তৃতায় ভারতের অতীত সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, এক সময়ে ভারতে ব্রাহ্মণের একচেটে অধিকার ছিল এবং ব্রাহ্মণের সেই একচেটে অধিকার ভেঙেছে মুসলমানরা। 'মুসলমানের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হয়েছিল। এ জন্যই আমাদের এক-পঞ্চমাংশ ভারতবাসী মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয়নি। কেবল তরবারির বলে ইহা সাধিত হয়েছিল, একথা মনে করা নিতান্ত পাগলামি মাত্র।'

কথায় আছে, চোরের মায়ের বড় গলা। যারা গায়ের জোরে আমেরিকা-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ডে স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম-সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে তারাই সবচেয়ে বেশি প্রচার করেছে যে, এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়েছে। কোন কোন মুসলমান শাসক নিশ্চয়ই বলপূর্বক অনেককে মুসলমান করেছিল। কিন্তু কতজনকে করেছিল? কবে করেছিল? এবং কোন কোন অঞ্চলে করেছিল? কতটা ইতিহাস কতটা কল্পভাষ?

যখন ১৯৪৭ সালে দেশভাগ ও দেশ স্বাধীন হয় তখন বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসের রূপ কী রকম ছিল? চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে অধিকাংশ মানুষই ছিল মুসলমান। বিশেষভাবে সমুদ্রোপকূলবর্তী বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কী কারণে, কীভাবে এবং কোন হারে মুসলমান হয়? কোন্ কোন্ মুসলিম শাসক সমুদ্রোপকূলবর্তী বাঙালিকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেছিল? সাধারণভাবে লক্ষণীয় যে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশালের স্থানীয় অধিবাসীদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার কোন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক প্রমাণ নেই।

চতুর্দশ শতাব্দীর দিল্লির বাদশাহ মুহম্মাদ বিন তুঘলকের দূত হিসাবে ইবনে বতুতা কালিকট থেকে সমুদ্রপথে চীনে যাওয়ার সময় চট্টগ্রামে মুসলমানদের বহু ধর্মস্থান ও কবরস্থান দেখেছিলেন এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন যে, বাংলায় জিনিস পত্রের দাম অসম্ভব সস্তা। পরোক্ষ প্রমাণ থেকে মনে হয় যে, ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ চট্টগ্রাম জয় করার অনেক আগে থেকে সেখানে সমৃদ্ধ মুসলিমদের কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, মুসলিম সওদাগরদের বসতি ছিল। এর তুলনীয় পরিস্থিতি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলেও দেখা যায়। আরব মুসলমানরা মুহম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু জয় করেছিল বটে, কিন্তু তারও অর্ধশতাধিক বছর আগে ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে মালাবার উপকূলে বর্তমান কোচিন থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে ক্যান্নানোরের কাছে মুসলিম বণিকরা বসতি স্থাপন করেছিল এবং মসজিদ নির্মাণ করেছিল। এটাই ভারতের প্রাচীনতম মসজিদ। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সওদাগররা ভারতের বিভিন্ন বন্দরে বসতি ও বাজার স্থাপন করেছিল এবং এইভাবে বাণিজ্যপথেই ইসলাম ধর্ম নিঃশব্দে ভারতে তথা বাংলায় প্রবেশ করেছিল। সে জন্যেই কেরলের বা বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে মুসলিম উপস্থিতি এত স্পষ্ট। কিন্তু কবে থেকে এত স্পষ্ট হ'ল?

১৭৫৭ সালে বাংলায় কার্যত মুসলিম শাসনের অবসান এবং ব্রিটিশ শাসনের সূচনা হয়। ভারতে বিধিবদ্ধভাবে জনগণনা শুরু হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। আর 'বেঙ্গল প্রপারে' ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার নির্ভরযোগ্য গণনা পাওয়া যায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ১৮৮১ সালে 'বেঙ্গল প্রপারে' হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৭২৫৪১২০ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ছিল

১৭৮৬৩৪১১ জন অর্থাৎ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ৬০৯২৯১ জন বেশি। দশ বছর পরে অনুষ্ঠিত জনগণনায় ১৮৯১ সালে হিন্দুর সংখ্যা দাঁড়াল ১৮০৬৮৬৫৫ জন, অন্যদিকে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াল ১৯৫৮২৩৪৯ জন অর্থাৎ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াল ১৫১৩৬৪৯ জন বেশি। পরবর্তী জনগণনাগুলি থেকে দেখতে পাই যে, প্রত্যেক দশ বছর অন্তর অন্তর হিন্দুর থেকে মুসলমানের সংখ্যা বড় বড় লাফ দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ মুসলমান জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিটাই হচ্ছে প্রবণতা এবং এই প্রবণতার ভিত্তিতে আমরা এটাও মানতে বাধ্য যে, কয়েক দশক আগে হয়ত ১৮৫৭-র অভ্যুত্থানের আগে যখন ভারত কাগজে-কলমে মুঘল শাসনের অধীনে ছিল তখন বাংলায় মুসলমানরাই সংখ্যালঘু ছিল। ব্রিটিশ শাসনের যুগেই মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংল্যাণ্ডে, জার্মানিতে এবং ভারতের বড় বড় শহরগুলিতে যখন প্রবল কলরোলে হিন্দু জাগরণ হচ্ছে তখনই প্রদীপের নিচে অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রামবাংলায়, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের অগোচরে এবং হয়ত অজ্ঞাতে, মুসলমানদের সংখ্যা বিপুল হারে, দারুণ দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে।

কোন বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা কী কী ভাবে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়? গত একশ বছর ধরে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণের প্রসঙ্গে সম্প্রদায় বিশেষের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণটা বোঝা নিতান্ত যরূরী। হ্রাস-বৃদ্ধির একটা কারণ হ'ল জন্ম-মৃত্যু। আর একটি কারণ হ'ল ধর্মান্তরণ। অধিবাসীদের একাংশ যদি হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহ'লেই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আবার ধর্মান্তরণও দু-ভাবে হ'তে পারে। বলপূর্বক এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে। কে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করতে পারে? যার অর্থবল ও অস্ত্রবল আছে। ১৮৯১ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার অর্থবল ও অস্ত্রবল দু'টোই ছিল হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের হাতে। সুতরাং বলপূর্বক ধর্মান্তরণ করা হিন্দু জমিদার-মহাজনদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। সহজ বুদ্ধির বিচারেই বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরণের তত্ত্ব মিথ্যে হয়ে যায়। আর জন্ম-মৃত্যুর কারণে হিন্দুদের জনসংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি হ্রাস পেয়েছে অথবা হিন্দুদের জন্মহার কম, এ রকম তত্ত্বের সমর্থনে কোন সত্য পাওয়া যায় না। দেখা গেছে যে, একই আর্থিক স্তরের দুই সম্প্রদায়ের দুই পরিবারের মধ্যে জন্মহার এবং মৃত্যুহার একই রকম। অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর হারের উপর ধর্মের কোন প্রভাব নেই, যা আছে তা হ'ল আর্থিক অবস্থার ও সেই সঙ্গে শিক্ষার প্রভাব। তাহ'লে বাকি থাকে একটি কারণ, স্বেচ্ছায় অন্য ধর্ম গ্রহণ। আর এই শেষোক্ত কারণেই একশ' বছরে বাংলাভাষীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, স্বেচ্ছায় ধর্মগ্রহণ এক জিনিস এবং ধর্মান্তরীকরণ সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ডঃ জেমস ওয়াইজ ঢাকাতে সিভিল সার্জেনের পদে নিযুক্ত হন। তখন তিনি পূর্ববাংলার সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা নিয়ে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন যেগুলির কিছু অংশ তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে 'নোটস অন দি রেসেজ, কাস্টমস অ্যান্ড ট্রেডস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল' নামক লণ্ডন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে প্রকাশ করেন এবং বাকি অংশ ডঃ ওয়াইজের মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী দেন হার্বার্ট রিজলিকে। ডঃ ওয়াইজের তথ্যাবলির ভিত্তিতে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর তৃতীয় খণ্ডে 'দ্য মহামেডানস অব ইস্টার্ন বেঙ্গল' নামে এক প্রবন্ধে স্যার রিজলি লেখেন যে, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা সামাজিক সমতা লাভের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। ওয়াইজ এবং স্যার রিজলির মতামতকে আমরা বেসরকারি মত বলতে পারি। এখানে সত্যের খাতিরে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডঃ ওয়াইজ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বলপূর্বক ইসলামীকরণের কথা বলেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কালে পূর্ব বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা সমান সমান হ'লেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল।

এবার ১৮৭১ সালে প্রথম জনগণনার উপর এইচ বেভেরলির এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার উপর ই এ গেইটের প্রতিবেদন পরীক্ষা করা যাক। দু'টি জনগণনার দু'জন দায়িত্বশীল কর্তাই লিখেছেন যে, হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণ ও দরিদ্র মানুষেরাই হ'ল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের প্রধান অংশ। এখানে একদা হিন্দুসমাজের অন্তর্গত নিম্নবর্ণ ও দরিদ্র শ্রেণীর উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলায় বিশেষত পূর্ববাংলায় মুসলমান জনসংখ্যার চমকপ্রদ বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ বাঙালি হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীর বিচার ও মানসের মধ্যেই নিহিত এবং তাদেরই অত্যাচারে ও আচরণে বাঙালি হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণ ও নিম্নশ্রেণী হিন্দুসমাজ ত্যাগ করে মুসলমান সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করে। আবার ১৯৪৭ সালে এই ঘটনারই উলটপুরাণ কাহিনী শুরু হয়।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। এখন আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের দিকে ফিরে আসি। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলার জনবিন্যাসের রূপটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। শহরে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে হিন্দুরাই প্রধান এবং গ্রামের নিরক্ষর দরিদ্র মানুষদের মধ্যে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালি সমাজের এই দ্বিখণ্ড রূপের ভিত্তিতেই লর্ড কার্জন 'বঙ্গভঙ্গ' আইনকে কার্যকর করলেন। কার্জন প্রণীত বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়াতে বাঙালি জাগরণের প্রথম পর্যায়ে 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে- জয় মা বলে ভাসা তরী' গেয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্ণধারের ভূমিকায় এগিয়ে এসেছিলেন।

অচিরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গভীরে নিহিত শোচনীয় সমস্যাটাকে তথা সত্যটাকে প্রত্যক্ষ করে আন্দোলনের আয়োজনে উন্মত্ত না হয়ে সরে গেলেন মহানগরীর কোলাহল থেকে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথের মত পরিপূর্ণ অন্য কোন শিল্পীর কথা আমার জানা নেই। তাঁকে শুধু নিভৃতের শিল্পী বলে ভাবলে আমাদেরই অনুধাবনার দৈন্য প্রকাশ পাবে। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। যখন বয়কট নীতিতে বাংলার হাটে হাটে সস্তার বিদেশী কাপড় পোড়ানোর উৎসব চলছে তখন রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা হ'ল কুষ্টিয়ার বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। তাছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের জন্যে সমবায়ের আদর্শে পতিসর কৃষি ব্যাংক স্থাপন করলেন। আশ্রয় বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে প্রবর্তন করলেন নির্বাচন প্রথা। উচ্চতর কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে বিদ্যালয়ের প্রথম দলের দু'জন ছাত্রকে আমেরিকায় পাঠালেন। আসল কথা, বাংলার অর্থনীতিকে নতুন করে সৃষ্টি করতে হবে। আবার এসবের পাশাপাশি লিখছেন, 'রাজাপ্রজা', 'সমূহ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি, 'এখন আর দেরি নয় ধর গো তোরা হাত হাতে ধর গো, আজ আপন পথে ফিরতে হবে, সামনে মিলন স্বর্গ' প্রভৃতি গান এবং 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাস।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে, দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে'। সমসময়ে সমাপ্ত করলেন 'গোরা' উপন্যাস রচনা। সমগ্র উপন্যাস ধরে গোরা খুঁজে বেড়িয়েছে ভারতবর্ষকে। জটিল সুদীর্ঘ ভারত-সন্ধানের শেষে পরেশবাবুর কাছে ফিরে এসে গোরা বলল, 'আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান-ব্রাহ্ম সকলেরই, যাঁর মন্দিরের দ্বার কোন জাতির কাছে, কোন ব্যক্তির কাছে কোনদিন অবরুদ্ধ হয় না। যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা'। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ এখানে হিন্দুর দেবতা এবং ভারতবর্ষের দেবতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একজনকে সারাক্ষণ 'দূর' 'দূর' করলে দোষ নেই, কিন্তু সে যদি সত্যিই দূরে যেতে চায় তাহ'লে তাকে ঘাড় ধরে টেনে আনা হবে জমিদারি মেজাজের প্রমাণ। কিন্তু ১৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'ঘরে-বাইরে'-র জমিদার 'নিখিলেশ' সেরকম জমিদারি মেজাজ দেখাবার পরামর্শকে গ্রাহ্য করেনি বলে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে। তার মতে 'দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা'। সন্দীপ ও তার আদর্শে অনুপ্রাণিত 'বন্দেমাতরম' ঘোষণাকারী হিন্দু বাবুবাহিনীও নিখিলেশের বোধবুদ্ধির বিরুদ্ধে গেছে। ফলে এলাকায় মৌলবীর আনাগোনা শুরু হ'ল, দুই এক জায়গায় গরু-জবাই দেখা দিল। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের যুগে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাবের পিছনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরম্পরা অথবা কার্য-কারণ সম্পর্ক দেখেছেন। যখন গরু জবাই নিয়ে অভিযোগ উঠেছে তখন নিখিলেশের বক্তব্য, 'নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমার হাত নেই'। এ পর্বেই 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান', 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' প্রভৃতি কবিতা রচিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ১৯০৬-১৬ পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সৃষ্টি' শব্দটার তাৎপর্যকে সাহিত্য থেকে কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষক-জীবনের বাস্তবতা পর্যন্ত বহু বিস্তৃত করলেন এবং একই সঙ্গে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের অনুধাবনাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ ও নতুন মাত্রা দিলেন। স্বভাবতই বাঙালি বাবু সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ থেকে দেশজ সত্যকে বোঝবার চেষ্টা করেনি এবং সম্ভবত অধিকাংশেরই সেরকম ভাবে বোঝবার ক্ষমতাও ছিল না। বাঙালি বাবুরা সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেছিল। এই অস্বীকারের প্রতিফলন দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলি প্রকাশের জন্যে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বারবার ব্যর্থতায়। তাঁর রচনাবলি, বিশেষত 'ঘরে-বাইরে' বারবার প্রচণ্ড প্রতিকূল সমালোচনার লক্ষ্য হয়। বাঙালি মুসলমানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁকে হিন্দুপক্ষীয় বলে বর্জন করেছে এবং বাঙালি হিন্দু বাবু সম্প্রদায় তাঁকে পরিহার করেছে দেশবিরোধী ও সমাজদ্রোহী বলে। পরে অসহযোগ আন্দোলনের কালেও রবীন্দ্রনাথ আবার দেশবিরোধী ও সমাজদ্রোহী বলে অভিযুক্ত হয়েছেন। কারণ তিনি কখনও নেতিবাচক আন্দোলনের অর্থহীন উত্তেজনা দিয়ে নিজেকে অভিভূত হ'তে দেননি, সর্বদা স্থির ও স্থিত থেকেছেন নিজের দূরপ্রসারী কর্মসূচিতে।

অবশ্য 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসের বিচার সর্বাগ্রে সাহিত্যবিচারের মানদণ্ডেই হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিছু সমাজবাস্তবতার মানদণ্ডও সাহিত্যবিচারের অন্যতম মানদণ্ড। সাহিত্য তথা শিল্পে বাস্তবের তাৎপর্য নির্ধারণ করতে গিয়ে ১৯১৪ সালে 'বাস্তব' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, 'গোরা উপন্যাসে কী বস্তু আছে না আছে উক্ত উপন্যাসের লেখক তাহা সবচেয়ে কম বোঝে'। তারপর অভিযোগের উত্তরে লেখেন, 'বর্তমান সময়ে কতকগুলি বিশেষ কারণে হিন্দু আপনার হিন্দুত্ব লইয়া ভয়ঙ্কর রুখিয়া উঠিয়াছে। সেটা সম্বন্ধে তাহার মনের ভাব বিশেষ সহজ অবস্থায় নাই। বিশ্বরচনায় এই হিন্দুত্বই বিধাতার চরম কীর্তি এবং এই সৃষ্টিতেই তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, এইটে আমাদের বুলি'। প্রচলিত ইতিহাস অথবা ধারণা যেখানে বিভ্রান্ত, শিল্পী সেখানে পথপ্রদর্শক। 'মহেশ' গল্পের স্রষ্টা শরৎচন্দ্রই হাওড়া জেলার কংগ্রেসি নেতা শরৎচন্দ্রের অপেক্ষা বেশি নির্ভরযোগ্য। এই জন্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকের বাঙালি হিন্দু-মুসলমান প্রসঙ্গে সাহিত্যের প্রমাণকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি।

উল্লিখিত একই পর্বে সমাজবিজ্ঞানের সূত্র থেকে কী ইঙ্গিত

পাওয়া যায় সেটাও বিচার্য। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বসু 'হিন্দু সমাজের গড়ন' ১৩৫৪-১৩৫৫ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখেন। এই গ্রন্থের শেষাংশে তিনি লিখেছেন, 'বাংলাদেশে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে, যেখানে নদী অথবা খাল-বিলের প্রাদুর্ভাব, নমঃশূদ্র জাতির প্রাদুর্ভাব সেই সকল জায়গায় বেশি। হিন্দু সমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী জাতিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, এমনকি অস্পৃশ্য বলিয়া গ্রামের প্রান্তে ভিন্ন পল্লীতে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে।... নমঃশূদ্র জাতির সংখ্যা অল্প নহে। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলার এক এক বৃহৎ অংশে ইহাদের বিস্তৃত বসতি আছে। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা শিক্ষালাভের পরে বর্ণহিন্দুদের নিকট অপমানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ নমঃশূদ্রগণ হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক জাতি এবং গভর্ণমেন্টের বিশেষভাবে অনুগ্রহের পাত্র বলিয়া দাবি জানান। 'নমঃশূদ্র সুহৃদ', 'পতাকা' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করেন।' এখানে নমঃশূদ্রদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কারণ আছে। পরধর্ম সহনশীলতার জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভায় হিন্দুধর্মের যে বৈশিষ্ট্যের গুণগান করেছেন বাস্তবে তার পরাকাষ্ঠা কতখানি সেটার সন্ধান করা। যে ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই ভেতরে ভেতরে অপমান অত্যাচার ঘৃণার ছড়াছড়ি, তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোন চোখে দেখবে তা সহজেই অনুমেয়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'বিশাল বাঙ্গালা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, ব্রাহ্মণ্য সমাজের আচার-বিধান ও বহু-বিধিনিষেধের ফলে উচ্চবর্ণ হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ঘরে ঘরে উদারতর পারিবারিক নীতি ও অভিনব সামাজিক আচার-ব্যবহার অবিলম্বে গ্রহণ করিতে না পারিলে বাঙ্গালার ১ কোটি ৫০ লক্ষ অবনত ও পতিতজাতি বাঙ্গালার কৃষ্টিকে নীচের দিকে টানিয়া অতলে ডুবাইয়াই দিবে।' রবীন্দ্রনাথ একই কথা ছন্দে বলেছিলেন, 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'।

চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে অধিকাংশেরই স্বভাব হ'ল হাতটা একটু তুলে কানটা কানের জায়গাতেই আছে কিনা দেখবার কষ্টটা না করে প্রথমেই প্রবল ভাবাবেগে চিলের পেছনে ছোটা। সেজন্যে কেন দশকে দশকে হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা বোঝবার কষ্ট না করে আমরা অনেকেই প্রথমেই মুসলমানদের জন্মহার বৃদ্ধির কথা বলি। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে, বাংলাভাষীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ক্রমিক ধারায় হিন্দুধর্ম বর্জন করেছে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। যারা আনুষ্ঠানিকভাবে কলমা পড়ে মুসলমান হয়নি তাদেরও একাংশ জনগণনার সময় হিন্দু পরিচয় দিতে অস্বীকার করেছে। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার পঞ্চম ভাগের প্রথম খণ্ডে বাংলা ও সিকিম অংশের প্রতিবেদনে এই পোর্টার এই বক্তব্যই লিপিবদ্ধ করেছেন যে, হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের প্রধান কারণই হ'ল হিন্দুধর্ম বর্জন করে ইসলাম গ্রহণ।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করতে যান। তখন তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। গান্ধী তখন তাঁর মালিকান্দার বাড়িতেও গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন। এই গ্রন্থে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন, 'নোয়াখালীতে তখন হিন্দু-মুসলমানের ভিতরে অপ্রীতির ভাব চলছিল। একজন সঙ্গতিপন্ন শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী যুবক এসে মহাত্মাজীকে সে কথা বলে। মহাত্মাজী তাকে জিজ্ঞেস করেন, এই যেলায় হিন্দু-মুসলমানের শতকরা এবং তাদের জমির হার কত? যুবকটি বলে, মুসলমান শতকরা ৭০ ভাগ এবং হিন্দু ৩০ ভাগ। আর জমির মালিক হিন্দু শতকরা ৭০ ভাগ আর মুসলমান ৩০ ভাগ। মহাত্মাজী বলেন, এইখানেই তো সংঘর্ষের কারণ।' অর্থনৈতিক বৈষম্য যে মিলনের প্রবল অন্তরায় একথা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। বর্ণভেদের মত অর্থভেদও যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অন্যতম নির্ধারক এ কথাটা এখানে পরিষ্কার।

মহাত্মা গান্ধীর পূর্ববঙ্গ পরিক্রমা শেষ করে ফিরে যাওয়ার অব্যবহিত পরে ১৬ জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে চিত্তরঞ্জনের অশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মোতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে 'স্বরাজ্য পার্টি' স্থাপিত হয়। ঐ বছরেই ১৬-১৭ ডিসেম্বর কলকাতাতে স্বরাজ্য পার্টি 'হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট' বা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে। এই ঘোষণার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল স্বরাজ লাভের পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার সূত্রাবলি। এই প্যাক্টে ঘোষণা করা হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে তথা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যালঘিষ্ঠতা অনুসারে। অর্থাৎ যথার্থ গণতান্ত্রিক উপায়ে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন লোক্যাল বডিতে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করা হবে। কিন্তু ১৯২৩ -এর ডিসেম্বরে শেষ দিনগুলিতে কোকনদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে এই গণতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণের জন্যে চুক্তিকে সমর্থনের পরিবর্তে সমালোচনা করা হয়। কারণ এই চুক্তি প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে অর্থ সাহায্যকারী জমিদার-মহাজনদের স্বার্থের পরিপন্থী, হোক না তারা সংখ্যালঘু তবু তারাই কংগ্রেসি কর্মসূচির যথার্থ সমর্থক ও তারাই কংগ্রেস ফাণ্ডে টাকা জোগায়। জাতীয় কংগ্রেসের এই নীতির ফলে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের গুরুত্ব নষ্ট হয় এবং বাংলার সংখ্যালঘু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত হিন্দুদের জয় হয়। এর প্রতিফলন দেখা যায় চাকরি-বাকরি এবং অন্যান্য সমস্ত সমজাতীয় ক্ষেত্রে। অগত্যা চিত্তরঞ্জন বাধ্য হয়ে ঘোষণা করলেন যে, স্বরাজ অর্জনের পরে হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের সূত্রগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা হবে। বাঙালি হিন্দু উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্তদের কায়েমী স্বার্থের ক্ষমতা ও ভণ্ডামি হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের ব্যর্থতা থেকে প্রমাণিত হয়। তারপরে ১৯২৫-এর ১৬ জুন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে সব সম্ভাবনার অবসান।

[চলবে]

॥ সংকলিত ॥

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইসলাম

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক*

ইসলাম ব্যাপক ও সার্বজনীন দ্বীন। ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল, জৈব-অজৈব, আত্মা ইত্যাদি কোন বিভাগই এর গণ্ডীর বাইরে নয়। ইসলাম সকল প্রকার জ্ঞান অন্বেষণের জন্য মানুষকে তাগিদ দিয়েছে। কুরআন মাজীদের প্রথম যে বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল তা হ'লঃ

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ-

'পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটরক্ত থেকে। পাঠ করুন এবং আপনার প্রভু মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না' *(আলাক্ব ১-৫)*।

এ কথাগুলি এমন একটি মানবগোষ্ঠীর প্রতি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল যারা ছিলেন নিরক্ষর। তারা না লিখতে জানতেন, না পড়তে জানতেন। সে সময়ে গোটা কুরাইশ বংশে ১৭ জন পুরুষ ও ১ জন নারী লেখাপড়া জানতেন। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে একাধিক আয়াতে আলেম (বিদ্বান) ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ-

'আল্লাহ তা'আলাকে কেবল তার আলেম (বিদ্বান) বান্দারা ভয় করে' *(ফাতির ২৮)*।

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ-

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও যাদের বিদ্যা দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা সমুন্নত করেন' *(মুজাদালাহ ১১)*।

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُوْا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ-

'ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাথে আল্লাহ ফেরেশতামণ্ডলী ও আলেম (বিদ্বান)গণ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই' *(আলে-ইমরান ১৮)*।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-

আলেম '(বিদ্বান) গণ নবীদের উত্তরাধিকা'রী।[১]

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ-

'বিদ্যা অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয'।[২]

বিদ্যা বলতে ইসলাম শুধু শরীয়তী বিদ্যাকে বুঝায়নি; বরং কল্যাণধর্মী সকল প্রকার বিদ্যার্জন এর অন্তর্গত। যেমন চিকিৎসাবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। ইমাম আবু হামেদ আল-গাযালী তাঁর অনন্য গ্রন্থ 'এহইয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থে বলেছেন,

أَمَّا فَرْضُ الْكِفَايَةِ فَهُوْ كُلُّ عِلْمٍ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فِى قِوَامِ أُمُوْرِ الدُّنْيَا كَالطِّبِّ إِذْ هُوَ ضَرُوْرِىٌّ فِى حَاجَةِ بَقَاءِ الْأَبْدَانِ-

'আর ফরযে কিফায়া হ'ল ঐ সকল বিদ্যা, পার্থিব কাজ আঞ্জাম দিতে যা শেখা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। যেমন চিকিৎসাবিদ্যা। কেননা শরীর রক্ষার জন্য তা নিতান্ত আবশ্যক'। তিনি আরও বলেছেন,

لَوْ كَانَ عِنْدَ غَيْرِ الْمُسْلِمِيْنَ عِلْمٌ اَوْ إِخْتِرَاعٌ وَلَيْسَ عِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَاَفْضَلُ فَإِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ اٰثِمُوْنَ مُحَاسَبُوْنَ عَلَى تَقْصِيْرِهِمْ-

'যদি অমুসলিমদের নিকট কোন বিদ্যা অথবা আবিষ্কার থাকে আর মুসলমানদের নিকট উহার সুন্দরতর ও উন্নততর সংস্করণ না থাকে, তাহ'লে মুসলমানরা পাপী হবে এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাদেরকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে'।

এরপর তিনি বলেছেন

وَالطَّبِيْبُ يَقْدِرُ عَلَى التَّقَرُّبِ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى بِعِلْمِهِ فَيَكُوْنُ مُثَابًا عَلَى عِلْمِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ عَامِلُ اللّٰهِ بَانِهِ وَتَعَالَى-

'একজন চিকিৎসক তার চিকিৎসাবিদ্যা দ্বারা আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হ'তে পারেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার একজন কর্মী হিসাবে তার বিদ্যাবত্তার জন্য ছওয়াব প্রাপ্ত হবেন'।

ইসলাম ও স্বাস্থ্যরক্ষা

ইসলাম ৫টি বিষয় হিফাযতের প্রতি সবিশেষে গুরুত্ব দিয়েছে। সেগুলি হ'ল- দ্বীন, শরীর, জ্ঞান, সম্পদ ও

* এম,এম,এম, এ, বিএড, সাবেক শিক্ষক, রাজশাহী দারুস সালাম আলিয়া মাদরাসা ও পাবনা আলিয়া মাদরাসা, সহকারী শিক্ষক, ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চবিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১. আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/৩৩ পৃঃ, হা/৬৮ 'ইলম' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/২৬২৮; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৬৪১; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২২; মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়, সনদ হাসান।

২. ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৯২ পৃঃ, হা/১৮৪, 'উলামাদের মর্যাদা ও ইলম শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।

সম্মান। দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাস্থ্যের হিফাযত ব্যতীত শরীর ও জ্ঞানের হিফাযত সম্ভব নয়। আর দেহ-মন ভাল না থাকলে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানও সম্ভব নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বাস্থ্যকে মানুষের প্রতি আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ-

'দু'টি অনুগ্রহের ব্যবহার নিয়ে বহু মানুষ ভুলের মধ্যে পতিত হয়- স্বাস্থ্য ও অবসর'।[৩]

তিনি আরও বলেছেন,

مَنْ اَصْبَحَ مُعَافِيً فِيْ بَدَنِهِ وَاٰمِنًا فِى سِرْبِهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَاحِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا-

'যে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে ও নিরাপদ পথে ভোর করল, আর তার নিকট সারাদিনের খাবার সঞ্চিত আছে। যেন তার জন্য গোটা দুনিয়া যোগাড় করে দেয়া হয়েছে'।[৪]

তিনি আরও বলেছেন-

إِسْأَلُوْا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَإِنَّهُ مَا أُوْتِىَ اَحَدٌ بَعْدَ يَقِيْنٍ خَيْرًامِّنْ مُعَافَاةٍ-

'তোমরা আল্লাহ্র নিকট থেকে ক্ষমা ও সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা কর। কেননা ঈমানরূপী দৌলতের পর কাউকে স্বাস্থ্যের চেয়ে উত্তম আর কোন দৌলত দেয়া হয়নি'।[৫]

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ إِحْرِصْ عَلى مَايَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَاتَعْجِزْ-

'একজন ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্বল মুমিন থেকে স্বাস্থ্যবান বলশালী মুমিন আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়। আর এরূপ প্রত্যেকের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমাকে যা উপকার দর্শে তা লাভে তুমি যত্নবান হও এবং আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর। আর হীনবল হয়ে পড়ো না'।[৬]

ইসলামের সকল শিক্ষাই স্বাস্থ্য রক্ষা ও উহার উন্নয়নের প্রতি জোর দিয়েছে, যাতে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন গড়তে পারে। আর অসুস্থতা মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। তাই কেউ অসুস্থ হ'লে ইসলামের নির্দেশ সে ওষুধের শরণাপন্ন হবে। এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ,

يَاعِبَادَ اللّٰهِ- تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَّاحِدٍ- قَالُوا مَاهُوَ قَالَ الْهَرَمُ-

'হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা ওষুধ ব্যবহার কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি, যার কোন আরোগ্যের ব্যবস্থা তিনি দেননি। তবে একটি রোগ ছাড়া। তাঁরা বললেন, সে রোগটা কি? তিনি বললেন বার্ধক্য'।[৭]

তিনি আরও বলেছেন,

مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ-

'আল্লাহ এমন কোন রোগ প্রেরণ করেননি, যার সঙ্গে তার আরোগ্য ব্যবস্থা প্রেরণ করেননি। যে তা জানে সে জানে এবং যে জানেনা সে জানেনা'।[৮] অর্থাৎ যে জানার চেষ্টা করে সে জানতে পারে আর যে চেষ্টা করে না সে এ সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যায়'।

এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাদীছ। ইহা গবেষণাগারের দু'টি পাল্লাসহ উহার দ্বার খুলে দিয়েছে, যাতে তা দিয়ে গবেষকগণ প্রবেশ করে গবেষণা করতে পারে। আর এভাবেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা বাঁধাহীন, ক্লান্তিহীনভাবে চলতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে ওষুধ ব্যবহার করেছেন, তাঁর পরিবার-পরিজন মহান ছাহাবীগণ সকলেই ওষুধ ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর উম্মতকে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণের উপদেশ দিয়েছেন। তার অনেকগুলিই যুগ-যামানা পেরিয়ে আমাদের যুগেও চিকিৎসা ও ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

[আরবী 'আহলান-সাহলান' পত্রিকা অবলম্বনে রচিত]

---

৩. *ছহীহ বুখারী ফাৎহুলবারী সহ ১১/২৭৫ পৃঃ, হা/৬৪১২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ ৩/৩৬৪ পৃঃ, হা/৪২৪৫; তিরমিযী হা/২৩০৪; মিশকাত হা/৫৮০১ 'রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র ও আচরণ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

৪. *ছহীহ ইবনু মাজাহ ৩/৩৫৫ পৃঃ, হা/৩৩৫৭; তিরমিযী হা/২৩৪৬; সিলসিলা ছহীহা হা/২৩১৮; মিশকাত হা/৫১৯১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, সনদ হাসান।*

৫. *আহমাদ, তিরমিযী, ছহীহ ইবনু মাজাহ ৩/২৫৮ পৃঃ, হা/৩১১৮ 'দো'আ' অধ্যায়; তাহক্বীক মিশকাত হা/২৪৮৯ 'বিভিন্ন দো'আ অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।*

৬. *ইমাম নববী আদ-দিমাশক্বী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০০, পৃঃ ৬৩; ছহীহ মুসলিম হা/২৬৬৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৪৪ পৃঃ, হা/৬৪ 'ক্বদর' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৫২৯৮ 'ভরসা ও ছবর' অনুচ্ছেদ।*

৭. *আহমাদ আবূদাঊদ, তিরমিযী; তাহক্বীক্ব মিশকাত ২/১২৮১ পৃঃ; হা/৪৫৩২ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফোঁক' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।*

৮. *সিলসিলা ছহীহা ১/৩৫ পৃঃ, হা/৪৫১; ছহীহ বুখারী ৪/১৫ পৃঃ, হা/৫৭৮ 'চিকিৎসা' অধ্যায়; ছহীহ ইবনে মাজাহ ৩/১৫৯ পৃঃ, হা/৩৪৩৬; মিশকাত হা/৪৫১৪ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফোঁক' অধ্যায়।*

প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ

*-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**

(٦٧) عن إبن عمر قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ-

(৬৭) ইবনে উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ওযূ থাকা অবস্থায় পুনরায় ওযূ করবে, তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হবে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছে আব্দুর রহমান ইবনে যিয়াদ আল-আফরীক্বী নামক রাবী যঈফ ও আবু গুত্বাইফ অপরিচিত।[১]

(٦٨) عن ابن عباس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْوَضُوْءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ-

(৬৮) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি চিত হয়ে শয়ন করবে তার প্রতি ওযূ করা যরূরী। কারণ যে চিত হয়ে শয়ন করে তার জোড়সমূহ ঢিল হয়ে যায়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। হাদীছটি যঈফ। আবু খালিদ আদ-দালানী নামক রাবী যঈফ।[২]

উল্লেখ্য, ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, ছাহাবাগণ চিত হয়ে তন্দ্রায় ঢুলে পড়তেন এবং ওযূ না করেই ছালাত আদায় করতেন।[৩]

(٦٩) عن إبن عمر إن عمر بن الحطاب قَالَ إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّؤُا مِنْهَا-

(৬৯) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, খলীফা উমর (রাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই চুম্বন স্পর্শের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা চুম্বন করলেই ওযূ করবে' *(দারাকুৎনী, মিশকাত 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নামক রাবী যঈফ।[৪]

(٧٠) عن عمر بن عبد العزيز عن تميم الدارى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ-

(৭০) উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তামীম আদ-দারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রক্ত প্রবাহিত হ'লে ওযূ করতে হবে' *(দারাকুৎনী, মিশকাত 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। হাদীছটি যঈফ। হাদীছটিতে ইয়াযীদ ইবনে খালিদ, ইয়াযীদ ইবনে মুহাম্মাদ এবং রাক্বীয়া ইবনে ওয়ালীদ রাবীগণ যঈফ।[৫]

উল্লেখ্য, 'ইস্তেহাযা' ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ নেই।[৬]

(٧١) عن ابى ابن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ لِلْوَضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ اَلْوَلَهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ-

(৭১) উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ওযূর জন্য একজন শয়তান রয়েছে যাকে ওয়ালাহান বলা হয়। সুতরাং তোমরা পানির সন্দেহ থেকে বেঁচে থাক' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত 'ওযূর সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। হাদীছটি যঈফ। অত্র হাদীছে খারেজা নামক একজন মিথ্যা রাবী রয়েছে।[৭]

(٧٢) عن على قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ وَقَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلَاثًا-

(৭৩) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসলের সময় চুল পরিমাণ জায়গা অপবিত্র অবস্থায় (পানি না পৌঁছিয়ে) ছেড়ে দিবে, তার সাথে জাহান্নাম এরূপ এরূপ আচরণ করবে। আলী (রাঃ) বলেন, সেই দিন

---

* *সদস্য, দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ও শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৫৫৩৬; তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১১০; যঈফ তিরমিযী হা/১১, পৃঃ ৭; যঈফ আবুদাঊদ হা/৬২; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১০২; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩৯৩ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।*

২, *যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/১৮০৮; যঈফ তিরমিযী হা/১২; যঈফ আবুদাঊদ হা/২০২; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১৮ 'যে বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ।*

৩. *মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১৭-এর টীকা দ্রঃ।*

৪. *তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১০৮ পৃঃ, হা/৩৩২-এর টীকা।*

৫. *সিলসিলাহ যাঈফা ১/৬৮১ পৃঃ, হা/৪৭০; তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১০৮ পৃঃ, হা/৩৩৩-এর টীকা; 'যে বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ।*

৬. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ১/৯২ পৃঃ; বায়হাক্বী ১/১৪১ পৃঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১৩৮ পৃঃ, হা/৩৩৩-এর টীকা; বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা যাঈফা ১/৬৮৩, হা/৪৭০-এর আলোচনা।*

৭. *যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/১৯৭০; যঈফ তিরমিযী হা/৯ পৃঃ ৬; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৮৭; তাহক্বীক মিশকাত ১/১৩১ পৃঃ, হা/৪১৭-এর টীকা, 'ওযূর সুন্নাত' অনুচ্ছেদ।*

থেকে আমি মাথার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। একথাটি তিনি তিনবার বলেন'। অর্থাৎ আমি মাথা কামিয়ে ফেলি *(আহমাদ, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*। হাদীছটি যঈফ।[৮]

(٧٣) عَنْ إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ-

(৭৪) ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঋতুবতী এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআনের কোন অংশই পাঠ করতে পারবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। হাদীছটি বাতিল।[৯]

অত্র হাদীছে ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ নামক একজন মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) রাবী রয়েছে।

উল্লেখ্য, ঋতুবতী মহিলা এবং অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন পড়তে পারে। তবে কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ।[১০]

---

৮. যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৫৫২৪ ও ১৮৪৭; ইরওয়া ১/১৬৬ পৃঃ, হা/১৩৩; যঈফ আবুদাউদ হা/২৪৯; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১১৮; তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১৩৮-৩৯ পৃঃ, হা/৪৪৪-এর টীকা 'গোসল' অনুচ্ছেদ।

৯. যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৬৩৬৪; ইরওয়া ১/২০৬পৃঃ, হা/১৯২; যঈফ তিরমিযী হা/১৮; যঈফ আবুদাউদ হা/২২৯; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১১৬; তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১৪৩ পৃঃ, হা/৪২১-এর টীকা।

১০. বুখারী ১/৪৪ পৃঃ; ইরওয়া ২/৪৪-৪৫ পৃঃ, ১/১৫৮-৬১ পৃঃ, হা/১২২ আলোচনা দ্রষ্টব্য। বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০১, প্রশ্ন নং ৩৩-এর উত্তর।

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

বিদেশী মুদ্রা
ফ্রাঙ্ক, সুইস
বিক্রয় করা
ক্রয় ক
করা হ

ছাহাবা চরিত

সাওদা বিনতু যাম'আহ (রাঃ)

*- মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পত্নী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে যেসকল রমণী উম্মাহাতুল মুমিনীনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) ছিলেন সেই ভাগ্যবতী মহিলাদের অন্যতমা। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তার বিরহ ব্যথায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে মহানবী (ছাঃ) যখন বিষণ্ন জীবন যাপন করছিলেন, তখন খাওলা বিনতু হাকীম (রাঃ)-এর মাধ্যমে হযরত সাওদা (রাঃ)-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি আন্তরিক সেবা-যত্ন ও ভক্তিপূর্ণ সোহাগ দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বেদনাবিধুর বিষণ্ন চিত্তকে প্রফুল্ল করতে সচেষ্ট হন।

তিনি আজীবন কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আদেশ-নিষেধকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। দান-ছাদাক্বায় তিনি যেমন উদার হস্ত ছিলেন, যিকর-আযকার ও ইবাদত উপাসনায়ও তেমনি অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁর উত্তম চরিত্র-মাধুর্য, বিনম্র স্বভাব-প্রকৃতি ও অমায়িক আচার-ব্যবহার ছিল অনুসরণীয়।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর প্রকৃত নাম সাওদা (রাঃ)।[১] পিতার নাম যাম'আহ।[২] পূর্ণ বংশক্রম হ'লঃ সাওদা বিনতু যাম'আহ ইবনে ক্বায়েস ইবনে আবদি শামস ইবনে আবদি উদ্দ ইবনে নাছর ইবনে মালিক ইবনে হাসল ইবনে 'আসিব বিন লুওয়াই।[৩] তিনি মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশের 'আমীর' বংশোদ্ভূত।[৪] তাঁর মাতার নাম শামুস বিনতু ক্বায়েস[৫] বিন যায়দ আনছারী।[৬] যিনি মদীনার বানু নাজ্জারের আদী বংশোদ্ভূত।[৭]

**. এম,এ শেষ বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

১. ওয়ালীউদ্দীন মুহাম্মাদ আল-খাত্বীব, আল-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল (দিল্লীঃ আছাহহুল মাতাবি, তা.বি.), পৃঃ ৫৯৯; তালেবুল হাশেমী, মহিলা সাহাবী, অনুঃ আবদুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৪/১৪১৪), পৃঃ ২৫।

২. মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯১/১৪১১), ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬; আল্লামা আস-সাইয়িদ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-জারদানী, ফাতহুল আল্লাম বি শারহি মুরশিদিল আনাম (কায়রোঃ দারুস সালাম, ১৯৯০/১৪১০), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৯৯৪/১৪১৫), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭; মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৫।

৪. ঐ, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তা.বি.), ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭; তাহযীবুত তাহযীব ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭।

৫. মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৫।

৬. আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭।

৭. প্রাগুক্ত; মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৫।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতঃ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) যখন হক্বের দা'ওয়াত দিতে শুরু করলেন, ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগেই হযরত সাওদা (রাঃ) কালবিলম্ব না করে রাসূল (ছাঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম স্বামী সাকরানও তখন ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮] আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয়বার হিজরতে হযরত সাওদা (রাঃ) স্বামী সহ অন্যান্য মুসলমানদের সহগামী হয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।[৯] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅতের ১৩শ বছরে মদীনায় হিজরত করে হযরত আবু রাফে ও যায়দ বিন হারিছা (রাঃ)-কে হযরত ফাতিমা, উম্মু কুলছূম ও হযরত সাওদা (রাঃ) প্রমুখকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের সাথে হযরত সাওদা (রাঃ) মদীনায় হিজরত করেন।[১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহঃ

হযরত সাওদা (রাঃ) কয়েক বছর আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে আসার অল্প কিছু দিন পরে তাঁর স্বামী সাকরান মৃত্যুবরণ করেন।[১১] স্বামীর পরিবারে আর কেউ না থাকায় হযরত সাওদা (রাঃ)-এর পক্ষে তাঁর মুশরিক স্বজনের সাথে বসবাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ তারা হযরত সাওদা (রাঃ)-কে দ্বীনের ব্যাপারে কষ্ট দিত। ফলে তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবকের আশু প্রয়োজন ছিল।[১২] এমতাবস্থায় হযরত খাওলা বিনতু হাকিম (রাঃ)-এর মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে তাতে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[১৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে নবুঅতের ১০ম বছরের[১৪] রামাযান মাসে[১৫] ৪০০ দিরহাম মোহরানার বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ করেন।[১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সাথে মক্কায় বাসর যাপন করেন।[১৭] তাঁর গর্ভে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন সন্তান হয়নি।[১৮]

৮. *মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৫; আবুল ফারজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী, আল-মুন্তাযাম ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তা.বি.), ৫ খণ্ড, পৃঃ ২৭৬।*
৯. *তাহযীবুত তাহযীব ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮।*
১০. *মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৬; ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল পৃঃ ৫৯৯।*
১১. *মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৫।*
১২. *আত-তারীখুল ইসলামী ১ম-২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭।*
১৩. *আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭; মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৫-২৬।*
১৪. *ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪।*
১৫. *আল-মুন্তাযাম ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬।*
১৬. ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪; হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম সাওদা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন। দ্রঃ তাহযীবুত তাহযীব ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮; আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭; আল-মুন্তাযাম ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬; ইমাম যাহাবী, নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আলামিন নুবালা (জেদ্দাহঃ দারুল আন্দালুস, ১৯৯১/১৪১১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫; আবুল হাসান আলী আন-নাদভী, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, (জেদ্দাহঃ দারুশ শুরূক, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪০৫/১৯৮৫), পৃঃ ৩৫৮। কারো কারো মতে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। দ্রঃ মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৬।
১৭. আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭; ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল পৃঃ ৫৯৯।
১৮. *মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৮।*

ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, হযরত সাওদা (রাঃ) আশংকা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হয়ত তাকে তালাক্ব দিবেন, এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, আমাকে তালাক্ব দিবেন না, আমাকে আপনার নিকট থাকতে দিন এবং আমার ভাগের দিনগুলি আয়শা (রাঃ)-কে প্রদান করুন। রাসূল (ছাঃ) তাই করলেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

'তারা উভয়ে যদি পরস্পরে কোন সন্ধিতে আবদ্ধ হয় তবে তাদের কোন গোনাহ নেই বরং সন্ধিই উত্তম' (নিসা ১২৮)।[১৯]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত সাওদাহ (রাঃ)-কে এক তালাক্ব দিলেন। তখন তিনি বললেন, বিবাহের উপর আমার কোন আসক্তি নেই। তবে হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি এটা পসন্দ করি যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে আপনার একজন স্ত্রী হিসাবে উঠান। তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে ফিরিয়ে নিলেন।[২০]

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে মহানবী (ছাঃ) অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন হয়ে পড়েন। হযরত সাওদা (রাঃ)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহের পরে তিনি মহানবী (ছাঃ)-কে হাসি-খুশি রাখতে চাইতেন। এজন্য মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন আচরণ ও কথাবার্তার মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-কে হাসাতেন। কারণ তিনি হাসি-কৌতুকেরও অধিকারিণী ছিলেন।[২১]

চরিত্র-মাধুর্যঃ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত সাওদা (রাঃ)-কে অত্যন্ত পূত-পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। তিনি অত্যধিক দয়াদ্র হৃদয়ের অধিকারিণী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নারীকে আমি হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা মুক্ত দেখিনি।[২২] তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতায় মুগ্ধ হয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর মত হওয়ার আশা পোষণ করতেন। হিশাম ইবনু উরওয়াহ স্বীয় পিতা থেকে এবং তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, সাওদা বিনতু যাম'আহ (রাঃ) ছাড়া অন্য কোন মানুষ (রমণী) সম্পর্কে আমার মনে এই আকাংখা জাগেনি যে, তার দেহে আমার আত্মা হ'ত।[২৩]

হজ্জ সমাপনঃ

হযরত সাওদা (রাঃ) ১০ম হিজরী সনে মহানবী (ছাঃ)-এর

১৯. *আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭।*
২০. প্রাগুক্ত; আল-মুন্তাযাম ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬; ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪।
২১. *মহিলা সাহাবী, পৃঃ ২৭।*
২২. *মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৫-২৮।*
২৩. তাহযীবুত তাহযীব ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮; আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭।

সাথে হজ্জব্রত পালন করেন।[২৪] তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন।[২৫] এজন্য দ্রুত চলতে বাধ্য হ'তেন।[২৬] মুযদালিফা থেকে রওয়ানার পূর্বেই রাসূল (ছাঃ) তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে লোকের ভীড়ে তাঁর চলতে কষ্ট না হয়।[২৭]

দান-ছাদাক্বাহঃ

হযরত সাওদা (রাঃ) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। তাঁর নিকট যা কিছু আসতো তা তিনি উদার হস্তে অভাবগ্রস্থদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তিনি হাতের কাজে পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি ত্বায়েফের চামড়া প্রস্তুত করতেন। এই কাজে যা আয় হ'ত তার সবই আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে ফেলতেন।[২৮] এছাড়া উপঢৌকন বা অন্য কোন মাল তাঁর কাছে আসলে তাও তিনি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করতেন। একদা হযরত ওমর (রাঃ) দেরহাম ভর্তি একটি থলে হযরত সাওদা (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? লোকজন বলল, 'দেরহাম'। তিনি বললেন, এ থলেটিতো খেজুরের থলের মতো। একথা বলে তিনি খেজুর বন্টনের ন্যায় সকল দেরহাম অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।[২৯]

রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যঃ

বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (ছাঃ) স্বীয় সকল স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, এ হজ্জের পর নিজেদের ঘরে বসে থাকতে হবে। হযরত সাওদা (রাঃ) ও হযরত যায়নাব বিনুত জাহাশ (রাঃ) কঠোরভাবে এ নির্দেশ পালন করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যান্য স্ত্রীগণ মনে করতেন এ নির্দেশ হজ্জের ব্যাপারে ছিল না। কিন্তু হযরত সাওদা (রাঃ) ও যায়নাব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবনে কোন দিন ঘর থেকে বের হননি। হযরত সাওদা (রাঃ) বলতেন, 'আমি হজ্জ এবং ওমরা দুই আদায় করেছি। এখন রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ঘর থেকে বের হব না'।[৩০]

হাদীছ শাস্ত্রে অবদানঃ

তিনি মহানবী (ছাঃ) থেকে সরাসরি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইয়াহইয়া ইবনু আবদিল্লাহ বিন আবদির রহমান বিন সা'দ বিন যুরারাহ প্রমুখ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৩১] তাঁর নিকট থেকে ৫টি হাদীছ বর্ণিত আছে।[৩২]

ইন্তেকালঃ

হযরত সাওদা (রাঃ)-এর মৃত্যুকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইবনু আবী খায়ছামাহ বলেন, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাসন কালের শেষ দিকে ইন্তেকাল করেন।[৩৩] কারো মতে, তিনি ৬৫ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন।[৩৪] কেউ কেউ বলেন, তিনি ৫৪ হিজরী সনের[৩৫] শাওয়াল মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন।[৩৬] ঐতিহাসিক ওয়াকেদী এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[৩৭]

সমাপনীঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, হযরত সাওদা (রাঃ)-এর জীবনীতে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক শিক্ষা। তাই তাঁর জীবন চরিত হ'তে আমাদের নিতে হবে দীক্ষা। তিনি কথা-বার্তায় ও চাল-চলনে যেমন ছিলেন সংযমী ও বিনয়ী, আচার-ব্যবহারে তেমনি ছিলেন ভদ্র ও করুণাময়ী। স্বামীর সেবা-যত্নে তিনি যেমন ছিলেন অনুকরণীয়, স্বামীর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ পালনে তেমনি ছিলেন অতুলনীয়া। সর্বোপরি রাসূল (ছাঃ) ছিলেন তাঁর জীবন চলার পথের একমাত্র দিশারী এবং তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীছের ছিলেন একনিষ্ঠ অনুসারী।

এই মহা মনীষীনী উম্মুল মুমিনীনের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষালাভ করলে বর্তমান নারী সমাজ হ'তে পারবে আদর্শ গৃহিণী, অনুসরণীয়া রমণী, শ্রেষ্ঠ জননী এবং স্বামীর নিকট প্রিয়া পত্নী। অধুনা সভ্য নামধারী অসভ্য সমাজে নগ্নতা, উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার যে প্রতিযোগিতা চলছে তা প্রাচীন কালের জাহিলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। এর ফলে সমাজে ব্যভিচার, ধর্ষণ, অপহরণ বেড়েই চলেছে। ধ্বংস হচ্ছে জাতির যুব চরিত্র। এ অবস্থা থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে হ'লে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর, সুশীল সমাজ তথা নিরাপদ আবাসস্থল রেখে যেতে হ'লে আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং সেই মোতাবেক চলতে হবে। তাহ'লে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে প্রবাহিত হবে সদা অনাবিল শান্তির ফল্গুধারা, সমাজ জীবনে প্রবাহিত হবে অনন্ত সুখের অফুরন্ত ফোয়ারা। সর্বোপরি জাতীয় জীবনে বা পার্থিব জীবনে বয়ে যাবে শান্তি-সুখের মৃদু সমীরণ। আল্লাহ আমাদেরকে উম্মাহাতুল মুমিনীনের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতঃ সেই মোতাবেক চলার তাওফীক্ব দিন! আমীন!!

---

২৪. মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৮।
২৫. নূযহাতুল ফুযালা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫; আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭।
২৬. মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৮।
২৭. নূযহাতুল ফুযালা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৫; আল ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৭।
২৮. মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৭।
২৯. আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৮।
৩০. মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৮।
৩১. তাহযীবুত তাহযীব ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭-৭৮; আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৮।
৩২. মহিলা সাহাবী পৃঃ ২৮।
৩৩. তাহযীবুত তাহযীব ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭-৭৮; আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৮; ফাতহুল আল্লাম ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪।
৩৪. তাহযীবুত তাহযীব ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৮।
৩৫. আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৮।
৩৬. আল-মুস্তাদরাক ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৬; ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল পৃঃ ৫১৬।
৩৭. আল-ইছাবাহ ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ১১৮।

মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আলে উছাইমীন (রহঃ)

(১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/ ১৯২৭-২০০১ খৃঃ)

- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব*

(২য় কিস্তি)

শায়খ উছাইমীনের দু'টি ঘটনাঃ

(১) ঠাকুরগাঁওস্থ আল ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টারের প্রধান শিক্ষক মাওলানা মুযযাম্মিল হক্ব ছাহেব নিজ অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেন, আমি ও আমার দুই বাংলাদেশী বন্ধু ১৯৯৩ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আল-ক্বাছীম প্রদেশের অন্তর্গত বুরাইদা ইসলামিক সেন্টারের আহ্বানে এক দাওয়াতী সফরে সেখানে গিয়েছিলাম। সপ্তাহব্যাপী সেখানে অবস্থানের এক ফাঁকে আমরা ৫০/৬০ কিঃমিঃ দূরে বিখ্যাত উনাইযা শহরে বেড়াতে যাই। শহরের বড় মসজিদে যোহরের জামা'আত শেষে আমরা উপস্থিত হই। অতঃপর শায়খ উছাইমীনের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আছরের জামা'আত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি। এরই মধ্যে একটি ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হ'ল এই যে, স্থানীয় একজন লোক মসজিদের কার্পেটের উপর কুরআন শরীফ রেখে পড়ছিল। তখন বাহির থেকে আসা একজন লোক তাকে নিষেধ করে এবং সজোরে থাপ্পড় মারে। তখন লোকটি বলে যে, ঠিক আছে শায়খ আসলে বিচার দিব। অতঃপর যথাসময়ে শায়খ এলেন ও আছরের ছালাতে ইমামতির পর মুছল্লীদের বক্তব্য শোনার জন্য বসলেন। এ সময়ে ঐ ব্যক্তি যেয়ে এ বিষয়ে নালিশ করলে তিনি উভয়পক্ষের কথা শুনলেন ও নালিশদাতা লোকটির দিকে চোখ দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। তখন ঐ লোকটি আগত লোকটির গালে পাল্টা এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিচার শেষ হল ও উভয়ে চলে গেল। এতে শায়খের ন্যায়নিষ্ঠা ও ঐ এলাকায় তাঁর বিশাল মর্যাদার কথা বুঝা যায়।

(২) নেপালের খ্যাতনামা আলেম আব্দুল মান্নান সালাফী স্বীয় নিবন্ধে উল্লেখ করেন, একবার আমি উনাইযার বড় মসজিদে শায়খের সাথে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। একদিন আছরের ইক্বামতের পূর্বে দেখলাম সাধারণ পোষাক পরিহিত সাধাসিধা ও বুযর্গ চরিত্রের একজন লোক মুছাল্লাতে যেয়ে দাঁড়ালেন। ইমামতি শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত দরস দিলেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তরের পালা শুরু হল। বহু মুছল্লী টেপরেকর্ডার নিয়ে শায়খের কাছে যেয়ে ভিড় জমালো। শায়খ জবাব দিতে দিতে এক সময় উঠে দাঁড়ান ও বাসা অভিমুখে পায়ে হেটে চলতে থাকেন। প্রশ্নকারীদের ঢল তাঁর পিছে পিছে চলতে থাকে, যাদের মধ্যে সাংবাদিকরাও উপস্থিত ছিলেন। বাড়ির গেইটে যেয়ে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন ও পরদিন আছরের পর উক্ত মসজিদে সাক্ষাত করতে বললেন। পরদিন আমি একই ভিড়ের মধ্যে পড়ে অসহায় বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু শায়খের সন্ধানী দৃষ্টি আমাকে ঠিকই খুঁজে নিল এবং নিজেই আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। এর দ্বারা আমি শায়খের ব্যস্ততা যেমন দেখেছি। সাথে সাথে নতুন আগন্তুক কোন সাক্ষাত প্রার্থীকে নিজে থেকে খুঁজে নিয়ে কাছে ডেকে কথা বলবার দুর্লভ গুণও অবলোকন করেছি'।[১]

তাক্বলীদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরঃ

একবার মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের এক মজলিসে জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করল, চার ইমামের যেকোন এক ইমামের অনুসরণ করা কি আমাদের উপর ওয়াজিব? জবাবে মজলিসে উপস্থিত শায়খ আবুবকর জাবের আল-জাযায়েরী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন। তবে অনেকের এ আলোচনা বুঝতে কষ্ট হলে শায়খ আব্দুল মুহসিন হামাদ আল-'আব্বাদ মাইক টেনে নিয়ে স্বীয় বক্তব্য পেশ করতে যেয়ে এক পর্যায়ে বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ওয়াজিবকৃত বিষয়গুলো যা তাঁর জীবদ্দশায় মানসূখ হয়নি, তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ওয়াজিব থাকবে। আবার রাসূল (ছাঃ)-এর যিন্দেগীতে যা ওয়াজিব ছিল না, ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাকে কেউ ওয়াজিব করতে পারবে না'। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা শুনে শায়খ ইবনুল উছাইমীন ও আবুবকর আল-জাযায়েরী সহ সকলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে শায়খ ইবনুল উছাইমীন এ ব্যাপারে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করে তাঁর বক্তব্যকে আরো যুক্তিনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ করে তুলেন। এতে তাঁর ভক্তবৃন্দ যারপর নেই খুশী হন। সাথে সাথে ভিন্ন আক্বীদা পোষণকারীরাও বিষয়টিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।[২]

পরবর্তীতে অন্য একসময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মাযহাবের উপর তা'লীম দানকারী শিক্ষকদের হুকুম কি? জওয়াবে তিনি বলেন,

'কোন সন্দেহ নেই যে, ইমাম আবু হানীফার মাযহাব প্রচলিত চার মাযহাবের একটি এবং সবচেয়ে মশহূর। কিন্তু এ কথা জানা প্রয়োজন যে, হক্ব এই চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আবার কোন মাসআলায় চার মাযহাবের ইমামদের ঐক্যমত উম্মতের ঐক্যমতের মানদণ্ড নয়। এমনকি যদিও তাঁরা যেকোন মাসআলার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে বিশ্বাসী ছিলেন, তথাপি তারাও নিজেদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন এবং সকলকে সুন্নাতের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাঁরা এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, তাঁদের

* দাখিল ফলপ্রার্থী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. মাসিক আস-সিরাজ ৭ম বর্ষ, ৮-৯ সংখ্যা, জানু-ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৩২।
২. আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।

আনুগত্য কেবল ঐ বিষয়ে করা যেতে পারে, যে বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হবে'।

তিনি আরো বলেন, যেহেতু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখের মতামতের উপর একেকটি মাযহাবের সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু তাঁদের মধ্যে ইজতিহাদী ভুল থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। অতএব তাঁদের মতামতের মূল ভিত্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আর এটাই আমাদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে।

অতএব ঐ সকল শিক্ষকের উচিত, আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফিক্বহ পড়ানোর সময় ছহীহ হাদীছের খেলাফ কোন বিষয় পেলে তা বর্জন করা এবং দলীলকে ছাত্রদের নিকট তুলে ধরে হক্বকে গ্রহণের উপদেশ দেওয়া। একইভাবে 'রায়'-এর সাথে তাঁরা দলীল পেশ করবেন এবং দলীল অনুযায়ী আমল করার জন্য ছাত্রদের মানসিকতা তৈরী করবেন। আর যখন দলীল এবং আবু হানীফার রায় পরস্পর বিরোধী হবে, সেক্ষেত্রে আবু হানীফার রায় অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে'।

এভাবে তাক্বলীদের অসারতা প্রমাণ করে জ্ঞান জগতের এ দীপ্ত প্রতিভা মানুষকে প্রতিনিয়ত সুন্নাতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। শায়খ যে কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতেন। কখনই তিনি কারও মতের অন্ধ অনুসরণ করতেন না, যতক্ষণ না তাঁর উপর স্পষ্ট দলীল পেতেন। এমনকি তাঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ও আদর্শ ব্যক্তিত্ব ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর ২০টিরও অধিক মাসআলায় তিনি বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর الشرح الممتع এবং مجموع فتاوى গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।[৩]

লেখনীঃ

শায়খ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে প্রায় অর্ধশতাধিক গ্রন্থ এবং বিভিন্ন মাসআলার উপরে শতাধিক ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর রচিত প্রধান প্রধান বইগুলি নিম্নে বর্ণিত হ'ল।[৪]

(১) فتح رب البرية فى تلخيص كتاب الحموية
ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর আক্বীদা বিষয়ক গ্রন্থের ভাষ্য। এটিই শায়খ উছাইমীনের রচিত প্রথম গ্রন্থ।

(২) تفسير آيات الأحكام (অসম্পূর্ণ)।

(৩) شرح عمدة الأحكام (অসম্পূর্ণ)।

(৪) مصطلح الحديث

(৫) الوصول من علم الأصول

(৬) رسالة فى الوضوء والغسل والصلاة

(৭) رسالة فى كفر تارك الصلاة

(৮) مجالس شهر رمضان

(৯) الأضحية والذكاة

(১০) المنهج لمريد الحج والعمرة

(১১) تسهيل الفرائض

(১২) شرح لمعة الاعتقاد

(১৩) شرح عقيدة الواسطية

(১৪) عقيدة أهل السنة والجماعة

(১৫) القواعد المثلى فى صفات الله العليا وأسمائه الحسنى

(১৬) رسالة فى أن الطلاق الثلاث واحدة ولو بكلمات

(১৭) تخريج أحاديث الروض المربع

(১৮) رسالة فى الحجاب

(১৯) رسالة فى الصلاة والطهارة لأهل الأعذار

(২০) رسالة فى مواقيت الصلاة

(২১) رسالة فى سجود السهو

(২২) رسالة فى أقسام المداينة

(২৩) رسالة فى وجوب زكاة الحلى

(২৪) رسالة فى أحكام الميت وغسله

(২৫) تفسير آية الكرسى

(২৬) نيل الأرب من قواعد ابن رجب

(২৭) أصول و قواعد نظم على بحر الرجز

(২৮) الضياء اللامع من خطب الجوامع

(২৯) الفتاوى النسائية

(৩০) زاد الداعية إلى الله عز وجل

(৩১) فتاوى الحج

(৩২) المجموع الكبير من الفتاوى (৪০ খণ্ডে সমাপ্ত)

(৩৩) حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة

(৩৪) الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه

(৩৫) من مشكلات الشباب

(৩৬) رسالة فى المسح على الخفين

(৩৭) رسالة فى قصر الصلاة للمبتعثين

(৩৮) أصول التفسير

(৩৯) رسالة فى الدماء الطبيعية

(৪০) أسئلة مهمة

৩. নূরে তাওহীদ পৃঃ ১৮-১৯।
৪. আর-রিবাত্ব পৃঃ ২১।

(৪১) الإبداع فى كمال الشرع وخطر الابتداع
(৪২) إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار
(৪৩) شرح أصول الإيمان
(৪৪) المفيد شرح كتاب التوحيد
(৪৫) الشرح الممتع

লেখনীর বৈশিষ্ট্যঃ

লেখনী ও গবেষণায় শায়খের এক ভিন্ন জগত ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও গবেষণাধর্মী লেখনী তাঁকে বিশ্ব বিশ্রুত আলেমে দ্বীনে পরিণত করেছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ছোট ছোট প্রামাণ্য পুস্তিকা রচনা করতেন। কোন বিষয়ে তিনি অতি বৃহৎ ব্যাখ্যায় যেতেন না, আবার খুব কমও করতেন না। তাঁর মতামত ছিল এরূপ যে, 'এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সাধারণ মানুষের এত সময়-সুযোগ নেই যে, বড় বড় ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ গ্রন্থ পড়ে তা থেকে যথাযথ ফায়েদা হাছিল করবে। আর খুব কম মানুষেরই তো বড় বড় বই ক্রয়ের সামর্থ্য রয়েছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের এখন আর এমন ঝোঁক নেই যে, লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা করবে।' এজন্য তিনি বিভিন্ন শারঈ মাসআলার উপর ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করতেন সাধারণ মানুষের উপকারার্থেই।[৫] এভাবে তাঁর অধিকাংশ লেখনীই ছিল সংক্ষিপ্তাকারে পাঠকের বুঝার উপযোগী করে। এছাড়া বিভিন্ন বিতর্কিত মাসআলা-মাসায়েলে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের কওলসমূহ একত্রিত করে তার মধ্যে একটিকে ভালভাবে ব্যাখ্যা করার পর অগ্রগণ্য করতেন। সঊদী আরবে তাঁর এই নতুন ধারার রচনাবলী ওলামায়ে কেরাম এবং ছাত্রবৃন্দের নিকটে অতি জনপ্রিয় ছিল। তিনিই প্রথম এ ধারার প্রবর্তন করেন।[৬]

বিভিন্ন বিষয়ে তিনি হাযার হাযার ফৎওয়া প্রদান করেছেন। সেগুলোর সংকলন কাজ আপাততঃ চলছে। ইতিমধ্যে তাঁর অর্ধেক ফৎওয়া 'হজ্জ' অধ্যায় পর্যন্ত ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[৭]

তাছাড়া শায়খের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর ইলম এবং ফৎওয়া সমূহ বিশ্বব্যাপী প্রচারের জন্য সঊদী ইন্টারনেট একটি পৃথক ওয়েব সাইট চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।[৮]

ছাত্রবৃন্দঃ

তাঁর সারাটা জীবন শিক্ষকতা ও পঠন-পাঠনের উপর পরিচালিত ছিল। শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের এই চলার পথে তিনি যেমন শতাধিক পণ্ডিতের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তেমনি দেশে-বিদেশে তাঁর হাযার হাযার ছাত্র রয়েছে। যাদের সঠিক সংখ্যা নিরুপন করা কষ্টকর। ঐ সকল শিক্ষার্থী সত্যিকার অর্থেই তাঁর জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ স্বরূপ হয়ে থাকবেন।[৯]

জিহাদের ক্ষেত্রে সহযোগিতাঃ

শায়খ দুই হারাম শরীফে যখনই যেতেন, তখনই কাশ্মীর সহ বিশ্বের অপরাপর জিহাদে মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য দীর্ঘক্ষণ ধরে মহান আল্লাহ্র নিকটে কায়মনোচিত্তে দো'আ করতেন। তিনি তাদের জন্য শুধু দো'আ করেই ক্ষান্ত হতেন না। বরং বিভিন্ন প্রকার আর্থিক অনুদান দিয়েও তাদেরকে সহযোগিতা করতেন। একবার কাশ্মীরের কোন এক মুজাহিদ সংগঠনের আমীর মুজাহিদদের ব্যাপারে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং কাশ্মীর জিহাদের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তাঁর নিকট তুলে ধরেন। শায়খ মুজাহিদদের বিভিন্ন দুর্দশার খবর শুনে অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করেন এবং তাঁকে হাত ধরে নিজ বাড়ীতে নিয়ে যান। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর হাতে ২৫ হাযার রিয়াল নিজ পকেট থেকে কাশ্মীর জিহাদের জন্য দান করেন। এভাবে তিনি বিভিন্ন মুসলিম দেশে মুজাহিদদের জন্য বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা দান করেছেন।[১০]

ফিক্বহী মাসআলা সমূহে শায়খের দৃষ্টিভঙ্গিঃ

সঊদী আরবে ফিক্বহ বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয় তিন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রে, যা নিম্নরূপঃ[১১]

১মঃ মাযহাব ভিত্তিক মাদরাসাঃ এই মাদরাসা বা শিক্ষাকেন্দ্র গুলি ব্যাপকভাবে ফিক্বহী উছূল ও তার শাখা-প্রশাখা সমূহের উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলি সকল ক্ষেত্রে মাযহাবী কিতাবাদি ও তাদের ইমামদের কওলকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অনেক বিষয়ে তারা হাদীছের উপরে ইমামদের মতামতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং ইমামদের কওলের উপর মাসআলা ইস্তিম্বাত্ব করে থাকে। মাযহাব ভিত্তিক এ মাদরাসা গুলি স্থানীয় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। হাম্বলী মাযহাবের মাদরাসা গুলি নাজদে এবং অন্যান্য মাযহাবের মাদরাসাগুলি হিজায, আসীর এবং আহসা প্রদেশে বিস্তার লাভ করেছে।

২য়ঃ মাদরাসায়ে আহলেহাদীছঃ এ মাদরাসাগুলি শুধুমাত্র হাদীছ ভিত্তিক তথা হাদীছ মুখস্ত করা, তার গবেষণা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তা হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ মাদরাসা গুলিতে ফিক্বহী মাসআলা এবং মাযহাবী আলেমদের কওলকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাছাড়া সাথে কোন নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণ করাকে তারা খুবই ঘৃণার চোখে দেখেন। যদিও তাদের অধিকাংশই যাহেরী মাযহাবের দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

---

৫. আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।
৬. আর-রিবাত্ব পৃঃ ১৮।
৭. পূর্বোক্ত। *৮. পূর্বোক্ত।*
৯. আদ-দা'ওয়াহ পৃঃ ১৭।
১০. পূর্বোক্ত। *১১. আর-রিবাত্ব ৪৯ সংখ্যা পৃঃ ১৭।*

অর্থনীতির পাতা

পুঁজিবাদী আগ্রাসনের কবলে মুসলিম বিশ্ব ও আমাদের করণীয়

-শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*

ভূমিকাঃ

স্বীকার করতেই হবে যে, বিগত শতাব্দীতেই বিশ্ব দু'টো সুস্পষ্ট শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। যার একদিকের মুষ্টিমেয় দেশগুলোতে রয়েছে প্রাচুর্য ও বিত্তের পাহাড়, অপরিমেয় ভোগবিলাসের ব্যবস্থা। অন্যদিকের বিশাল ভূখণ্ডে ক্ষুধাতুর মযলূম ও শোষিত মানুষের মিছিল। মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণেরও তাদের সুযোগ নেই। তৃতীয় বিশ্ব নাম দিয়ে যে বিশাল জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশগুলোকে নির্দেশ করা হয়, মূলতঃ তারাই এই ক্ষুধা, বঞ্চনা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের শিকার। উন্নত বিশ্ব তথা পুঁজিবাদী মোড়লরা সুকৌশলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণ করে চলেছে। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে তাদের বেঁধে ফেলেছে। কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে তা এখানে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হ'ল।

সমাজতন্ত্র যখন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হিসাবে বিদ্যমান ছিল, তখন অনেকেই একে পুঁজিবাদের উপযুক্ত বিকল্প বলে ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু জন্মের পর পৌনে একশত বছরের মধ্যে এর অকাল মৃত্যু ঘটলে পুঁজিবাদের আর কোন দৃশ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। নিভু নিভু দেউটির মত চীনের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রের কিছু কিছু চিহ্ন থাকলেও তার বহিরঙ্গে ঘটেছে বিপুল পরিবর্তন। মহামতি (?) লেনিনের সোভিয়েত রাশিয়া তো এখন মাফিয়া চক্রের কবলে। তার অর্থনীতি সর্ববিধ গ্লানি ও কলুষদুষ্ট হয়ে গেছে। তার কল-কারখানার মালিকানা বদলাচ্ছে। কিউবার মহান (?) ফিদেল ক্যাস্ট্রো পোপ জন পল দ্বিতীয়কে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। যুগোশ্লাভিয়া অনেক আগেই জোসেফ টিটোর নেতৃত্বে উদারীকরণ নীতি গ্রহণ করেছিল। তার অনুসৃত পথ ধরে গোটা পূর্ব ইউরোপ উন্মুক্ত বাজার নীতির ধারক হয়েছে। গোটা বিশ্বের সমাজতন্ত্রী দেশগুলো আজ পুঁজিবাদের মুকাবিলা করা তো দূরে থাক, তার কাছে নতজানু হয়ে কোনমতে টিকে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে শুধু উন্নত বিশ্বের প্রতিভূ ও পুঁজিবাদের মোড়লই নয়, বিশ্বেরও মালিক-মোখতার মনে করছে। মনের গহীনে মার্কিনীরা যে কত গভীরভাবে এই আকাংখা লালন করে, তা ফুটে উঠেছে রিচার্ড বার্নস্টাইন রচিত *Amending America* গ্রন্থে। অদূর ভবিষ্যতে তারা যে United States of the Earth-এর মালিক হ'তে চলেছে, তার স্বপ্নবিধুর চিত্র অংকিত হয়েছে এই বইয়ে। এই উদ্দেশ্যে সে এর তদারকি ও সংহতির জন্যে অন্যদের নিয়ে জোট বেঁধেছে। জি-৭ নামের গ্রুপটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালীকে নিয়ে এই জোটই নিয়ন্ত্রণ করছে অনুন্নত ও আধা উন্নত দেশগুলোকে। একই সাথে জাতিসংঘ নামে তার আজ্ঞাবহ সংস্থাটি দিয়ে সে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তাদের উপর খবরদারী করে চলেছে। সম্প্রতি রাশিয়াকে এই জোটের অষ্টম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও জি-৭৭ নামের আরো একটি সংস্থা গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদের বলয়ভুক্ত দেশগুলোর সমন্বয়ে। শিল্প ক্ষেত্রে যারা অপেক্ষাকৃত অগ্রসর তারাই এর সদস্য। বিশ্বসম্পদের এক বিরাট অংশ তারা একযোগে ব্যবহার করে যাচ্ছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নেতৃত্ব বজায় রেখেছে এবং বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, কানাডার মত বিশ্বস্ত সহযোগীদের নিয়ে দুনিয়ার তাবৎ সম্পদ হয় কুক্ষিগত, নয় নিয়ন্ত্রণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখে অবাক হতে হয় যে, বিশ্বের মোট প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ৮৩% ভোগ দখল করছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭% লোক! অর্থাৎ বিশ্বের বাকি ৯৩% লোক মোট বিশ্বসম্পদের মাত্র ১৭% ব্যবহার করার সুযোগ পায়। কি অবিশ্বাস্য অথচ রূঢ় বাস্তবতা। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদী শক্তিশালী দেশগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাতে তাদের শোষণের কালো থাবা ক্রমশঃই বিস্তার করে চলেছে। তাদের ঘৃণ্য এই কাজে সহযোগিতা করে চলেছে হয় স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা, গণবিচ্ছিন্ন একনায়ক অথবা গণতন্ত্রের লেবাসধারী দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতালিপ্সু শাসকগোষ্ঠী। তারা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অর্থাৎ ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে পুঁজিবাদের মোড়লদের তাঁবেদার গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। বিনিময়ে তুলে দেয় তাদের হাতে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগ।

এদের মুকাবিলায় ইসলামী দুনিয়া তথা মুসলিম বিশ্ব নিতান্তই অপোগণ্ড, দুগ্ধপোষ্য শিশু। মনে রাখা দরকার ইসলামী দুনিয়ার আওতায় মুসলিম জনসংখ্যাধিক্যের দেশের সংখ্যা পঞ্চান্নর বেশী এবং বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলোর এক-তৃতীয়াংশ বা তার কাছাকাছি তাদের রয়েছে। বর্তমানে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্য দেশসমূহের সংখ্যা ফিলিস্তীনসহ ৫৬। এদের মোট লোক সংখ্যা ১২৫ কোটি ছাড়িয়ে যাবে যা বিশ্ব জনসংখ্যার ২৫% এরও বেশী। বাজার মূল্যে এদের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। কুয়েত ও সঊদী আরব কর্তৃক মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিপুল ব্যয়ভার মেটানোর পরও এর বর্তমান

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আন্তর্জাতিক মজুদের পরিমাণ ১৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মুসলিম দেশগুলো একযোগে বিশ্বের জ্বালানী তেলের ৬৬%, প্রাকৃতিক রবারের ৭০%, পাটের ৬০%, পামতেলের ৫০% এবং সিনকোনার ৯০% উৎপাদন করে থাকে। এছাড়াও এদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ টিন, কয়লা, আকরিক লোহা, বক্সাইট ও ফসফেট। তুলা ও কাঁচা চামড়া উৎপাদনের পরিমাণও ঈর্ষণীয়। সারা বিশ্বের সার রফতানীতে মুসলিম বিশ্বের অংশ ৬৫%। কিন্তু আদর্শহীনতা, অপরিণামদর্শিতা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শতাব্দীর পশ্চাৎপদতা তাদের পুঁজিবাদী বিশ্বের শক্তিধরদের গোলামে পরিণত করেছে। এসব দেশের অধিকাংশ জনগণ ইসলামপ্রিয় হ'লেও ক্ষমতাসীন সরকার ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নে আদৌ ইচ্ছুক নন; বরং ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার জন্যে যে কোন পদক্ষেপ নিতে কুণ্ঠিত হয় না। দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত মিত্রকেও এরা অবলীলায় কারাগারে পাঠায়। আনোয়ার ইবরাহীম তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এজন্যেই আজ উন্নত বিশ্ব বলতে যা দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে তা হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে তার ধারক ও বাহক পুঁজিবাদী বিশ্বের চেহারা যার অপর পিঠে রয়েছে শোষিত-বঞ্চিত-বুভুক্ষু অর্ধউলঙ্গ-কর্মহীন মানুষের মিছিল, পুঁজিবাদের যূপকাষ্ঠে বলি হওয়াতেই যাদের জীবনের সার্থকতা।

আধিপত্যবাদ, নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ অব্যাহত রাখার কৌশলঃ

বিশ্ব অর্থনীতিতে দখলদারিত্ব বা আধিপত্যবাদ এবং নির্মম ও নিষ্ঠুর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্যে অবিরত নানান কৌশল অনুসরণ করে চলেছে পুঁজিবাদী দেশগুলো। এসব কৌশলের কতকগুলো একেবারেই নগ্ন আবার কতকগুলো রয়েছে নানা ছদ্মাবরণে, যা সহসা সাদা চোখে ধরা পড়ে না। এই ধরনের কৌশলের মুখ্য কয়েকটি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করা গেল।

মুক্তবাজার অর্থনীতি আজকের সময়ে পুঁজিবাদী আগ্রাসনের অন্যতম প্রধান কৌশল। শীর্ষ পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের বাজার বিস্তারের লক্ষ্যে এবং সহজে কাঁচামাল প্রাপ্তি ও সুলভে শ্রমশক্তি কেনার স্বার্থে এই নীতি গ্রহণের জন্যে অব্যাহতভাবে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তারা খুব দৃঢ়ভাবে কিন্তু জনসাধারণের প্রায় অগোচরে তাদের মতলব হাছিল করে চলেছে। যেখানে সহজ পথে কাজ হয় না সেখানে আশ্রয় নেয় কৌশলের। এছাড়া মন্ত্রী পর্যায়ে মতবিনিময়, সচিব পর্যায়ে নোট বিনিময় ইত্যাদির মাধ্যমে তারা সরকারকে মুক্তবাজার অর্থনীতির পলিসি গ্রহণে বাধ্য করে। উদাহরণস্বরূপ উন্নয়ন বা গঠন পর্যায়ে একটা দেশের বিকাশমান চিনি বা বস্ত্রশিল্পের পণ্যের দাম প্রতিবেশী বা শিল্পোন্নত দেশের রফতানী মূল্যের চেয়ে বেশী হ'তেই পারে। কিন্তু শুধুমাত্র দাম কম হওয়ার কারণেই ঐ পণ্য আমদানীর জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনক্রমেই দেশের স্বার্থের অনুকূল হ'তে পারে না। অথচ নতজানু অনুগ্রহলোভী সরকারকে দিয়ে এই ধরনের পদক্ষেপই গ্রহণ করানো হয়ে থাকে।

একটা তাবেদার সরকার অনেক সময় সরাসরি জনমত বা জনরোষকে উপেক্ষা করতে পারে না। তখন আশ্রয় নেয় কৌশলের। বাজেট বা শিল্পনীতিতে তারা হয় প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দাম বাড়িয়ে দেয়, নয়তো বিকল্প বা অনুরূপ পণ্যের আমদানী শুল্ক রেয়াত (ছাড়া) দেয় অথবা কৃত্রিম সংকট তৈরী করিয়ে বিদেশী পণ্যটি আমদানীর রাস্তা খুলে নেয়। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার জন্যে একেবারে হাতের কাছেই রয়েছে বাংলাদেশের ধ্বংসোন্মুখ বস্ত্র শিল্পখাতের উদাহরণ। মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে এদেশের বাজার তুলে দেওয়া হয়েছে মাড়োয়ারীদের হাতে। এ সত্য আমাদের চেয়ে আর বেশী কে বুঝবে? ল্যাটিন আমেরিকা বা আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়।

বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো বিশ্ব অর্থনীতির পুঁজিবাদী ধারাকে শুধু সবল নয়, আগ্রাসী করে তুলেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হ'তে এই ধারাটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বাটা, জিইসি, ফিলিপস, ফোর্ড, মিতসুবিসি, লিভার ব্রাদার্স, কোকাকোলা, সনি প্রভৃতি কোম্পানীর প্রত্যেকটিই আজ বিশ্বজুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে। এরা উন্নয়নশীল বিশ্বের কাঁচামাল কিনে নেয় সস্তায়, উৎপাদন করে স্থানীয় সুলভ শ্রমিকের সাহায্যে, তৈরী পণ্য বিক্রিও করে সেসব দেশে। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছ থেকে কর রেয়াত ছাড়াও জমি, বিদ্যুৎ, পরিবহন সুবিধা আদায় করে নেয়। কিন্তু প্রযুক্তি হস্তান্তর করতে চায় না। তারা চায় পণ্য ও সেবা বিক্রি করতে। তাদের ভাষায় 'ফেল কড়ি, মাখো তেল'। অর্থাৎ পয়সা দিয়ে জিনিস কিনবে, ফর্মূলার দিকে হাত বাড়াও কেন?

অবশ্য বহু উন্নয়নশীল দেশেও দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ ও সৃজনশীল গবেষণার ক্ষেত্রে রয়েছে দূরতিক্রম্য অনীহা। জার্মান বিজ্ঞানী রনজেন এক্সরে আবিষ্কার করে তার স্বত্ব নিজে নিয়ে রাখেননি। পেটেন্ট করেননি। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সেবায় তাঁর সে প্রযুক্তি উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু সেই এক্সরে মেশিন তৈরী করার যোগ্যতা আমাদের নেই। বরাবরের মতো বাইরে থেকে আমদানী করছি এই যন্ত্র। অথচ ইন্দোনেশিয়ার তৎকালীন শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রী বি.জে. হাবিবী মাথা নোয়াননি বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কাছে। তাঁর দেশের তিন হাযারেরও বেশী দ্বীপের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য স্বল্প ব্যয়ের হালকা উড়োজাহাজের ডিজাইনও উৎপাদন হয়েছে তাঁর নেতৃত্বে তাঁর দেশেই।

বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশ্বকে শোষণ পুঁজিবাদী দেশসমূহের এক অতি পুরাতন ও পরীক্ষিত সফল কৌশল। নিজেদের সুবিধার জন্যে কি যুক্তরাষ্ট্র, কি যুক্তরাজ্য, কি ফ্রান্স সকলেই এক পায়ে খাড়া। এই উদ্দেশ্যেই তারা প্রাকৃতিক ও খনিজ

সম্পদসমৃদ্ধ এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোর বিরুদ্ধে কখনো মার্কেইন্টাইলিজম, কখনো বা ফ্রি ট্রেড বা অবাধ বাণিজ্য, আবার কখনও বা সংরক্ষিত বাণিজ্যের খড়্গ প্রয়োগ করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শোষণের ধারা অব্যাহত রাখলেও পুঁজিবাদী বিশ্ব তাদের নিজেদের স্বার্থে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক জোট গঠন করেছে। এসবের মধ্যে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন' *(EU)*, 'নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এরিয়া' *(NAFTA)* এবং 'এশিয়ান প্যাসিফিক ইকনমিক কো অপারেশন' *(APEC)* বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এরা একই সঙ্গে দ্বৈত মানদণ্ড বা ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড অনুসরণ করে চলেছে। একদিকে এই জোটভুক্ত দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের স্বার্থে 'বিশ্বায়নের' নামে বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ধরনের বাধা-নিষেধ উঠিয়ে দিতে চাপ দেয়। অন্যদিকে তাদের নিজস্ব জোটগুলোর মধ্যে বাইরের কোন দেশ যেন প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যে যেমন গুণগত ও পরিমাণগত কঠোর বাধা আরোপ করে থাকে, তেমনি বৈষম্যমূলক শ্রমিক অভিবাসন নীতি ও শুল্কবহির্ভূত নানা ধরনের বিধি-নিষেধ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এরা লজ্জাহীন।

একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুসারে মাত্র ডজন দেড়েক শিল্পোন্নত দেশের ১৯৯৬ সালে পণ্য ও সেবা রফতানীর পরিমাণ ছিল ৬৬৮৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অথচ ঐ একই বছরে পৃথিবীর বাকী সকল দেশের মোট পণ্য ও সেবা রফতানীর পরিমাণ ছিল ১৬০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উন্নয়নের সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসরমান মুসলিম দেশগুলো যেন পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমকক্ষ হ'তে না পারে সেজন্যে নেপথ্যে থেকে তারা কলকাঠি নেড়ে যায় সুকৌশলে, অব্যাহতভাবে। একাজে তাদের সহায়তা দিয়ে যায় 'আইএমএফএফ' ও 'বিশ্বব্যাংক'। সাম্প্রতিককালের মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ঘটনাপ্রবাহ এর অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। এছাড়া রয়েছে পুঁজিবাদী দেশগুলোর হাতের পুতুল 'জাতিসংঘ'। শিখণ্ডীর মতো একে দিয়েই এরা সকল বিবেক ও নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ইরান, ইরাক, লিবিয়া, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উপর যেসব বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে ও করছে, তা শুধু সভ্যতার মুখোশধারী পুঁজিবাদের মোড়লদেরই মানায়।

এদেরই স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে পর্যায়ক্রমে গঠিত হয়েছে General Agreement for Trade and Tariff *(GATT)*, United Nations Conference on Trade and Development *(UNCTAD)* প্রভৃতি সংস্থা। এরই সর্বশেষ সংস্করণ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা বা *(WTO)*। এর তৈরী নিয়মনীতি আপাতঃসুন্দর কিন্তু পরিণামফল বড়ই ভয়াবহ। এই সংস্থার কর্মকৌশল এতটাই দুরভিসন্ধিমূলক যে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মার্কিন মুলুকের সিয়াটলে এর তৃতীয় সম্মেলনে খোদ মার্কিনীরাই প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেজন্যে কারফিউ পর্যন্ত জারি করতে হয়েছিল। এখনও অনেক দেশ এর সদস্য হয়নি। মুসলিম দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশ এর সদস্য হয়েছে তারা অনেকটাই চাপে পড়ে এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তা হারাবার ভয়েই হয়েছে। ইতিমধ্যেই সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, এর কার্যপদ্ধতির স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এমনকি শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ফরাসী সংগঠন Doctors Without Frontiers পর্যন্ত বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার তীব্র বিরোধিতা করেছে। কারণ এর গৃহীত নীতিমালার ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কতকগুলো প্রয়োজনীয় ওষুধের সরবরাহ যেমন হ্রাস পাবে তেমনি দামও বৃদ্ধি পাবে।

অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বিশ্ব উন্নয়নশীল বিশ্বকে করে রাখতে চায় শৃংখলাবদ্ধ। গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যেসব দেশ অর্থনৈতিক সাহায্য ও দান গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারা কখনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। তারা যেন সে চেষ্টাই না করে, সেটাই এই ধরনের সাহায্য প্রদানের অন্তর্নিহিত দর্শন। পরমুখাপেক্ষী করে তুলতে পারলে তারা পরনির্ভরশীল রয়ে যাবে এবং তার ফলে তারা পদলেহী হয়ে থাকবে অবশ্যম্ভাবীভাবে। বিশ্ব রাজনীতিতে মোড়লীপনা করতে হ'লে এ ধরনের একদল প্রভুভক্ত স্তাবক বা জো হুজুরের দল থাকা অত্যাবশ্যক। অর্থনীতি রাজনীতি বিমুক্ত নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিযুক্ত নয়- একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলে, বরং না চললেই বিপদ।

অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতার আরেক রূপ হ'ল Consultancy বা পরামর্শক সহায়তা এবং Project Assistance বা প্রকল্প সহায়তা। পুঁজিবাদী বিশ্বের বাইরের দেশগুলো যেন জিয়ল মাছের মত জীবিত থাকে সেজন্যে ব্যবস্থা রয়েছে প্রজেক্ট সহযোগিতা বা Project Assistance-এর। এর মাধ্যমে নানা ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হয় এবং এর অধিকাংশই আসে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে। এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল একটা দেশকে খাড়া রাখা, তার কার্যক্রম স্থবির হ'তে না দিয়ে গতিশীল রাখা। কিন্তু কোনক্রমেই যেন দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে না আসে। অর্থাৎ দেশটি যেন নিজস্ব উপায়ে, কৃচ্ছ্রতা সাধন করে বা দারুণ গোসসা করে উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ হবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠে-পড়ে না লাগে। তাহ'লে এক সময়ে সে হয়তো তাদের সমকক্ষ হয়ে যাবে।

[চলবে]

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার কর্মপরিষদ সদস্য জনাব মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম (৫৫) গত ১০ই জুন ২০০১ রোজ রবিবার রক্তচাপজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র, ২ কন্যা সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান। তাঁর ছালাতে জানাযা পরদিন ১১ জুন বাদ যোহর তাঁর নিজ গ্রাম বুড়াইলে ডাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত 'বুড়াইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ এলাকা ও শাখা কর্মপরিষদ সদস্যগণ জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর অছিয়তকৃত বুড়াইল জামে মসজিদের প্রাক্তন ইমাম মাওলানা আব্দুল মতীন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র ও গুণাবলী

*-মুযাফ্ফর বিন মুহসিন**

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সমাজে চারটি ধারায় (বৃদ্ধদের মাঝে 'আন্দোলন', যুবকদের মাঝে 'যুবসংঘ', মহিলাদের মাঝে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' এবং কচি-কাঁচাদের মাঝে 'সোনামণি') কাজ করে যাচ্ছে। তারই একটি অঙ্গ সংগঠন 'সোনামণি'। এটি একটি আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠনের নাম। ১৯৯৪ ইং সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার থেকে এই সংগঠনের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। সোনামণি নামটি পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নম্বর আয়াতের আলোকে রাখা হয়েছে। সোনামণিদের বয়স হবে অনধিক ১৩ বছর। সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র ও ১০টি গুণাবলী রয়েছে। উক্ত মূলমন্ত্র ও গুণাবলী সমূহ যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্ণিত হয়েছে, তা বিশুদ্ধ দলীল সহ নিম্নে উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

মূলমন্ত্রঃ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়া।

উক্ত মূলমন্ত্র সম্পর্কে নিম্নে দলীল উপস্থাপন করা হ'লঃ

(ক) উপরোক্ত মূলমন্ত্র উম্মতে মুহাম্মাদীর সকলের জন্য হওয়াটা আবশ্যক। কারণ আমাদের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে রয়েছে সর্বোত্তম নমুনা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*।

(খ) সার্বিক জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা মানেই তাঁর আদর্শে জীবন গড়া। যেমন ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে- عَنْ اَبِيْ هريرة قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ اَبى قِيْلَ وَمَنْ اَبى؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبى-

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ' অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে অস্বীকার করে? তিনি বলেন, 'যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আমার নাফরমানী করবে সেই হ'ল অস্বীকারকারী'।[১]

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র এরশাদ করেন- عن انس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى اَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ -

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে অধিক প্রিয়তর হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও পৃথিবীর সকল মানুষের চেয়ে'।[২]

গুণাবলী সমূহ

১. জামা'আতের সাথে আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

(ক) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সোনামণিদের এই অন্যতম গুণাবলী সম্পর্কে হাদীছে এসেছে- عن إِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وفى رواية بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً-

ইবনে উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করায় ২৭ বা ২৫ গুণ বেশী ছওয়াব রয়েছে'।[৩]

(খ) **আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ঃ** এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন- إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْ مِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا-

'নিশ্চয়ই ছালাতকে মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*। উক্ত আয়াতে ছালাতের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

---

* *আলিম দ্বিতীয় বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *ছহীহ বুখারী (করাচীঃ কাদীমী কুতুবখানা আরামবাগ, ১৯৬১ ইং/১৩৮১ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮১, হা/৭২৮০-৮১ 'ই'তিছাম' অধ্যায়; ইমাম মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ আল-বাগাভী, মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তাবি), পৃঃ ২৭, হা/১৪৩ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ।*

২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম (দেওবন্দঃ মুখতার এ্যাণ্ড কোম্পানী, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯, হা/৪৪ 'ঈমান' অধ্যায়; ছহীহ বুখারী ১/৭ পৃঃ, হা/১৪-১৫ 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাতুল মাছাবীহ হা/৭ 'ঈমান' অধ্যায়।*

৩. *ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৯, হা/৬৪৫-৪৬; ছহীহ মুসলিম ১/২৩৪ পৃঃ; মিশকাত পৃঃ ৯৫, হা/১০৫২ 'ছালাতের জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; ইবনু হাজার আসক্বালানী, বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম হা/৩৮৭-৮৮।*

(গ) আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীঃ

عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أى قال بر الوالدين قلت ثم أى قال الجهاد فى سبيل الله-

ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমল সমূহের মধ্যে কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি আবারো বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা'।[৪]

(ঘ) অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) আরো স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন-

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلوة فى أول وقتها-

ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।[৫]

২. মাতা-পিতা, শিক্ষক ও মুরব্বী, পরিচিত অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

(ক) সালাম পরস্পরের মাঝে মমত্ববোধ সৃষ্টির অন্যতম উপায়। তাই সকলের মাঝে এই অভ্যাস গড়ে তোলা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً-

'তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বিনিময় করবে অভিবাদন স্বরূপ, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হ'তে অতি কল্যাণময় ও মহা পবিত্র' *(নূর ৬১)*।

৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ১/৭৬ পৃঃ হা/৫২৭; ছহীহ মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮. 'ছালাত' অধ্যায়।*

৫. *ছহীহ সুনানে তিরমিযী, তাহকীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, (বিয়াযঃ মাকতাবাতুত তাবারিয়াহ আল-আরাবী, ১৯৮৮ইং), ১/৫৬ পৃঃ, হা/১৪৪; সনদ ছহীহ; হাকেম, বুলূগুল মারাম হা/১৬৮, মিশকাত হা/৬০৭ 'দ্রুত ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।*

(খ) পরস্পরে সালাম বিনিময়ের উপকারিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীঃ

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيئ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না মুমিন হবে। আর ততক্ষণ তোমরা মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের ঐ বস্তু সম্পর্কে বলে দিব না যা তোমরা সম্পাদন করলে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসার প্রক্রিয়া সৃষ্টি হবে? (তাহ'লে বেশী বেশী) তোমাদের মাঝে সালামের প্রচলন কর'।[৬]

(গ) কে কাকে সালাম প্রদান করবে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন-

عن ابى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشى والماشى على القاعد والقليل على الكثير- وفى رواية للبخارى يسلم الصغير على الكبير-

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আরোহী পায়ে হাঁটা ব্যক্তিকে সালাম দিবে, পায়ে হাঁটা ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে সালাম দিবে। কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম প্রদান করবে'।[৭] বুখারী শরীফের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ছোটরা বড়দেরকে সালাম দিবে'।[৮]

(ঘ) মজলিস বা বৈঠকে সালাম প্রদানের আদব ও পদ্ধতি সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন-

৬. *ইমাম আবু যাকারিয়া ইবনে শারফ আন-নববী আদ-দিমাশক্বী, রিয়াযুছ ছালেহীন (কুয়েতঃ জম'ঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণঃ ১৯৯৬ ইং/১৪১৬ হিঃ), হা/৮৪৮ পৃঃ ২৮৯ 'সালাম' অধ্যায়; ছহীহ মুসলিম হা/৫৪; ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৮৯; মিশকাত হা/৪৬৩১ 'আদব' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরুতঃ আল-মাকতাব আল-ইসলামী, তৃতীয় সংস্করণঃ ১৯৮৫ ইং/১৪০৫ হিঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১৬, হা/৪৬৩২ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

৮. *ছহীহ বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, তাবি), ৪/১৬৫ পৃঃ, হা/৬২৩৪, 'অনুমতি' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৬৩৩ 'সালাম' অনুচ্ছেদ; বলূগুল মারাম হা/১৪৪৪।*

عن ابى هريرة عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهى اَحَدُكُمْ إِلى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ اَنْ يَّجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ -

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের কেউ যখন মজলিস বা বৈঠকে উপস্থিত হয় সে যেন সালাম দেয় এবং যদি বসার প্রয়োজন হয় তাহ'লে যেন বসে পড়ে। অতঃপর যখন (চলে যাওয়ার জন্য) দাঁড়ায় তখনও যেন সালাম দেয়'।[৯]

উল্লেখ্য যে, সালাম সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় আছে, 'যখন বাড়ীতে প্রবেশ করবে তখন পরিবারবর্গকে সালাম দিবে এবং যখন বাড়ী থেকে বের হবে তখনও সালাম দিয়ে বিদায় নিবে।[১০] অন্য আরেকটি বর্ণনায় বিদায় নেওয়ার সময় হাতে হাত দিয়ে মুছাফাহা করতঃ দো'আ করে বিদায় নেওয়ার কথা রয়েছে।[১১]

(ঙ) যারা পরিচিত তাদেরকেই শুধু সালাম দিতে হবে এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ নয়; বরং পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিম ভাইকে সালাম দিতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عن عبد الله بن عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি অন্যকে (দরিদ্র) খাওয়াবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে'।[১২] অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি যিনি প্রথমে সালাম প্রদান করেন'।[১৩]

(চ) মুছাফাহা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীঃ

عَنِ الْبَرَاءِ إِبْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَّتَفَرَّقَا -

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর একত্রিত হয়ে মুছাফাহা করে, তখন তাদের দুইজনের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়'।[১৪]

প্রকাশ থাকে যে, আস্‌সালা-মু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' বলে সালাম প্রদান করতে হবে। অর্থঃ 'আপনার বা আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'।[১৫] আর জবাবে বলবেঃ 'ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ'। অর্থঃ আপনার বা আপনাদের উপরেও শান্তি ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া সমূহ বর্ষিত হৌক'।[১৬]

সালামের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আসসালা-মু আলাইকুম' বললে ১০ নেকী, 'ওয়া রাহমাতুল্লা-হ' যোগ করলে ২০ নেকী এবং 'ওয়া বারাকা-তুহূ' যোগ করলে ৩০ নেকী পাবে।[১৭] উল্লেখ্য যে, শেষে 'ওয়া মাগফিরাতুহূ' যোগ করার হাদীছটি 'যঈফ'।[১৮]

---

৯. *ছহীহ সুনানে আবিদাঊদ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৭ ইং/১৪১১ হিঃ), ৩/২৭৮ পৃঃ, হা/৫২০৮ 'আদব' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৬১; সনদ হাসান, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৬০ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১০. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, উত্তম সনদ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৬১-এর টীকা নং ৩, পৃঃ ২৯৩ 'সালাম' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৬৫১ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১১. *ছহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৭ ইং/১৪১৭ হিঃ), ২/৩৯৯ পৃঃ, হা/২২৯৫-৯৬; ছহীহ তিরমিযী ৩/১৫৫ পৃঃ, হা/২৭৩৮; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৬০০-১; সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত ২/৭৫৩ পৃঃ, হা/২৪৩৫ 'সময় সাপেক্ষ দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ।*

১২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৬, হা/২৮ 'ঈমান' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫১৯৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৩; মিশকাত হা/৪৬২৯ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১৩. *শামসুল হক আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ শরহে আবিদাঊদ হা/৫১৮৬; ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৯৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫১৯৭; সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৪৬ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১৪. *আবদুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামে' তিরমিযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯০ ইং/১৪১০ হিঃ), ৭/৪২৯ পৃঃ, হা/২৮৭৫; আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী হা/২৭২৮; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫২১২; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩০০৩; সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৭৯ 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ।*

১৫. *বুখারী, আদাবুল মুফরাদ হা/৯৮৬; ছহীহ আবু দাঊদ হা/৫১৯৫, ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৪২, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৪৪)।*

১৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ মুসলিম হা/২৪৪৭, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৫২ পৃঃ ২৯০-৯১, 'কেমন করে সালাম দিবে' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৭৯০ ও ৪৬২৮।*

১৭. *ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণঃ ২০০০ইং/১৪২০ হিঃ), পৃঃ ১৩৯-৪০; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৪২; ছহীহ আবু দাঊদ হা/৫১৭৫; সনদ হাসান ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৪৪ 'সালাম' অনুচ্ছেদ।*

১৮. *যঈফ সুনানে আবিদাঊদ, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৮ ইং/১৪১৯ হিঃ), হা/৫১৯৬, পৃঃ ৪২৪।*

(ছ) সকল বনী আদমের কর্তব্য হ'ল, মুসলিম হোক অমুসলিম হোক সবার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ-আলোচনা করা। যেমনটি নিম্নের হাদীছে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে-

عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِىْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যে স্থানে ফজরের ছালাত আদায় করতেন, সূর্য সুস্পষ্টভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান থেকে উঠতেন না। অতঃপর যখন সূর্য উদয় হ'ত তখন উঠে আসতেন। ইত্যবসরে বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবাগণ কথাবার্তা বলতেন এবং জাহেলী যুগের কার্যকলাপের কথা উত্থাপন করে হাসাহাসি করতেন। আর রাসূল (ছাঃ) মুচকি হাসতেন।[১৯]

অমুসলিমদের সাথে সুন্দর আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা মুসলিম সৈন্যরা সুমামা ইবনে উসাল নামের মুশরিকদের এক নেতাকে ধরে নিয়ে আসলে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে তিনদিন বেঁধে রাখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরপর তিনদিনই তার সাথে সুন্দরভাবে মতবিনিময় ও আলাপ-আলোচনা করেন। সুমামা ইবনে উসাল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই অমায়িক ব্যবহার দেখে সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়েছিলেন।[২০]

[চলবে]

১৯. *ছহীহ মুসলিম, মিশকাত ৩/১৩৪২ পৃঃ, হা/৪৭৪৭ 'আদব' অধ্যায় 'হাসি-খুশীর বিধান' অনুচ্ছেদ।*

২০. *ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুসলিম, মিশকাত ২/১১৫৬ পৃঃ, হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ।*

আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর জন্য দাওরা ফারেগ সহ কামেল পাশ, আরবী ভাষায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ২ জন শিক্ষক আবশ্যক।

[৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে]

শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি সহ দরখাস্ত মারকাযের প্রিন্সিপাল বরাবরে জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১/৭/২০০১ইং।

***সাক্ষাৎকারঃ** ৪/৮/২০০১ ইং রোজ শনিবার সকাল ১০টা।*

***বেতনঃ** আলোচনা সাপেক্ষে।*

আব্দুছ ছামাদ সালাফী
প্রিন্সিপ্যাল
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

হাদীছের গল্প

মহানবী (ছাঃ)-ই একমাত্র সুপারিশকারী

*-মুকাররম বিন মুহসিন**

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণকে (হাশরের ময়দানে স্ব স্ব অপরাধের কারণে) বন্দী রাখা হবে। তাতে তারা অত্যন্ত চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নিকট কারো মাধ্যমে সুপারিশ কামনা করি তাহ'লে হয়ত আমরা বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সুখ ও আনন্দময় স্থান লাভ করতে পারি। সেই লক্ষ্যে তারা পিতা আদম (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে, আপনি সমস্ত মানবজাতির পিতা, আপনাকে আল্লাহ স্বীয় হাতে সৃষ্টি করেছেন, জান্নাতে বাসস্থান করে দিয়েছিলেন, ফেরেশতামণ্ডলীদের দিয়ে সিজদা করিয়েছিলেন এবং তিনিই যাবতীয় বস্তুর নাম আপনাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করুন, যেন তিনি আমাদেরকে এই কষ্টদায়ক স্থান হ'তে মুক্ত করে প্রশান্তি দান করেন। তখন পিতা আদম (আঃ) বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের মোটেই উপযুক্ত নই।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তিনি গাছ হ'তে ফল খাওয়ার অপরাধের কথা স্মরণ করবেন, যা হ'তে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল। (আদম (আঃ) বলবেন) বরং তোমরা মানবজাতির জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সর্বপ্রথম নবী নূহ (আঃ)-এর নিকটে যাও। পরামর্শ মোতাবেক তারা সকলেই প্রথম প্রেরিত নবী নূহ (আঃ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, আমি তোমাদের এই কাজের জন্য একেবারেই অক্ষম। সাথে সাথে তিনি তাঁর ঐ অপরাধের কথা স্মরণ করবেন, যা অজ্ঞতাবশতঃ নিজের (অবাধ্য) ছেলেকে পানিতে না ডুবানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। (তিনি বলবেন) বরং তোমরা আল্লাহ্‌র খলীল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটে যাও।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এবার তারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট যাবে। তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের জন্য কিছুই করার ক্ষমতা রাখিনা। সাথে সাথে তাঁর তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন, বরং তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্‌র এমন এক বান্দা যাঁকে আল্লাহ তাওরাত দান

** নবম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।*

করেছেন, তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেছেন এবং তাঁকে মু'জেযাহ দান করে মর্যাদার অধিকারী করেছেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তারা সকলে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে আসলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশের ক্ষেত্রে অপারগ। তখন তিনি সেই প্রাণনাশের অপরাধের কথা স্মরণ করবেন, যা তাঁর হাতে সংঘটিত হয়েছিল এবং বলবেন, বরং তোমরা আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর মনোনীত রাসূল, তাঁর কালেমা ও রূহ হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তখন তারা সবাই হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে গেলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। বরং তোমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ তা'আলার এমন এক বান্দা, যার আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তারা আমার কাছে আসবে। আমি তখন আমার রবের কাছে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। অতঃপর আমাকে তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাইবেন সিজদা অবস্থায় রাখবেন। অতঃপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। আর যা বলার বল, তোমার কথা শুনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে। তুমি চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার রবের এমনভাবে প্রশংসা বর্ণনা করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতঃপর আমি শাফা'আত করব। তবে এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্র দরবার হ'তে উঠে আসব এবং ঐ নির্ধারিত সীমার লোকদেরকে জাহান্নাম হ'তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর আমি পুনরায় ফিরে এসে আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন আমাকে সিজদাহ অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর আল্লাহ বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। আর যা বলার বল, তোমার কথা শুনা হবে, সুপারিশ কর, কবূল করা হবে। তুমি প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে তা দেওয়া হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার রবের এমন প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করব, যা আমাকে শিখিয়ে দেওয়া হবে। এরপর আমি শাফা'আত করব। তবে এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা দেওয়া হবে। তখন আমি আমার রবের দরবার হ'তে চলে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট লোকগুলিকে জাহান্নাম হ'তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। অতঃপর তৃতীয়বার ফিরে আসব এবং আমার প্রতিপালক আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে সিজদাহ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও। তুমি যা বলবে তা শুনা হবে। প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে তা প্রদান করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন আমি মাথা উঠাব এবং আমার রবের এমন হামদ্ ও ছানা বর্ণনা করব, যা তিনি আমাকে শিখিয়ে দিবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তারপর আমি শাফা'আত করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা করে দিবেন। তখন আমি সেই দরবার থেকে বের হয়ে আসব এবং সেখানে গিয়ে তাদেরকে জাহান্নাম হ'তে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকিয়ে রাখবে (অর্থাৎ যাদের জন্য কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে) তারা ব্যতীত আর কেউ দোযখে অবশিষ্ট থাকবে না। বর্ণনাকারী ছাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের এই আয়াতটি عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا 'আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক অচিরেই আপনাকে 'মাক্বামে মাহমূদে' পৌঁছিয়ে দেবেন' *(বনী ইসরাঈল ৭৯)* তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, এটাই সেই 'মাক্বামে মাহমূদ' যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে। *=মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ৪/৫৪৩ পৃঃ, ফাৎহুলবারী ১৩/৫১৯ পৃঃ, হা/৭৪৪০ 'তাওহীদ' অধ্যায়; আলবানী, মিশকাত ৩/১৫৪৬-৪৭ পৃঃ, হা/৫৫৭২ 'ক্বিয়ামত দিবসের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায় 'হাওয কাওছারের পানি ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ।*

আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তিঃ

মানুষের ও ছহীহ গভীর আন্দোলন

ডায়াবেটিস

-ডাঃ মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন*

উঁচুতে বাঁধা পানি ভর্তি পাত্র হ'তে নলের সাহায্যে নীচে আপনা-আপনি পানি পড়লে তাকে বলে সাইফন। এই সাইফনের সাথে ডায়াবেটিস-এর প্রধান লক্ষণের তুলনা করা চলে।

প্রাচীন মিসর, গ্রীক ও রোমান দেশে এই রোগের প্রথম বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৬২ সালে এজারেস নামে একজন জার্মান বিশেষজ্ঞ সর্বপ্রথম এই রোগ আবিষ্কার করেন। সে সময়ে এ রোগকে 'অত্যধিক মূত্র নির্গমন রোগ' বলা হ'ত। অতঃপর ১৯৭২ সালে জোহান পিটার ফ্রাংক নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, ডায়াবেটিস সাধারণতঃ দু'প্রকার। যে ডায়াবেটিসে প্রস্রাবের স্বাদ মিষ্ট, তাকে ডায়াবেটিস মেলিটাস বা শর্করাযুক্ত বহুমূত্র এবং অপরটিকে ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস বা শর্করামুক্ত বহুমূত্র বলা হয়ে থাকে।

১৮১৫ সালে জনৈক ফরাসী রাসায়নিক মিবেল ইউইজন শেভরুল বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের স্বাদ গ্লুকোজের মত হয় বলে প্রমাণ করেন। তৎকালীন বিজ্ঞানীরা বহু বছর পর্যন্ত সঠিকভাবে জানতেন না যে, ইনসুলিন অগ্নাশয় হ'তে নিঃসৃত হয় এবং তার অভাবে বহুমূত্র রোগ হয়। ইতিমধ্যে অনেক বিজ্ঞানী বহুমূত্রকে নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এটা পাকস্থলীর রোগ। কেউ বলেছেন, কিডনীর রোগ। আবার কারো মতে, এটি অগ্নাশয়ের রোগ। অনেকে আবার অগ্নাশয়কে আংশিকভাবে কেটে ফেলে তার প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করেছেন।

১৮৯০ সালে ভনমেরিন ও মিনকোস্কি নামক বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, অগ্নাশয়ে এমন কিছু উপাদান আছে, যার উপস্থিতিতে শরীরে শর্করা ব্যবহৃত হয়।

১৯০০ সালে একজন রাশিয়ান অঙ্গচ্ছেদ বিদ্যাবিশারদ লিউনিদ ওয়াগিলিভিচ জোবোলেভ দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, বহুমূত্র যখন অগ্নাশয়ের অসুখের কারণ হয়, তখন আইলেট্স অব ল্যাঙ্গার হ্যানসের আংশিক বা পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্তির কারণেই হয়। তারপর ১৯০১ সালে মেয়ার তার নাম দেন ইনসুলিন নামে একটি প্রাণরসের।

কারণঃ অনিয়মিত ও অত্যধিক স্ত্রী সহবাস, অতিরিক্ত শোক-দুঃখ, অতিরিক্ত ও অনিয়মিত পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে দেহের জলীয় অংশ বিকৃত ও স্থানান্তরিত হয়ে প্রস্রাব থলিতে এসে প্রস্রাবে পরিণত হয়। প্রাচীন চিকিৎসকগণ লক্ষ্য করেছিলেন যে, অনবরত পানি পান ও বেশী বেশী প্রস্রাব ত্যাগে সেই পানি বের হয়ে যাওয়া এই রোগের কারণ। বিভিন্ন বয়সে নানা কারণে এই রোগ জটিল হয়। অধিকাংশ লোকই বলেন যে, এই রোগ পুরাপুরি সারে না। খাদ্য নিয়ন্ত্রণকরণ, মিষ্টি পরিত্যাগ এবং নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যায় ব্যায়াম ও হেঁটে বেড়ানোর মাধ্যমে এই রোগের সাথে আপোষ করে জীবন ধারণ করতে হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে মানুষের অভাবনীয় উন্নতি সত্ত্বেও একটা রোগের সাথে মানুষকে আপোষ করে চলতে হবে কেন? ইনশাআল্লাহ নিয়ন্ত্রণ নয়, পূর্ণ চিকিৎসাই সম্ভব। যেহেতু মৃত্যুরোগ ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা আছে।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র সারা জীবনের রোগ হ'লেও সঠিক ও সুষ্ঠু হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করতে পারে। এ হোমিও চিকিৎসায় বহুসংখ্যক রোগী আরোগ্য লাভ করে বর্তমানে সুস্থ হয়েছেন। সত্যিই হোমিওপ্যাথিক মহান আল্লাহ্‌র এক অনুপম করুণা।

লক্ষণঃ ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগীর প্রধান লক্ষণ হ'ল ঘনঘন প্রস্রাব, অতিরিক্ত পিপাসা, অত্যন্ত ক্ষিদে, যথেষ্ট আহারাদি অথবা মেদ-ভূড়ির বৃদ্ধি সত্ত্বেও ওযন কমে যাওয়া, শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ, খোসপাচঁড়া প্রভৃতি চর্মরোগ, হাত-পা অবস, অনুভূতিহীনতা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, চামড়া ঢিলা হওয়া, প্রচুর আহারাদি সত্ত্বেও শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণে সহজেই ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগী চিনতে পারা যায়।

রোগের প্রথম অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে পামা বা একজিমা ধরনের এক প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়। সাধারণতঃ এই রোগ ধীর গতিতে আক্রমণ করে। প্রথমদিকে রোগীকে বিশেষ কোন লক্ষণ বা যন্ত্রণায় ভূগতে হয় না। কিছুদিন যেতেই প্রস্রাবের সাথে সুগার নির্গত হওয়া শুরু হয়। পিপাসা দূর হয় না, মুখ ও শরীর শুকিয়ে যায়। জিহবা শুষ্ক ও সাদা লেপাবৃত ও লালা থাকে। দাঁতে ক্ষয় রোগ দেখা দেয়, দাঁতের মাড়ি হ'তে রক্ত বের হয়। নিঃশ্বাসে মাদকতার মিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। শরীরে নানা ধরনের ফোঁড়া উঠতে থাকে, ঘুমঘুম ভাব, কোমরে বেদনা, পায়ের চামড়া খসখসে ও শুষ্ক ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, পুষ্টিশক্তিহীনতা ও চোখে ছানি উৎপন্ন হয়। এই রোগীর মাথার চুল উঠতে থাকে। দেহের কোন অংশ কেটে গেলে বা আঁচড় লাগলে সহজে শুকাতে চায় না। বহুমূত্র রোগীর প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৫-৫০ পর্যন্ত দেখা যায়। প্রস্রাবে শর্করা থাকায় গন্ধের দরুন তাতে পিঁপড়ে লাগে বা মাছি বসে। রাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি পায়। স্নায়ু দুর্বলতা বাড়ে। ফলে অনিদ্রা অথবা প্রস্রাবের বেগে নিদ্রাভঙ্গ, রতিশক্তিহীনতা দিন দিন বাড়তে থাকে। প্রস্রাব ধারণ ক্ষমতা লোপ পায়। প্রস্রাবের বেগ হ'লেই সাথে সাথে প্রস্রাব করতে হয়, বিলম্ব সহ্য হয় না।

হোমিও চিকিৎসাঃ শর্করাযুক্ত ডায়াবেটিস রোগে লক্ষণভেদে নিম্নলিখিত ওষুধগুলি প্রয়োগ করলে ইনশাআল্লাহ উপকার হবে। যেমনঃ

* এ,এম,এইচ,আই (কলকাতা), এইচ,এম,পি (পাক), হোমিও ফিজিশিয়ান বাংলাদেশ, হোমিও চিকিৎসক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

(ক) সিজিয়াম জ্যাম্বোলিনাম Q, ১X শক্তিঃ এটি শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের প্রধান ওষুধ। পিপাসা, শীর্ণতা, বারবার প্রস্রাবে এটি প্রযোজ্য।

(খ) ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম, ১X-৩০ শক্তিঃ ইংল্যাণ্ডের ব্লেক এই ওষুধের প্রথম পরীক্ষা করেন। শর্করাযুক্ত বহুমূত্র অর্থাৎ যেখানে শর্করা বেশী থাকে, সেখানে দিন অপেক্ষা রাতে অনেকবার বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয়। সেক্ষেত্রে এই ওষুধটি ২/৩ মাত্রা ৭/৮ দিন সেবন করলে বিশেষ উপকার হয়।

(গ) প্রস্রাবে অধিক শর্করা এবং ঘাম থাকলে 'এমনএসেট ৬X' শক্তি প্রয়োগ বিধেয়।

(ঘ) শর্করাযুক্ত বহুমূত্রে পরিমাণে অধিক ও ঘনঘন দিন-রাত সব সময়ই প্রস্রাবের বেগ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ধাতুর জন্য **'এসিড ল্যাকটিক ২X-৩০'** শক্তি ওষুধ বিশেষ উপযোগী।

(ঙ) এব্রোমা আগষ্টা Q, ১X শক্তিঃ এর বাংলা নাম ওলটকমল। ডাঃ ডি,এন,রায় বলেন, এর পাতার রস শর্করাযুক্ত বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকারী। তিনি ১০ বছর ব্যবহার করে সন্তোষজনক ফল লাভ করেছেন। শর্করাযুক্ত প্রস্রাবের পরই পিপাসা, মুখ শুষ্ক, প্রস্রাবে আঁসটে দুর্গন্ধ, কখনও ঘোলা মূত্র স্পেসিফিক গ্রাভিটি খুব বেশী। রাতে ঘন ঘন ও পরিমাণে বেশী প্রস্রাব মূত্রথলির মুখে ও শরীরে জ্বালা, মূত্রে এলবুমেন, অসাড়েমূত্র নির্গমন, মূত্রবেগ ধারণে অক্ষমতা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, শীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধজনিত ফোঁড়া ইত্যাদিতে এটি প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে *(ডাঃ এন,সি, ঘোষ, কম্পারেটিভ মেটিরিয়া মেডিকা, পৃঃ ১৯-২০, ৩৩ ও ৯৫০)*।

শর্করাবিহীন বহুমূত্র রোগে লক্ষণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ওষুধগুলি প্রয়োগ বিধেয়ঃ

(ক) শর্করাবিহীন বহুমূত্র অর্থাৎ যাতে প্রস্রাবে শর্করা আদৌ থাকে না। প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) হ্রাস পায় (১০৮/১১৯), বহুবার স্বচ্ছ পানির মত প্রস্রাব হয়, পিপাসা কখনও থাকে বা কখনও থাকে না, তাহ'লে **এলফালফা Q, ২X** অব্যর্থ ওষুধ।

(খ) এসিডফস ২X-২০০ শক্তিঃ শর্করাবিহীন ও শর্করাযুক্ত উভয় প্রকারের বহুমূত্রেই রোগীকে রাতে অনেকবার প্রস্রাব ত্যাগ করতে উঠতে হয়। প্রবল পিপাসা, রোগী জীর্ণ-শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ডাঃ হিউজেস বলেন, স্নায়ু দৌর্বল্যজনিত বহুমূত্র রোগে এটি অধিক উপকারী। দুধের মত সাদা বা খড়িগোলার মত প্রস্রাব নির্গমনেও এটি উপযোগী ওষুধ।

(গ) হেলোনিয়াস Q-২০০ শক্তিঃ ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস (যাতে সুগার বা শর্করা আদৌ থাকে না) অধিক পরিমাণে ঘনঘন প্রস্রাব তৎসহ ইউরিয়া নির্গমন এবং ডান দিকের কিডনিতে বেদনা থাকলে এ ওষুধ প্রযোজ্য।

(ঘ) ক্যালিনাইট ৩য় ও ৬ষ্ঠ শক্তিঃ পটাস নাইট্রেট খুব শীঘ্র শীঘ্র শরীর হ'তে কিডনির মধ্য দিয়ে প্রস্রাবের সাথে নির্গত হয়ে গেলে প্রস্রাব যন্ত্রে ও প্রস্রাবের রাস্তায় ইরিটেশন হয়। সেজন্য অধিক পরিমাণ রক্তস্রাব হ'লে, প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০৩০-১০৪০ পর্যন্ত দেখা গেলে, এটি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়।

(ঙ) ক্রিয়োজোট Q-২০০ শক্তিঃ হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে এত প্রস্রাব হয় যে, উঠতে বিলম্ব সয় না। বালক-বালিকা বা যুবকরা বিছানায় প্রস্রাব করলেও ইহা প্রযোজ্য।

(চ) জ্যায়োরাণ্ডি ৬X শক্তিঃ কিডনির পীড়াজনিত শোথ, ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস, তলপেট ও মূত্রথলিতে বেদনা, প্রস্রাবে আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস, স্ত্রীলোকদের অতি অল্প পরিমাণ ঋতুস্রাব বা ঋতুবন্ধ, খুব বেগে নির্গমনশীল উদরাময় ও তৎসহ বমি, চক্ষুর কতগুলি পীড়া ইত্যাদি রোগেও এটি অব্যর্থ মহৌষধ। গর্ভাবস্থায় শোথ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ফোলাতেও এটি বিশেষ উপকারী।

(ছ) কষ্টিকাম ৩০-২০০ শক্তিঃ প্রস্রাবের বেগ এক মুহূর্তও ধারণ করতে পারে না। প্রস্রাব ত্যাগ করার সময় সে জানতে পারে না যে, প্রস্রাবের ধারা এখনও চলছে কি-না? প্রস্রাব দ্বারে চুলকানি, হাঁটতে ও কাশিতে প্রস্রাব নিঃসরণ, চলতে-ফিরতে ফোটা ফোটা প্রস্রাব নির্গমন। নিদ্রিত অবস্থায় শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব ইত্যাদি লক্ষণে এটি বিশেষ ফলপ্রদ।

(জ) লাইকোপডিয়াম ৩-সি,এম, শক্তিঃ এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদী ওষুধ। প্রথম মাত্রায় উপকার পেলে কদাচিৎ দ্বিতীয় মাত্রা দিতে নেই। বিশেষ করে শিশুদের ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ উপযোগী। হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ, প্রস্রাব করতে বসলে থেমে থেমে প্রস্রাব হয়। প্রস্রাবের অত্যন্ত বেগ আসে কিন্তু সহজেই বের হয় না! অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। এমনকি কিডনির পাথরী পীড়াতেও এটি বিশেষ উপযোগী ওষুধ (এটি পরীক্ষিত)।

দেশীয় টোটকা ওষুধঃ (১) কাঁচা দুধ আধ পোয়া ও তেলকুচার (পটলের ন্যায় এক প্রকার ফল বিশেষ) পাতার রস এক ছটাক প্রত্যহ সেবনে কোন ওষুধের প্রয়োজন হয় না।

(২) তোকমারির (তোকমা) সরবত এই পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

(৩) ত্রিপত্র বিশিষ্ট একটি বেলপাতা বেঁটে এক টুকরা কাঁঠালি কলার মধ্যে পুরে প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে ভক্ষণে এই পীড়ায় উপকার হয় *(প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৪৯)*।

পথ্যঃ সুজির রুটি, পাউরুটি, মাঠাতুলা দুধ, ঘোল, ডিমের হলুদ অংশ, কাঁকড়ার কাঁথ, শাক-সব্জি, ছাঁচি কুমড়া, লাউ, শিম, ন্যাশপাতি, কমলালেবু, বাতাবি লেবু, কাগজি লেবু, যজ্ডুমুর, মোছা, মানকচু ইত্যাদি *(তদেব, পৃঃ ৪৯, ৯১, ৩৩২, ৫১৭, ৫৬৪, ৬৫১, ৫৯৬ এবং ১১৪৯)*।

খোকন এলি না

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
গ্রামঃ রঘুনাথপুর,
পাংশা, রাজবাড়ী।

দিবস শেষে ক্লান্তবেসে সন্ধ্যা এল ঐ
আর সকলে ফিরছে ঘরে খোকন সোনা কই?
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু ফিরছে সবে ঘরে
মানিক সোনা রইল আমার কোন সে তেপান্তরে?
দুধেল গাভী কাঁপায় মাটি হাম্বা রবে ডাকি
ভর দিবসের আহার শেষে ফিরছে কুলায় পাখী।
ঝাউ ঝিরঝির চপল হাওয়ায় মিষ্ট মধুর তান
দূর মিনারের আযান শুনে যায় ভরে যায় প্রাণ।
বেতস বনে উঠল সবে ডাহুকিয়ায় ডাকি
হিজলগাছে ডাকছে না আর 'বউ কথা কও' পাখি।
ঐ যে দূরে বেদ বহরে উঠছে কলরব
ভাটির গানে মত্ত দেখি মাল্লা-মাঝি সব।
ফুলের বনে গুঞ্জরণে জুটছে এসে অলি
যাচ্ছে ঘরে কৃষাণ বধু সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালি।
দিকে দিকে শান্ত সারা খোকন এলি না
একলা ঘরে কেমন করে থাকবে রে তোর মা?

***

নীতি

-মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
দি শিফা হোমিও হল,
জোনা বাজার, পোঃ জোনা,
পাংশা, রাজবাড়ী।

বিচিত্র মানুষ এই ধরণীর বুকে
কেউ চলে হেসে খেলে, কেউ মরে ধুঁকে।
নামী-দামী সাজ কারু মুখে সিগারেট
ছিন্ন-বাসে চলে কেহ মাথা করি হেট।
কেউ করে রাজনীতি নামে হীন নীতি,
সগর্বে এড়িয়ে যায় সব রীতি-নীতি।
রাহাজানি, রংবাজি কেউ ভালবাসে
অপরে ঠকিয়ে কেউ মনে মনে হাসে।
কেউ দেয় উপদেশ 'চলো সৎ পথে
ভাল যদি পেতে চাও রোজ ক্বিয়ামতে'।
নর্দমার পোকা মাখে শরীরে আতর,
ভাবে না সে আপনারে, ভদ্র কি ইতর।
এত রূপ এত নীতি, আজব ব্যাপার!
কবে হবে 'এক নীতি' আছে ভাববার।

***

আহলেহাদীছ আন্দোলন চলছে সারা বিশ্বে

-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
সহ-সুপার, চাঁদপুর দাখিল মাদরাসা,
খুলনা।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিপ্লবী বীর সেনা,
হয়েছে তৈরি ভাঙ্গতে তারা ত্বাগূতের আস্তানা।
লেখনী তাদের বুলেট সম হানছে আঘাত বুকে,
হাদীছ বিরোধী স্বার্থান্বেষী এবার মরবে ধুঁকে।
দীর্ঘদিনের জাহেলী রসম হয়ে যাবে খানখান,
ছহীহ হাদীছের বিজয়ী বিধান রবে চির অম্লান।
আহলেহাদীছ বীর মুজাহিদ পর জিহাদের তাজ,
নবী-রাসূলের বিপ্লবী পথে গড়ে তাওহীদী রাজ।
দো'জাহানের সরদার আল্লাহ্ করে দিলেন যাঁকে
লয়েছি আমরা বরণ করে ইমাম হিসাবে তাঁকে।
নহি মোরা কভু আপোষকামী জাহেলিয়াতের সাথে,
চলিনা মোরা জাগ্রত জ্ঞানে শিরক-বিদ'আতের পথে।
লড়বো মোরা দ্বীনের লাগি বিলিয়ে দিব প্রাণ,
ছেড়ে পালাবে যত বেঈমান জিহাদের ময়দান।
সারা বিশ্ব মুক্ত হবে ত্বাগূতী কবল হ'তে,
রাখতে যিন্দা ইসলামকে সবে চলো রাসূলের পথে।
বিবাদ-কলহ ভুলে এসো হয়ে যাই মুমিন ভাই,
শ্বেত ও কৃষ্ণ এসো সবে মোরা কাঁধে কাঁধ মিলাই।

***

আত্মঅহংকার

-আশরাফুল ইসলাম
গ্রামঃ দোগাছী, পোঃ লক্ষ্মীচামারী,
থানাঃ বড়াইগ্রাম, নাটোর।

সৃষ্টির সেরা তুমি রাখিও স্মরণ,
তুমি যেন না হও তোমার পতনের কারণ।
অহংকারে লিপ্ত হ'লেই হারাবে দু'কূল।
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি তুমি,
তোমার মহত্ত্বে লজ্জা পায় যেন বিশ্বভূমি।
তোমার আচরণে যেন লজ্জা পায় সবে,
তোমার জন্মের অভিপ্রায় ধন্য হবে তবে।
এ মহান দায়িত্ব তুমি হাতে লবে কবে?
ধন্য জীবনে গণ্য হয়ে কবে রবে এ ভবে?
তোমার আত্মচেতনা হয় যদি মধুময়,
ধন্য জীবনে গণ্য হয়ে করবে দিগ্বিজয়।
জীবন যুদ্ধের যাত্রা পথেই ধন্য হবে তুমি,
ইসলামে তুমি মহাজন জানিবে বিশ্বভূমি।
ছেড়ে দাও বন্ধু তুমি যত আছে অহংকার,
মহত্ত্বে তোমার মুগ্ধ হয়ে মানিবে সবাই হার।
মমত্ববোধে আকৃষ্ট হয়ে লুটিবে সবে পদতলে,
মনুষ্যত্বের চরম শিখরে উপনীত হবে যবে।
ছেড়ে দাও বন্ধু তুমি অহংকার ও পরিহাস,
ধন্য জীবনে গণ্য হবে সাক্ষ্য দিবে ইতিহাস।
ঘৃণা কাউকে করবে না কভু মোরা যে আদম সন্তান
সৎ-অসৎ, গুণী-নির্গুণ সবই আল্লাহ্র দান।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর দাতাদের নাম

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ রশীকুল ফুয়াদ, শরীফুল ইসলাম, হাশেম আলী, তারেকুল ইসলাম, ওয়াহীদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ, খায়রুল ইসলাম, হাফীযুর রহমান, আব্দুল মুমিন, ফারূক হুসাইন ও রাশেদুল ইসলাম।

বড়শিপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী থেকেঃ আব্দুল কাদের, জাহিদুল ইসলাম, ওয়াহীদুল ইসলাম, যহুরুল ইসলাম, ছাদিকুল ইসলাম, ইকবাল ও অনিক।

মধুপুর বীরতারা, টাংগাইল থেকেঃ জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুর রহীম, রনি, লাবণী, কনি, শরীফ, খোকন, সুলতানা, ছামু, শামিন, আল-আমীন, সবুজ, বাবু, সেলিম, খোকন, তাহমিনা, রূপা আক্তার, সুখী আক্তার, কনিকা, ফাহিমা আক্তার, জাহিদুল ইসলাম, ফারূক হুসাইন, আব্দুল লতীফ ও নূরননাহার আক্তার।

মধুপুর, টাঙ্গাইল থেকেঃ তারেকুল ইসলাম, মাছুম, মুখলেছুর রহমান , সেলিম হুসাইন, মতীউর রহমান, রিযিয়া খাতুন ও লিলি আখতার।

পাঁচশিশা, গুরুদাশপুর, নাটোর থেকেঃ মুহাম্মাদ সোহেল রানা, সুমন, শিমুল, টুটুল, শিফা আক্তার, বৃষ্টি, মৌসুমী ও নূপু।

সরিষাবাড়ী, জামালপুর থেকেঃ আব্দুছ ছামাদ, আযীমুদ্দীন, আব্দুস সাত্তার, আরীফুল ইসলাম, বিপ্লব, শিবলু, জেসমিন, সিমা, শাহিনা, কেয়া, মৌসুমী, মনিকা, সোমা, মানছুরা, আনোয়ারা, সুমন, মজনু, মাছুম ও চাসরুল।

বাঁশবাড়িয়া, নাটোর থেকেঃ সুফিয়া, তাসলীমা, রওশনআরা, জলি, আদরী, সাগরী, যুথি, ফাতেমা, নাজমা, আয়েশা, ফেনসি, নাঈমা, জেসমিন, রিনা, পুতুল, তানিয়া, ফযীলা, বৃষ্টি, ঝরা, রাযি, ফিরোজা, যুলেখা, বীথি, মনোয়ারা, হাফীযুর রহমান, শরীফ, মাছুম, রেযা, সাইফুল্লাহ, ফারূক, মুন্না, অনিক, সুমন, সজিব, রনি, আরীফ, হেলাল, লিটন, আতাউর রহমান, ডলার, তুষার, রাশেদ ফায়সাল, রায়হান, তপু ও শাহীন।

সূর্যকণা কিণ্ডার গার্ডেন, বেলদারপাড়া, রাজশাহী থেকেঃ তাসফিয়া ইফফাত, মানিজা রহমান, ফারযানা আফরীন, খাদীজাতুল কুবরা, মায়েশা, সালীহা, নমেরী, সামীনা তানযীর মুশতারী, হাজেরা বিবি, জান্নাতুন নাঈম, তাসনীম লতীফ, রূহানা নিশাদ নীলা, বৃষ্টি, রহিত খান, তাফসীর আদনান, সোহান, রায়হান, সাখাওয়াত হোসাইন, আসিফুর রহমান, সুইট খান, মুরাদও রাফী মাহমূদ, মধুশ্রী মৈত্র, চৈতী, চৈতালী ও জীম।

মিয়াপাড়া, সপুরা, রাজশাহী থেকেঃ মেহেদী হাসান, মুক্তাদিরুন নেসা ও শেখ শাওফী।

কাউনিয়া, রংপুর থেকেঃ রফীকুল ইসলাম।

মাদরাসা দারুস-সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা থেকেঃ মুহাম্মাদ নূরুযযামান।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

(ক) শব্দ অনুসন্ধানঃ

পাশাপাশিঃ

১. সম্মেলন ৩. ইজতেমা ৫. তহবিল ৬. মহানাদ
৭.সোনামণি ৯. তাহরীক ১১. রংপুর ১২. রমাযান।

উপর-নীচঃ

১. সওগাত ২. নযরুল ৩. ইসলাম ৪. মাসজিদ
৭.সোমবার ৮. নিরক্ষর ৯. তাক্বদীর ১০. কনকন।

(খ) বর্ণজটঃ আন্দোলন, তাহরীক, লেলিহান, দীপপুঞ্জ, ছটফট, হরতাল, বোবা কান্না।

ছবি ঘরের সূত্র ধরে সাজালে সমাধানঃ আহলেহাদীছ হবো।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা

(ক) শব্দ অনুসন্ধানঃ

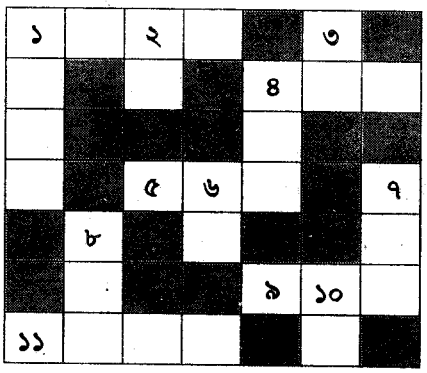

শব্দ তৈরীর নীতিমালাঃ

❐ পাশাপাশিঃ

১. পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান।
৪. বিশ্ব নবীর দুধ মা।
৫. একটি দেশের নাম।
৯. জীবন ধারণের অপরিহার্য উপাদান।
১১. আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম।

❐ উপর-নীচঃ

১. ঈসা (আঃ)-এর মায়ের নাম।
২. বিশ্ব বিখ্যাত একজন ফুটবলারের নাম।
৩. ক্লোনিং পদ্ধতিতে জন্মগ্রহণকারী ভেড়ার নাম।
৪. একটি জাহান্নামের নাম।
৬. যার অবস্থিতি আছে কিন্তু বিস্তার বা বেদ নেই।
৭. বাংলা ব্যাকরণের অন্যতম আলোচ্যবিষয়।
৮. একজন নবীর নাম।
১০. একটি ফল-এর নাম।

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ
পোষ্ট বক্স নং ২৯১৮৭
আবুধাবী, ইউ,এ,ই।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)

১. কিশমিশ ও লবঙ্গ কি?
২. পোস্তা কি?
৩. দারুচিনি কি ও কোথায় পাওয়া যায়?
৪. ব্যাঙের ছাতা কি জিনিস?
৫. গাছ কিভাবে শ্বাস নেয়? গাছের গ্রহণ ও ত্যাগ করা পদার্থ দু'টির নাম কি?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংগঠনকে কে কতটা ভালবাসে

প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখ আসলেই সে দিনটির কথা মনে পড়ে যায়, যেদিন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বাংলাদেশের সকল শিশু-কিশোরদেরকে নির্ভেজাল তাওহীদের ছত্রছায়ায় ইসলামী চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে **'সোনামণি'** নামে একটি শিশু-কিশোর সংগঠনের বীজ বাংলার মাটিতে বপন করেছিলেন। সে বীজের অংকুর আজ পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হচ্ছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। 'সোনামণি' আপনার দুয়ারে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার শপথ নিয়ে বাংলাদেশের ৫ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু-কিশোরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাই 'সোনামণি' সংগঠনকে কে কতটুকু ভালবাসেন তা নিম্নের প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে জেনে নিন।

*** নিম্নের 'ক' নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ১, 'খ' নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ২ এবং 'গ' নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য ৩ নম্বর পাবেনঃ**

১. 'সোনামণি' সংগঠনকে আপনি কি মনে করেন?
(ক) বাংলাদেশের আরও ১৯টি শিশু-কিশোর সংগঠনের মত একটি সংগঠন।
(খ) একটি ইসলামী শিশু-কিশোর সংগঠন।
(গ) রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার যুগোপযোগী একটি আদর্শ শিশু-কিশোর সংগঠন।

২. আপনার মতে 'সোনামণি' সংগঠনে যারা যোগ দেয় তারা কি শিখে?
(ক) বিশুদ্ধভাবে ছালাত, ছিয়াম শিখে।
(খ) বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখে।
(গ) বিশুদ্ধ আক্বীদা, আমল ও আচরণসহ সকল বিষয়ে পারদর্শী হ'তে শিখে।

৩. এ সংগঠনের জন্য অর্থ ব্যয় করাকে আপনি কি মনে করেন?
(ক) অযথা টাকা ব্যয় করা।
(খ) কর্তব্য পালন করা।
(গ) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ তথা দ্বীনে হক্ব প্রতিষ্ঠার কাজে অংশ নেওয়া।

৪. 'সোনামণি' সংগঠনের দায়িত্বশীল আপনার এলাকায় সফরে গেলে আপনি কি করেন?
(ক) অন্যান্য দিনের মত নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন।
(খ) কাজ সেরে বিলম্বে সেখানে উপস্থিত হন।
(গ) নিজের যরূরী কাজ দ্রুত সেরে/বাদ রেখে যথাসময়ে ঐ প্রোগামে যোগ দেন ও সার্বিক সহযোগিতা করেন।

৫. 'সোনামণি' সংগঠনের কথা আপনার
(ক) স্মরণ থাকে না এবং স্মরণ রাখার চেষ্টাও করেন না।
(খ) যেলা/কেন্দ্রের মেহমান আসলেই শুধু মনে পড়ে।
(গ) 'সোনামণি' আপনার হৃদয়ের প্রিয় সংগঠন।

৬. 'সোনামণি' সংগঠনের কোন দায়িত্বশীল আপনার কাছে গেলে আপনি তাতে
(ক) বিরক্তি বোধ করেন।
(খ) হালকাভাবে কিছু একটা করে বিদায় দেন।
(গ) অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তার সাংগঠনিক প্রয়োজনটাকে বিবেচনায় রাখেন।

৭. 'সোনামণি' সংগঠনের বাস্তবায়ন সম্পর্কে আপনার মতামত কি?
(ক) এ সংগঠন করার তেমন প্রয়োজন নেই।
(খ) কিছু ছেলে-মেয়েরা এ সংগঠনের সাথে জড়িত থাকলেই যথেষ্ট।
(গ) এ সংগঠনের জন্য সময়, শ্রম, অর্থ ও মেধা দেওয়াকে আপনি দ্বীনি দায়িত্ব মনে করেন।

এবার ৭টি প্রশ্নের উত্তরের নম্বরগুলি যোগ করে তার ফলাফল যদি ৭-১১-এর মধ্যে হয়, তবে আপনি এ সংগঠনকে পসন্দ করেন না এবং ঝামেলা মনে করেন। আর যদি ১২-১৬-এর মধ্যে হয়, তবে আপনি মোটামুটি পসন্দ করেন। অতঃপর যদি আপনার স্কোরের যোগফল ১৭-২১-এর মধ্যে হয়, তবে আপনি সত্যিকার অর্থে এ সংগঠনকে ভালবাসেন এবং এটা আপনার হৃদয়ের প্রিয় সংগঠন।

সংকলনেঃ এইচ,এম, মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

১. মোহনপুর, রাজশাহীঃ গত ১৮ই মে শুক্রবার সকাল ৯টা হ'তে জুম'আ পর্যন্ত গ্রামমোহনপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ১৫ জন, বাদ জুম'আ হ'তে মাগরিব পর্যন্ত গোপালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৫০ জন এবং বাদ আছর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত দরিয়াপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ৪০ জন সোনামণির উপস্থিতিতে পৃথক পৃথক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবির সমূহে 'সোনামণিদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, 'যাদু নয় বিজ্ঞান' ও 'সাধারণ জ্ঞান'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সোনামণি সংগঠনের উপর অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দেন রাজশাহী যেলা সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরী পরিচালক যিয়াউল ইসলাম, মোহনপুর উপযেলা পরিচালক জনাব মুস্তাফা এবং নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র আব্দুল মুকীত ও মুখতার হুসাইন।

পরদিন গত ১৯ মে শনিবার সকাল ৯টা হ'তে ১০ টা ৩০ মিঃ পর্যন্ত গোছা দাখিল মাদরাসায় এবং সকাল ১০ টা ৩০ মিঃ হ'তে ১২ পর্যন্ত পত্রপুর ইবতেদায়ী মাদরাসায় বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যদের মধ্যে সোনামণি রাজশাহী যেলার উপদেষ্টা ডাঃ আব্দুস সাত্তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। পরিশেষে উল্লেখিত সকল শাখার সোনামণিদের যথারীতি উপস্থিত ও দায়িত্বশীলদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় পরিচালক আন্তরীক

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ কামনা করেন।

নাটোরঃ গত ২৫শে মে শুক্রবার সকাল ১০টা হ'তে জুম'আ পর্যন্ত নাটোর যেলার শুকুলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন নাটোর যেলার সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম। সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র এবং সাংগঠনিক স্তর ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তাছাড়া বাদ জুম'আ সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন নাটোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাছিরুদ্দীন এবং 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করেন শফীউল করীম এবং জাগরণী পাঠ করে রেযাউল করীম ও রাশেদুল বারী।

নওগাঁঃ গত ৩১শে মে বৃহস্পতিবার বাদ আছর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ মান্দা, নওগাঁয় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আলীমুয্যামান-এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সোনামণি কি? সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুণাবলী, নীতিবাক্য ও বাংলায় ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দের অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক মুহাম্মাদ যিয়াউল ইসলাম। আরো বক্তব্য রাখেন মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উক্ত প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হুসাইন, নওগাঁ যেলা সোনামণি যেলা পরিচালক আইয়ুব হুসাইন, অত্র মসজিদের ইমাম এবাদুর রহমান, আব্দুল আলীম, ইয়াকূব আলী প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আহাদ আলী। প্রশিক্ষণে সমাপণি ভাষণ দেন মাষ্টার কলিমুদ্দীন। প্রশিক্ষণ শেষে সোনামণি শাখা গঠন করা হয়।

শপথ

-মুহাম্মাদ হাসিব-উদ-দৌলা
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

আজ থেকে শপথ নিলাম
সঠিক পথে চলব।
পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কালাম
সময় মত পড়ব।
সকাল বেলা উঠে
কুরআন শরীফ পড়ব।
মাদরাসার পাঠ্য বই
সময় মত পড়ব।
সময় মত মানুষকে
দ্বীনের দা'ওয়াত দিব।
গরীব-ধনী সকলকে
সমান চোখে দেখব।
আল্লাহ্‌কে ভরসা করে
সকল কাজ করব।
বাবা-মায়ের আদেশ-নিষেধ
সদায় মেনে চলব।

মৃত্যু সংবাদ

গত ১৫ই জুন শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ১ম বর্ষ (নতুন)-এর ছাত্র আব্দুল মতীন (২০) বেলা পৌনে ১২টায় নাটোরে সাইকেল-বাস এক্সিডেন্টে আহত হয়ে অপরাহ্ন ৩-ঘটিকায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ নং ওয়ার্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রা-জেউন। উল্লেখ্য যে, সাইকেল আরোহী অপর ছাত্র ফাযিল ফলপ্রার্থী আবু সাঈদ সাথে সাথেই মারা যায়। শুশ্রুধারী এই তরুণ ছাত্রটি ছিল নম্র, ভদ্র ও বিনয়ী এবং পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান। সে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রাথমিক সদস্য ছিল এবং তার পিতা ইউনুস আলী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত গরুড়া দাঁড়ের পাড়া শাখার বর্তমান সেশনের সভাপতি।

বেলা পৌনে ৪-টায় টেলিফোন পেয়ে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ছাত্র উপদেষ্টা, প্রক্টর, এসিষ্ট্যান্ট প্রক্টর সকলের সাথে যোগাযোগ করেন ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের মধ্যে দ্রুত হাসপাতালে চলে যান। এই সময় তাঁর সাথী ছাত্রটির পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়া শবঘরে গিয়ে লাশ শনাক্ত করেন ও হাসপাতাল থেকে লাশ গ্রহণ করেন। পরদিন লাশ দারুল ইমারতে আনা হয় এবং সেখানে গোসল ও কাফন শেষে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত জানাযায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সহ অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, মাসিক আত-তাহরীকের দায়িত্বশীলগণ এবং আল-মারকাযুল ইসলামীর প্রায় চার শতাধিক ছাত্র সহ স্থানীয় মুছল্লীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত মেহেরপুর যেলা সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি জনাব গোলাম যিল-কিবরিয়ার নিকটে লাশ হস্তান্তর করেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ীতে করে লাশ গ্রামের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। তিনি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোককাতর পিতাকে উদ্দেশ্য করে একটি পত্র পাঠান ও অসুস্থতার কারণে নিজে যেতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

৪ মাসে ১০ হাযার মাদরাসা ছাত্র গ্রেফতারঃ ধ্বংসের মুখে তাদের শিক্ষাজীবন

সব ধরনের ফৎওয়া নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টের প্রদত্ত রায় বাতিলের দাবীতে আন্দোলন করায় এবং সরকার পতনের আন্দোলনে অংশ নেয়ায় পুলিশ গত ৪ মাসে ১০ হাযারের বেশী মাদরাসা ছাত্রকে গ্রেফতার এবং ৩ শতাধিক মাদরাসা ছাত্র ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে। এতে এসব ছাত্রের শিক্ষাজীবন ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার কারণে উল্লেখিত মাদরাসা ছাত্ররা শ্রেণীকক্ষে পাঠগ্রহণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাছাড়া মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকদের উপর পুলিশের হয়রানী-নির্যাতন এখনও বন্ধ হয়নি। বরং তা অব্যাহত রয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছু ছাত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হ'লেও দেশের অন্যান্য জেলখানায় অনুরূপ পরীক্ষা গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গ্রেফতারকৃত মাদরাসা ছাত্রদের থানায় আটক রেখে অমানবিক নির্যাতন, মিছিলে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ এবং পুলিশের গুলীতে আহত শতাধিক মাদরাসা ছাত্র চিরপঙ্গুত্বের শিকার হয়েছে বলে জানা গেছে।

উক্ত তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে ১৫ হাযারেরও বেশী মাদরাসা ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা ঝুলছে। অপরদিকে প্রায় অর্ধসহস্র মাদরাসা ছাত্র-শিক্ষকের উপর হুলিয়া জারি থাকায় তারা ফেরারি হয়েছে।

সেজদারত অবস্থায় কুপিয়ে হত্যা!

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মসজিদের ভিতর সেজদারত অবস্থায় কুপিয়ে বিএনপি কর্মী আহের উদ্দীন (৪৮)-কে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা।

গত ২৫ মে শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টায় নেত্রকোনা সদর উপযেলার বিচিপাড়া জামে মসজিদে এশার ছালাত আদায়ের সময় দ্বিতীয় সিজদারত অবস্থায় পিছন দিক থেকে উপর্যুপরি কুপিয়ে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সীমাহীন এই নৃশংস ঘটনার সময় ছালাত ছেড়ে দিয়ে মুছল্লীগণ দৌড়ে পালিয়ে যান। জানা গেছে, স্থানীয় একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রকে ভাল পথে ফিরে আসার আহ্বান জানালে এবং তা না হ'লে তাদের সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে দেওয়ার হুমকি প্রদান করলে আহের উদ্দীনকে খুন করা হয়।

ধূমপান মানেই আগুন দিয়ে টাকা পোড়ানো

-প্রধানমন্ত্রী

গত ৩১শে মে দুপুরে গণভবনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে 'আমরা ধূমপান নিবারণ করি' (আধুনিক) ও 'কোয়ালিশন এগেইনস্ট টোব্যাকো' (ক্যাট)-এর একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মতবিনিময় কালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধূমপানবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধূমপান মানেই আগুন দিয়ে টাকা পোড়ানো। অহেতুক এভাবে টাকার অপচয় না করে সেই টাকা দিয়ে অন্য কিছু কিনে খেলে শরীরের অনেক উপকার হয়। তিনি স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে ধূমপান বিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধূমপান মানব শরীরে ধীরে ধীরে ক্ষতির কারণ হয়। ধূমপান মানুষকে শারীরিকভাবে নিঃশেষ করে দেয়। তাই গণসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি মানব শরীরের ক্ষতির এই দিকটিও তুলে ধরতে হবে।

১৬ মাসে ২৪ হাযার কিশোর-কিশোরী বিদেশে পাচার

বাংলাদেশ থেকে কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের প্রতিনিয়ত বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। এ বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১৬ মাসে ২৪ হাযার কিশোর-কিশোরীকে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিউম্যান ল.ইয়ার্স এসোসিয়েশনে'র এক বুলেটিনে একথা জানানো হয়। 'সেন্টার ফর হিউম্যান এণ্ড চিলড্রেন স্টাডিজ' আয়োজিত সাম্প্রতিক এক কর্মশিবিরে জানানো হয়, গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ২ লাখ শিশুকে বিদেশে পাচার করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি'র এক রিপোর্টে বলা হয়, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ২৫ হাযার ৪৯৫টি শিশুকে বিদেশে পাচার করা হয়।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্ত দিয়ে শিশু পাচার মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। গত ৫ মাসে পাচারকারীদের হাত থেকে ৩৭ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং ৪ জন পাচারকারীকে সময়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। সূত্র মতে ভাল কাজ যোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দারিদ্রপীড়িত প্রত্যন্ত পল্লী থেকে প্রত্যেক দিন প্রায় ৫০ টি কিশোরী ও বালককে সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়ার সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পাচারকারী চক্রের দালালরা এসব শিশু, কিশোর ও কিশোরীকে সংগ্রহ করে থাকে।

আরো উল্লেখ্য যে, সীমান্তে পাচারকারীদের ট্রানজিট ক্যাম্প রয়েছে। এসব ক্যাম্পে ছেলেমেয়েদের ভালভাবে খাওয়ানো হয় এবং তাদের ভাল পোষাক পরানো হয়। অতঃপর বিভিন্ন স্থানে তাদের হাত বদল করা হয়।

গ্রেফতারকৃত পাচারকারী ও তাদের দালালরা পুলিশের কাছে যেসব স্বীকারোক্তি দিয়েছে তাতে বলা হয় যে, ট্রানজিট ক্যাম্পে পৌছানো হ'লে প্রতিটি শিশুর জন্য ২ হাযার থেকে ৩ হাযার টাকা সংগ্রহকারীকে দেওয়া হয়। সীমান্ত পার হবার পরে একটি ছোট বালকের জন্য পাচারকারীকে ৪ হাযার থেকে ৫ হাযার টাকা দেওয়া হয়। আর কিশোরীর জন্য ১০ হাযার টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। সীমান্ত অতিক্রমের পর কিশোর-কিশোরীদের দিল্লী, মুম্বাই, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এসব স্থানে কিশোরীদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা হয়। কিশোরদের উটের জকি হিসাবে ব্যবহারের জন্য সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যে নেওয়া হয়। যেসব লোক কিডনি, মানুষের মাথার খুলি এবং রক্ত নিয়ে ব্যবসা করে, তারা এসব কিশোরদের চড়া দামে কিনে নেওয়ারও চেষ্টা চালায়।

বিদ্যুৎ গোলযোগঃ পোশাক শিল্পে দৈনিক ক্ষতি ১৬ লাখ ডলার

'বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানীকারক সমিতি' (বিজিএমইএ) বাণিজ্যমন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে জানিয়েছে যে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ সংযোগ চলে যাওয়ায়, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের দরুন প্রতিদিন পোশাক শিল্পের ১৬ লাখ ডলার ক্ষতি হচ্ছে। বিজিএমই পোশাক শিল্পে পিক আওয়ার রেট বাতিল করার দাবী জানিয়েছে। এছাড়াও বিজিএমই দাবী করেছে যে, সাব-স্টেশন ব্যতীত এ শিল্পকে ৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিবর্তে ৯০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমিত প্রদান করা আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, তৈরী পোশাক শিল্পের কাঁচামাল ইন্দোনেশিয়া, চীন, হংকং, তাইওয়ান, কোরিয়া প্রভৃতি বন্দর থেকে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌছতে ২৫ থেকে ৩০ দিন সময় লাগে। তার কারণ গভীর সমুদ্র চলাচলরত বড় জাহাজগুলো

চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়তে পারে না। ফলে গভীর সমুদ্র জাহায থেকে মাল খালাস করে অপেক্ষাকৃত ছোট বাহনে বন্দরে নিয়ে আসতে হয়।

গোপালগঞ্জে গীর্জায় শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ

গত ৩রা জুন রবিবার সকালে গোপালগঞ্জ যেলার মকসুদপুর উপযেলার বানিয়ারচর গ্রামে একটি ক্যাথলিক গীর্জায় এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত ও ২৬ জন আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৯ জন ঘটনাস্থলে এবং ১ জন ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। উল্লেখ্য যে, ঘটনার দিন রবিবার ছিল খৃষ্টানদের সাপ্তাহিক উপাসনার দিন। সপ্তাহের এই দিনটিতে সকাল সাড়ে ৭ টা থেকে ১০ টা পর্যন্ত প্রার্থনা হয়। যথারীতি সকাল ৭টার মধ্যে এলাকার প্রায় ৪০০ নারী-পুরুষ প্রার্থনার জন্য গীর্জায় উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠান শুরুর ২০ মিনিট পর গীর্জার ভিতরে শক্তিশালী বোমাটি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, উপাসনা শুরু হওয়া মাত্র লুঙ্গি ও সবুজ শার্ট পরিহিত ২৫-২৬ বছরের এক যুবক একটি চটের ব্যাগ নিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে এবং গীর্জার পূর্বপার্শ্বের দেয়ালে বইয়ের তাকের কাছে এসে বসে। কয়েক মিনিট পর সে ব্যাগটি রেখে উঠে চলে যায়। এর অল্প সময় পর ব্যাগের মধ্যে দু'বার ক্রিং ক্রিং শব্দ হয়। এরপর প্রচণ্ড শব্দে চটের ব্যাগটি বিস্ফোরিত হয়। যুবকটি এলাকার কেউ নয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

উল্লেখ্য যে, গত এক বছর যাবত এই চার্চের কমিটি গঠন নিয়ে দু'গ্রুপের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল চলে আসছিল। এ নিয়ে ইতিপূর্বে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। এমনকি মকসুদপুর সদর থানায় মামলাও হয়েছে। স্থানীয় অধিকাংশ জনগণের মতে, গীর্জা পরিচালনা কমিটি নিয়ে বিরোধই এই বোমা বিস্ফোরণের মূল কারণ।

২০০১-২০০২ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা

অর্থমন্ত্রী শাহ এ,এম,এস কিবরিয়া গত ৭ই জুন জাতীয় সংসদে ২০০১-২০০২ অর্থবছরের জন্য ৪৪ হাযার ৭৬৫ কোটি টাকা ব্যয়সম্বলিত জাতীয় বাজেট পেশ করেছেন। প্রস্তাবিত বাজেটে ২৭ হাযার ২৩৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয় এবং ২২ হাযার ৩৮ কোটি টাকা রাজস্ব ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৯ হাযার কোটি টাকা। সার্বিকভাবে ঘোষিত ৪৪ হাযার ৭৬৫ কোটি টাকার বাজেটে সামগ্রিক ঘাটতি রয়েছে ১৭ হাযার ৫২৬ কোটি টাকা। বিদায়ী অর্থবছরের ৪১ হাযার ৯৯৫ কোটি টাকার সংশোধিত বাজেটের তুলনায় নতুন অর্থবছরে বরাদ্দ বেড়েছে ৬.৫৯ শতাংশ। মূল বাজেটের তুলনায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯.০২ শতাংশ। বাজেটের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়ের খাতের মধ্যে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের অংক আগের বছরের তুলনায় ১০ কোটি টাকা কমিয়ে ২ হাযার ৪৭০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন বাজেটের ১৭ হাযার ৫২৬ কোটি টাকা ঘাটতির মধ্যে ১০ হাযার ২২২ কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস থেকে আসবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে বৈদেশিক অনুদান থেকে প্রাপ্তি ৩ হাযার ৬৬৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.০৮ শতাংশ বেশী। বৈদেশিক ঋণ প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৬ হাযার ৫৫৯ কোটি টাকা, যা বিদায়ী বছরের মূল বাজেটের তুলনায় ৫.১৪ শতাংশ বেশী। বাজেটের ঘাটতি অর্থায়নের ৫ হাযার ১৪৬ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে পাওয়া যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব স্থানান্তর (নীট) থেকে প্রাপ্তি ধরা হয়েছে ৪ হাযার ৩০২ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৩৬.৭০ শতাংশ বেশী।

প্রস্তাবিত বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ২ হাযার ১৫৮ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। আগের বছর এর পরিমাণ ছিল ৩ হাযার ৫১৪ কোটি টাকা। রাজস্ব বাজেটের সর্বাধিক ৪ হাযার ৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধের জন্য। এরপরই সর্বাধিক বরাদ্দ রয়েছে শিক্ষা খাতে। এ খাতে ৮.৭৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩ হাযার ৬২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিরক্ষা খাতে ৭.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি করে বরাদ্দ ৩ হাযার ৫৩৪ কোটি টাকা করা হয়েছে। সাধারণ জনপ্রশাসনে বরাদ্দ ১৮.৪১ শতাংশ বাড়িয়ে ৪ হাযার ৩৩৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ১২.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১ হাযার ২৫২ কোটি টাকা করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে বরাদ্দ ৭৬৭ কোটি টাকা থেকে হ্রাস করে ৭৩৬ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। ধর্ম মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দ ২৪ কোটি টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন খাতে বরাদ্দ ৯ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৮৪৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে ৪.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৪ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়া বেলা ৩টা ৬মিনিটে বাজেট বক্তৃতা শুরু করেন। বাজেট বক্তৃতায় তিনি প্রতিবছর রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ৩টি কারণকে চিহ্নিত করেছেন। যেমন- পুঞ্জীভূত সরকারী ঋণের উপর প্রদেয় সুদের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কর্মকর্তা কর্মচারীদের রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ।

প্রস্তাবিত বাজেটে ন্যায্য মূল্যে সার সরবরাহের জন্য ১০০ কোটি টাকা ভর্তুকি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের জন্য ২০০ কোটি টাকা ও জাতীয় এবং উপযেলা নির্বাচনের জন্য ১৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

মানুষের গড় আয়ু ৩ বছর বেড়েছে

গত ৫ বছরে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৩ বছরের বেশী বেড়েছে। অর্থমন্ত্রী শাহ এ,এম,এস কিবরিয়া ২০০১-২০০২ বাজেট বক্তৃতায় এ দাবী করেন। অর্থমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ছিল ৫৮ দশমিক ৭ বছর। সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে গড় আয়ু ৬১ দশমিক ৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে গড় আয়ু বেড়েছে ৩ দশমিক ১ বছর।

ডেঙ্গু জ্বরে এক বছরে ৯৩ জনের মৃত্যু

বিগত এক বছরে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ৯৩ জন মৃত্যুবরণ করেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শেখ ফযলুল করীম সেলিম গত ১০ জুন সোমবার সংসদে এ তথ্য জানান। চাঁদপুর-১ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য আবু নছর মুহাম্মাদ এহসানুল হকের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, গত জুন ২০০০ পর্যন্ত মোট ৯৩ জন রোগী ডেঙ্গু জ্বরে মারা গেছে। একই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, ডেঙ্গু জ্বর একটি ভাইরাস জনিত রোগ হওয়ায় এখনও পর্যন্ত এ রোগের কোন সুনির্দিষ্ট ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি।

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণ ॥ নিহত ২২, আহত শতাধিক

গত ১৬ জুন শনিবার রাত পৌনে ৯টায় নারায়ণগঞ্জ যেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে বোমা বিস্ফোরণে ২২ জন নিহত এবং

Contents

শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে চারজন মহিলাও রয়েছেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য শামীম ওছমান এ ঘটনায় আহত হন। তাঁর ডান হাত ও পায়ে আঘাত লেগেছে বলে জানা গেছে। তিনি উঠে পাশের ঘরে যাওয়ার সাথে সাথে বোমাটি বিস্ফোরিত হয় বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। যেলা আওয়ামী লীগের একটি কর্মী সভা চলাকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। সেনা বিশেষজ্ঞ ও পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছেন, খুবই অল্প সময়ের ব্যবধানে কমপক্ষে তিনটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। তারা বলেছেন, বোমাগুলো আগে থেকেই সেখানে রাখা ছিল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এগুলো ছিল শক্তিশালী টাইম বোমা। তাঁরা দাবি করেন যে, বোমাগুলো রিমোর্ট কন্ট্রোলের মাধ্যমে ফাটানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাড়ায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশে নবনির্মিত আওয়ামী লীগ অফিসে একটি সভা চলাকালে হঠাৎ শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে অফিসের টিনের ছাদ উড়ে যায়। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় পুরো কার্যালয়। ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে নেওয়ার পথে ১৫ জন প্রাণ হারান। পরবর্তীতে আরো ৭ জন সহ মোট ২২ জন নিহত হন।

এ ঘটনায় গত ১৮ জুন রাতে কোতোয়ালি থানায় হত্যা এবং বিস্ফোরক আইনে দু'টি পৃথক মামলা করা হয়েছে। মামলা করেছেন শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খোকন সাহা। উভয় মামলাতেই বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীসহ ২৭ জনকে আসামী দেখানো হয়েছে। এ ঘটনায় সরকারী দল বিরোধী দলকে দোষারোপ করেছে।

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার জন্য আজীবন বিশেষ নিরাপত্তা আইন

গত ২০শে জুন বুধবার বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সদস্যগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বহুল আলোচিত 'জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন ২০০১' জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। এ আইনে 'স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সে'র (এসএসএফ) মাধ্যমে সাবেক প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যাদ্বয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানার জন্য আজীবন বিশেষ নিরাপত্তা এবং নিরাপত্তার অংশ হিসাবে আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বিধান রাখা হয়েছে।

বিলের ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স অর্ডিন্যান্স ১৯৮৬'-এর অধীন অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্য যেরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে সেরূপ নিরাপত্তা সরকার জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণকে আজীবন তাঁদের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে যেকোন স্থানে প্রদান করবে'।

বিলের ৪(২) ধারায় বলা হয়েছে, জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে সরকার শর্তাধীনে পরিবার-সদস্যদের প্রত্যেকের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করবে এবং সরকারের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধাও প্রদান করবে'।

মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এডভোকেট আব্দুল মতীন খসরু গত ১৮ই জুন বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন। অতঃপর ২০শে জুন বিলটি কণ্ঠভোটে পাস হয়।

উল্লেখ্য যে, প্রধান বিরোধী দল বিএনপি সহ চার দল এ আইন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এর প্রতিবাদে ২৬ শে জুন সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালন করেছে। বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া বলেন, সংবিধানে সকল মানুষের নিরাপত্তার বিধান আছে। শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের আর সব মানুষের মত নাগরিক। তাই নতুন এ আইনের মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এবারও ভয়াবহ বন্যার আশংকা

বন্যা প্রতিরোধে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়নে পশ্চিমবঙ্গে বানের পানি প্রবেশে যেভাবে বাধা দেয়া হচ্ছে, তাতে করে এই বিপুল পানি রাশি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবেশ করে গত বছরের চেয়ে এবার আরও ভয়াবহ বন্যা সৃষ্টি করবে, সে বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত করে বলা চলে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদেশের বিভিন্ন নদীর দু'ধারে বাঁধ মেরামত করে জনপদগুলো রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে দু'পাড়ে বাঁধ দিয়ে আটকানো বানের পানি বিপুল বেগে বাংলাদেশে প্রবেশ করাই স্বাভাবিক। গত ২৬শে মে ২০০১ কলিকাতার 'প্রতিদিন' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'গতবারের থেকেও ভয়াবহ বন্যার শঙ্কা' শীর্ষক ষ্টাফ রিপোর্টার পরিবেশিত খবরে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জোর তৎপরতার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। একই পত্রিকার ১লা জুনের খবরে বলা হয়েছে, 'সুন্দরবন অধ্যুষিত হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, হাড়োয়া, সন্দেশখালী এক ও দুই নম্বর ব্লকে ২১টি আশ্রয় শিবির নির্মাণ করা হচ্ছে। গত বছর বন্যায় বাংলাদেশের সাতক্ষীরা যেলার দেবহাটা উপযেলার পারুলিয়া পর্যন্ত জনপদকে আক্রান্ত করে। এরপরে উক্ত পানি ইছামতি, কালিন্দী নদীতে পড়ে সাগরে প্রবেশ করে। আর পারুলিয়ার ওপারে ভারতের হাসনাবাদ। ভারতের হাসনাবাদ পর্যন্ত গত বছর বন্যায় আক্রান্ত হয়। হাসনাবাদ থেকে আরও ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের হিঙ্গলগঞ্জ। হিঙ্গলগ সীমান্ত নদী কালিন্দীর পাড়ে অবস্থিত। আর হিঙ্গলগঞ্জের এপাশে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা যেলার কালিগঞ্জ উপযেলা। আরও দক্ষিণে অবস্থিত সন্দেশখালী। সেই সন্দেশখালীও আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে বলে সেখানে বন্যার আগেই ভারতের পক্ষে আশ্রয় শিবির নির্মাণ করা হচ্ছে। আর সাগর সন্নিহিত অঞ্চলে যেখানে এখনও প্রশস্ত বড় বড় নদী রয়েছে সে পর্যন্ত আক্রান্ত হ'লে এপাশে গত বারের বন্যামুক্ত বাংলাদেশের কালিগঞ্জ, শ্যামনগর পর্যন্ত বন্যাক্রান্ত হ'তে পারে বলে নিশ্চিত ভাবে ধারণা করা যায়।

উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ন্যায় পশ্চিমবঙ্গের বহু নদীতে পলি জমে ভরাট হয়ে গেছে। ফলে স্বাভাবিক মৌসুমী বৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলের পানিতে এসব নদীর দু'কুল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি হয়। সেকারণ ভারত তাদের এসব মরা নদীর দু'পাড়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ করে চলেছে। এযাবত তারা ২৪ পরগনায় ২৪ কোটি রূপীসহ মুর্শিদাবাদ-মালদহ তথা পুরা পশ্চিমবঙ্গে বন্যাপ্রতিরোধে ৩০০ কোটি রূপীর কাজ সম্পন্ন করেছে। বসিরহাট মহকুমায় ১৪৫টি বাঁধ মেরামতের ৯০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে সমস্ত পানি এইসব নদী দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। এক্ষণে এইসব অভিন্ন নদীর বাংলাদেশ অংশে দু'পাড়ে কোন বাঁধ না থাকায় তা গতবারের চেয়ে এবার আরও ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করবে, একথা একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা চলে। যদি না বর্ষা মৌসুমে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের অভাবে খরা দেখা দেয়। অথচ বাংলাদেশ অংশে বন্যাপ্রতিরোধে এযাবত কোন তৎপরতা দেখা যায়নি।

মাওলানা আলীমুদ্দীন আর নেই

দেশের খ্যাতনামা আলেম মেহেরপুর শহরের অধিবাসী মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (৭৫) গত ১২ই জুন ২০০১ ইং সোমবার দিবাগত রাত ৩-টায় ঢাকার ইবনে সিনা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। *ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।* মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ১ কন্যা

রেখে যান। পরদিন মঙ্গলবার বাদ যোহর ঢাকার বংশাল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাঁর ছালাতে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন সঊদী দাতা সংস্থা 'ইদারাতুল মাসাজিদ' ঢাকা অফিসের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক জনাব আবু আব্দুল্লাহ শরীফ (ইরাক)।

জানাযায় বিপুল সংখ্যক মুছল্লীর সমাগম ঘটে। মাওলানার জীবনের শেষের দিকের অধিকাংশ সময়ের কর্মস্থল নারায়ণগঞ্জ যেলার পাঁচরুখী দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক-কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণ একটি বাস রিজার্ভ করে এসে জানাযায় যোগদান করেন। জানাযায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে শরীক হন 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী ও অন্যান্য জমঈয়ত নেতৃবৃন্দ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ, জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী, কুয়েত-এর বাংলাদেশ অফিসের মুদীর জনাব আহমাদ আব্দুল লতীফ এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ এলাকার বিশিষ্ট আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ।

মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন ১৯২৬ সালে পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া যেলার খোর্দপলাশী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্ধমানের কুলশুনা, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা, উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর, দিল্লীর রহমানিয়া মাদরাসায় পড়াশুনা শেষে ১৯৪৬ সালের হাঙ্গামার সময় খ্যাতনামা আহলেহাদীছ আলেম মাওলানা আব্দুল জলীল সামরূদীর নিকটে চলে যান। অতঃপর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে দীর্ঘ সাত বছর লেখাপড়া করেন। লেখাপড়া শেষে নিজ গ্রামে ফিরে এসে মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া নামে একটি মাদরাসা কায়েম করেন ও সেখানে ৮ বছর শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি ২ বছর বোম্বাই থাকেন। সেখান থেকে ১৯৬৭ সালে সপরিবারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি মেহেরপুর শহরের কলেজ রোডে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মাওলানা আলীমুদ্দীন পূর্বপাকিস্তানে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেছেন। তবে পাঁচরুখী দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসাতেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় এবং আমৃত্যু শিক্ষকতায় অতিবাহিত করেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী মাওলানা আলীমুদ্দীন হজ্জ ও ওমরাহ, কিতাবুদ দু'আ, অসূলে দ্বীন, ফের্কাবন্দীর মূল উৎস, আম্মাপারার তাফসীর প্রভৃতি ২০-এর অধিক বই ও পুস্তিকার লেখক। শেষোক্ত বইটি ৬৪ ফর্মায় মুদ্রণের অপেক্ষায় রয়েছে।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

দাখিল পরীক্ষায় মারকায ছাত্রদের কৃতিত্ব

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা ২০০১ইং সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মোট ১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জন 'এ' গ্রেডে, ৭ জন 'বি' গ্রেডে এবং একজন 'সি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'এ' গ্রেড প্রাপ্তরা হ'ল, আব্দুল আলীম (যশোর, ৪.৩৩), আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব (সাতক্ষীরা, ৪.১৭), হাশেম আলী (গাইবান্ধা, ৪.১৭), হুসাইন আল-মাহমূদ (সাতক্ষীরা, ৪.১৭), ইমামুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৪.০০) ও আরীফুল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৪.০০)। 'বি' গ্রেড প্রাপ্তরা হ'ল, ওবাইদুল্লাহ (রাজশাহী, ৩.৮৪), ফযলে রাব্বী (গাইবান্ধা, ৩.৮৩), মামূনুর রশীদ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৩.৬৭), আব্দুছ ছামাদ (সাতক্ষীরা, ৩.৫০), নাজীবুর রহমান (রাজশাহী, ৩.৫০), আব্দুল মাজেদ (গাইবান্ধা, ৩.৩৩) ও যিয়াউর রহমান (যশোর, ৩.১৭)। 'সি' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে আব্দুল ওয়াদূদ (রাজশাহী, ২.৬৭)। পাসের হার ৯৪.১৬%। একজনের রেজাল্ট স্থগিত (উইথহেল্ড) আছে।

বিদেশ

বিশ্বে পরবর্তী সংঘাত হবে তেল ও পানি নিয়ে

স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের ১০ বছর পর বিশ্ব একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা, সংঘাত ও যুদ্ধ বেধে যেতে পারে বলে একজন মার্কিন শিক্ষাবিদ আশংকা প্রকাশ করেছেন। গত ৩০ বছর ধরে মার্কিন কৌশলগত নীতির প্রবীণ বিশ্লেষক মাইকেল ক্লেয়ার বলেন, মধ্য এশিয়া ও কাস্পিয়ান সাগরের মত এলাকাগুলোতে পানি ও তেল নিয়েই অধিকাংশ সংঘাত ঘটবে। এসব এলাকায় অপেক্ষাকৃতভাবে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকলেও স্থানীয় সরকার সেগুলো রক্ষা করার মত যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

মাসাচুয়েটসে হ্যাম্পশায়ার কলেজের শিক্ষক ক্লেয়ার বলেন, কেবল যুক্তরাষ্ট্রই যে এ ধরনের সংঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তা নয়; বরং আঞ্চলিক সকল শক্তিই পরবর্তী সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে বা সেগুলো রক্ষার উপায় সম্পর্কে আরও বেশী গুরুত্ব প্রদান করেছে। 'সম্পদের যুদ্ধঃ আন্তর্জাতিক সংঘাতের নতুন ক্ষেত্র' শীর্ষক নতুন প্রকাশিত বইয়ে তার এ যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে আরো বলা হয়েছে যে, চল্লিশের দশকের শেষদিক থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরের বেশী সময় ধরে মার্কিন কৌশলের সার্বিক লক্ষ্য ছিল একটি আন্তর্জাতিক জোট ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও বজায় রাখা এবং প্রয়োজন হ'লে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করা। কিন্তু ওয়াশিংটনের ২০০ বছরের পুরনো পররাষ্ট্রনীতিতে এখন একটি ব্যতিক্রমী সময়।

তিনি বলেন যে, কাজাখস্তান, কিরগিস্তান ও উজবেকিস্তানের মত সম্পদশালী মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে গত কয়েক বছরে মার্কিন সৈন্যরা ব্যাপকভাবে যৌথ সামরিক মহড়া বৃদ্ধি করেছে। এসব মহড়ার লক্ষ্য কেবল এসব দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিবেশী বিশেষ করে রাশিয়া, চীন ও ইরানের কাছ থেকে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা নয়। বরং বিশ্বের মোট তেল সম্পদের প্রায় এক পঞ্চমাংশ বা ২৭ কোটি ব্যারেল তেলের মজুদের স্থান এ অঞ্চলে মার্কিন পতাকা স্থাপন ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

বৃটেনের নির্বাচনে টনি ব্লেয়ারের লেবার পার্টির বিপুল বিজয়

বৃটেনে ক্ষমতাসীন 'লেবার পার্টি' দ্বিতীয় বারের মত বিপুল সংখ্যাধিক্যে নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। টনি ব্লেয়ারের 'লেবার পার্টি' ৬৫৯ সদস্যের 'কমন্স সভা'য় সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে ১৬৫টি আসন বেশী পেয়েছে। সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী লেবার পার্টি ৪১৪টি আসনে জয়ী হয়েছে। ১৯৯৭ সালে তারা পেয়েছিল ৪১৮টি আসন। ব্যাপক বিজয় অর্জন সত্ত্বেও তাদের আসন সংখ্যা ৪টি কমেছে। রক্ষণশীল দল পেয়েছে ১৬৭টি আসন। এ ছাড়া লিবারেল ডেমোক্রেট দল ৫২ আসন এবং অন্যান্য দলগুলো ২৬টি আসন পেয়েছে। মোট ভোটের মধ্যে লেবার পার্টি ৪৫.২ শতাংশ, রক্ষণশীল দল ২৬.৯ শতাংশ, লিবারেল ডেমোক্রেট ১৭.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে। লেবার পার্টির একশত বছরের ইতিহাসে এই প্রথম টনি ব্লেয়ার দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতায় আসলেন। গত ৭ জুন অনুষ্ঠিত এবারের নির্বাচনে ভোটদাতাদের উপস্থিতি ছিল প্রায় ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৪ কোটি ভোটদাতার মধ্যে ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ৮০ লক্ষ ভোটদাতা। ১৯১৮ সালের পর হ'তে এটাই ছিল সর্বাপেক্ষা কম ভোটের হার। গত ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৭১ দশমিক ৬ শতাংশ।

নেপালের রাজপরিবারের সদস্যদের মর্মান্তিক মৃত্যু

নেপালের রাজা বীরেন্দ্র ও রাণী ঐশ্বর্যসহ রাজপরিবারের ১১ জন সদস্যকে মর্মান্তিক ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সরকারী খবরে প্রকাশ, ২৯ বছর বয়সী যুবরাজ দীপেন্দ্র গত ১লা জুন রাত ১০টা ৪০ মিনিটে রাজধানী কাঠমণ্ডুর নারায়ণহিতি রাজপ্রাসাদে অতর্কিতভাবে সাব মেশিনগানের গুলী চালিয়ে এই নির্মম হত্যাকাণ্ডটি ঘটান। বিবাহ করার জন্য যুবরাজের নিজের পসন্দ করা কনে দেবযানীর ব্যাপারে রাজপরিবারের মতবিরোধের কারণে ঘটনার দিন তিনি রাজপ্রাসাদের ভেতরে সাপ্তাহিক নৈশভোজ চলাকালে মাতা-পিতা, ভাই-বোনসহ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের গুলী চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তারপর তিনি নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন এবং নিজের উপর গুলী চালান। এতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে একটি সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনদিন পর ৪ঠা জুন ভোর পৌনে ৪টায় মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর প্রয়াত রাজা বীরেন্দ্রর ভাই জ্ঞানেন্দ্রকে সে দেশের নতুন রাজা ঘোষণা করা হয়। খবরে আরো প্রকাশ যে, ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে যুবরাজ দীপেন্দ্র অত্যধিক মদ পানের কারণে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। মাতাল অবস্থায় তিনি স্বীয় শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেন এবং সশস্ত্র অবস্থায় বেরিয়ে এসে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডটি ঘটান। অতঃপর নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা চালান ও পিঠে গুলীবিদ্ধ হন।

উল্লেখ্য যে, নেপালী জনগণ এই হত্যাকাণ্ডকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাদের মতে, পুরো ঘটনাটিই রহস্যাবৃত। এই রহস্যের জাল হয়ত কোনদিন উন্মোচিত হবে না। তাদের মতে, যুবরাজ দীপেন্দ্র হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তিনি পিঠে কিভাবে গুলীবিদ্ধ হন? তাছাড়া মাতাল অবস্থায় তিনি তিন তিনটি ভারী অস্ত্র কিভাবে একসাথে পরিচালনা করেন। যার একটি অস্ত্র পরিচালনা করতেই দু'হাতের প্রয়োজন। জ্ঞানেন্দ্ররকে নয়া রাজা ঘোষণায় জনগণ চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রাজপথে মিছিল করে তারা এর প্রতিবাদ জানায়। এ সময়ে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী চালালে ৪ জন নিহত ও অনেকে আহত হয়।

উল্লেখ্য, যুবরাজ দীপেন্দ্র যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি একজন সাবেক মন্ত্রীর কন্যা। এই সাবেক মন্ত্রী অভিজাত রানা পরিবারের সদস্য। এই রানা পরিবার ১৯৫১ সাল পর্যন্ত নেপাল শাসন করেন।

এদিকে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে গত ১৪ জুন সরকারী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রথমে নতুন রাজা জ্ঞানেন্দ্রর নিকট পেশ করা হয়, পরে স্পীকার তারানাথ এক সংবাদ সম্মেলনে রিপোর্টটি প্রকাশ করেন। রিপোর্টে বলা হয় 'মাতাল যুবরাজ দীপেন্দ্র এলোপাতাড়ি গুলী চালিয়ে রাজপরিবারের সদস্যদের হত্যা করেন'। কিন্তু নেপালের রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে কাঠমণ্ডুর সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কমবেশি সবাই রাজপরিবারের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সরকারী তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ইউনাইটেড পিপলস ফ্রন্টের নেতা লীলা মনি পোখরেলের মতে, রাজকীয় কমিটির রিপোর্ট সিদ্ধান্তহীন একটি বিবৃতি মাত্র। একই সঙ্গে এই রিপোর্ট অবিশ্বাস্য ও বিতর্কিত। আর দীপেন্দ্রকে কে হত্যা করেছে তা বলতে প্রতিবেদনটি ব্যর্থ হয়েছে। সে হিসাবে এটা অসঙ্গত ও অসম্পূর্ণ রিপোর্ট।

উল্লেখ্য যে, বিশ্বে একমাত্র ঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র নেপালের দীর্ঘ পনেরো শত বছরের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে অনেক ষড়যন্ত্র ও নৃশংসতার ঘটনা ঘটলেও এবারের ঘটনা সর্বাধিক মর্মান্তিক। ঘটনা পর্যালোচনায় এটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যে, এটা কখনোই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আপনা-আপনি হঠাৎ গুলী বর্ষণ নয়, কিংবা নয় কোন প্রেমপাগল বা মাতাল যুবরাজের হঠাৎ পাগলামির ফল। বরং এটি নিঃসন্দেহে দেশী-বিদেশী কুটিল চক্রান্তের নৃশংস পরিণতি। দুনিয়ার আদালতে যার কোন বিচার হয়ত কোনকালে হবে না। যেমন হয়নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হক সহ বহু রাষ্ট্রপ্রধানের মর্মান্তিক মৃত্যুর কোন বিচার।

নেপাল একটি ধর্মভিত্তিক ও রাজতান্ত্রিক দেশ। সাংবধানিকভাবে ঘোষিত হিন্দুরাষ্ট্র হ'লেও সেখানে রয়েছে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। নেপাল তিনদিক দিয়ে ভারত বেষ্টিত। অন্যদিকে রয়েছে চীনের তিব্বত সীমান্ত। দুর্গম পাহাড় ঘেরা এই তিব্বত সীমান্ত ছিল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ১৯৫০ সালে নয়াদিল্লী-কাঠমণ্ডুর মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তির একটি শর্ত ছিল যে, ভারতের ভূগণ্ড দিয়ে নেপালের আমদানীকৃত যেকোন অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম ভারত অনুমোদন করবে। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে তিব্বতের ভিতর দিয়ে নেপাল-চীন মহাসড়ক নির্মিত হয়।

নেপাল আগাগোড়াই ভারতের অর্থনৈতিক আগ্রাসনের শিকার। নেপালের আমদানী-রফতানীর একমাত্র মাধ্যম হ'ল ভারতীয় ভূখণ্ড। ১৫টি ট্রানজিট দিয়ে নেপালে ভারতীয় ও বিদেশী পণ্য প্রবেশ করে থাকে। ফলে ভারত ক্রমান্বয়ে নেপালের বাজার দখল করে নেয়। ইতিমধ্যে ভারতীয় জঙ্গী বিমান বার বার নেপালের আকাশ সীমা লংঘন করতে থাকে। নেপাল নিজেকে শান্তি এলাকা ঘোষণা করলে চীন ও পাকিস্তান সহ বিশ্বের ১০৪টি দেশ এতে সমর্থন দেয়। কিন্তু ভারত সমর্থন দেয়নি। এতে নেপালী জনগণ ভারতের উপরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নেপালে ভারতীয় ও নেপালী উভয় মুদ্রা চালু ছিল। ভারতীয়রা তাদের মুদ্রায় ব্যবসা করত। নেপালীরা ভারতীয় মুদ্রা বয়কট শুরু করে। এতে উভয় দেশের সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে চীন-নেপাল মহাসড়ক দিয়ে ১৯৮৮ সালের মে মাসে চীনের কাছ থেকে ক্রয়কৃত বিমানবিধ্বংসী কামান ও ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপ যোগ্য ক্ষেপনাস্ত্র বহনকারী ৬৫টি ট্রাকের একটি বিশাল সাঁজোয়া বাহিনী নেপালে প্রবেশ করে। ঐসব অস্ত্র কাঠমণ্ডুতে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়। এতে ভারত ভীষনভাবে ক্ষুব্ধ হয় এবং নেপালকে জব্দ করার জন্য তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু করে। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হ'লেও ভারত রাজা বীরেন্দ্রকে কখনোই আস্থায় নিতে পারেনি। ফলে শুরু হয় অন্য খেলা।

ভারত রাজা বীরেন্দ্রকে ক্ষমতাহীন নামমাত্র রাজায় পরিণত করার ষড়যন্ত্র মুরু করে এবং ১৯৯০ সালে সেখানে শুরু হয় গণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্রবিরোধী চরম গণ আন্দোলন। অবশেষে ইংল্যাণ্ডের রাজার ন্যায় রাস্তা বীরেন্দ্র নামমাত্র রাজায় পরিণত হন। সেই থেকে নেপালে চরম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা শুরু হয়। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনটি সরকারের পতন ঘটে। যদিও সেখানে ভারতীয় কংগ্রেসেরই শাখা হিসাবে গণ্য নেপালী কংগ্রেসই ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক হিসাবে রাজা বীরেন্দ্র ছিলেন নেপালী জনগণের নিকটে দেবতাতুল্য ভক্তির পাত্র। রাজা ভারতীয় থাবা থেকে নিজ দেশকে রক্ষার জন্য সর্বদা চীনকে কাছে টেনে রাখতেন। এজন্য তিনি ১০বার চীন সফর করেন। ভারত শত চেষ্টা করেও রাজাকে নেপালীদের হৃদয় থেকে দূরে সরাতে পারেনি। অবশেষে দীর্ঘ ১২ বছর পরে চীনা প্রধানমন্ত্রীর নেপাল সফরের পরপরই নারায়ণহিতি রাজপ্রাসাদে এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে।

উল্লেখ্য যে, রাজা বীরেন্দ্র ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারী পিতা রাজা মহেন্দ্রর উত্তরসূরী হিসাবে নেপালের সিংহাসনে আসীন হন।

মুসলিম জাহান

চীন, রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার ৪টি দেশ মিলে নতুন অর্থনৈতিক ব্লক গঠন

অবাধ বাণিজ্য এবং সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার লক্ষ্যে চীন ও রাশিয়াসহ মধ্য এশিয়ার চারটি দেশ গত ১৫ জুন শুক্রবার একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। সাংহাইয়ে দু'দিনের আলোচনার পর স্বাক্ষরিত এই চুক্তি অনুযায়ী 'সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' নামে নতুন একটি অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ব্লক তৈরী করা হবে।

জানা গেছে, নতুন এই চুক্তিটিতে ছয়টি দেশের মধ্যে আরো বেশী করে মুক্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা সাংহাই সহযোগিতা সংগঠন ১৯৯৬ সালে গঠিত সাংহাই ফাইভ-এর স্থলাভিষিক্ত হ'ল। মূলতঃ সীমান্ত বিরোধ ও ইসলামী জঙ্গী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যেই সাংহাই ফাইভ গঠিত হয়েছিল।

গত ১৪ জুন বৃহস্পতিবার এক ঘোষণায় ষষ্ঠ দেশ হিসাবে উজবেকিস্তানের যোগ দেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়। তাছাড়া কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং তাজিকিস্তানও এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে যৌথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণই ১৫ জুন স্বাক্ষরিত চুক্তিটির মূল উদ্দেশ্য।

বিশ্বব্যাপী অবৈধ কিডনি ব্যবসার দ্রুত প্রসারঃ নেপথ্যে আন্তর্জাতিক মেডিকেল নেটওয়ার্ক

বিশ্বে মানব প্রত্যঙ্গের মধ্যে কিডনির বাজারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিডনি বেচাকেনা চলে ইসরাঈল, ভারত, তুরস্ক, চীন, রাশিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে। কিডনি বিক্রি করে সাধারণতঃ গরীব লোকেরা অর্থের প্রয়োজনে। এদিকে ক্রেতা চায় তাজা কিডনি। কেননা তাজা কিডনি প্রতিস্থাপিত হ'লে তার আয়ু বাড়ে লাশে কিডনি ধারণের আয়ুর চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় ২০ বৎসর পর্যন্ত।

১৯৯০ হ'তে ১৯৯১-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে কিডনি প্রয়োজন এমন রোগীর সংখ্যা, যেসব কিডনি দান করা হয় তার তুলনায় ৫ গুণ বেড়ে গেছে। রোগীরা কিডনি পাওয়ার জন্য ওয়েটিং লিষ্টে থাকছেন দীর্ঘকাল।

এ ব্যবসায় রয়েছে বিশ্বজোড়া নেটওয়ার্ক। যেমন লস এঞ্জেলেসের একজন দালাল তার ইটালীয় এক মক্কেলের জন্য জর্দানের এক কিডনি বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করে দামদর স্থির করল। তারপর অস্ত্রোপচারের কথা বলা হ'ল তুরস্কে। এভাবে বিশ্বব্যাপী অবৈধ কিডনি বেচাকেনার রমরমা ব্যবসা চলছে।

বিশ্বে ৫০ কোটি মানুষ পঙ্গু

বিশ্ব জনসংখ্যার ৭ হ'তে ১০ শতাংশ পঙ্গু। পৃথিবীতে বিকলাঙ্গের সংখ্যা এখন প্রায় ৫০ কোটি। এর ৮০ শতাংশই উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে। বিকলাঙ্গদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অপ্রতুল। শতকরা ১ বা ২ জন বিভিন্নভাবে চিকিৎসার ফলে উপকার পায়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিকলাঙ্গদের সমতা ও সুযোগ সুবিধার জন্য বিধি প্রণয়ন করে। প্রণীত বিধির চারটি আওতায় রয়েছে স্বাস্থ্য, বিশেষ করে চিকিৎসা, সেবা-যত্ন, পুনর্বাসন এবং আনুষঙ্গিক সমর্থনের বিষয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১৯১টি দেশের মধ্যে ১০৪টি দেশ এর আওতায় পড়েছে। এগুলির মধ্যে ৪৬টি দেশের পঙ্গুরা কোন চিকিৎসা পায় না বললেই চলে। আন্তর্জাতিক পঙ্গু দিবসে পঙ্গুদের এই অবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সমীক্ষা চালানোর অনুমতি না দিলে আফগানিস্তানে সাহায্য বন্ধ করা হবে

-ডব্লিউএফপি

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (ডব্লিউএফপি) বলেছে, আফগানিস্তানে তালেবান কর্তৃপক্ষ তাদের সমীক্ষার অনুমতি না দিলে রাজধানী কাবুলে তাদের সাহায্য প্রাপ্ত রুটি তৈরির কারখানা গুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। ডব্লিউএফপি কর্তৃপক্ষ বলেছেন, তাদের কর্মসূচী থেকে সাহায্য প্রাপ্তদের তালিকা সংশোধনের জন্য এই সমীক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রুটি তৈরির কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে ৩ লাখ মানুষ অসুবিধায় পড়বে। কর্তৃপক্ষ বলেছেন, তাদের কর্মসূচী থেকে সাহায্য প্রাপ্ত লোকদের তালিকা ৫ বছরের পুরনো। এর অর্থ এই যে, শুধু তালিকায় নাম না থাকায় অনেক লোকই প্রয়োজন সত্ত্বেও ডব্লিউএফপির সাহায্য পাচ্ছে না। তারা এও বলেছেন যে, তাদের দেওয়া রেশন কার্ড ধার দেওয়া হচ্ছে, জোর করে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং বিক্রি করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের হিসাব মতে বর্তমান তালিকার ৪০ শতাংশ নামই বদলাতে হবে, যাতে আরো দরিদ্র লোক সাহায্য পায়। এ কারণেই ডব্লিউএফপি কর্তৃপক্ষ তালেবান কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু করেছিল। আফগান মহিলারা সমীক্ষার জন্য ৫ হাযার বাড়ীতেও যান। কিন্তু তালেবান কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দেখিয়েই সমীক্ষার অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন।

ডব্লিউএফপি-র মতে সমীক্ষার কাজ মহিলারাই করতে পারেন। কারণ একমাত্র মেয়েরাই অন্য কোন বাড়ীতে গেলে সে বাড়ীর সম্মানহানি ঘটবে না। কিন্তু তালেবানদের মতে, মহিলাদের বাড়ীর বাইরে কাজ করা ইসলাম বিরোধী। এদিকে ডব্লিউএফপি নতুন করে সমীক্ষার অনুমতি চেয়েছেন। অনুমতি না পেলে তারা রুটি তৈরির কারখানাগুলি বন্ধ করে দিবেন বলে জানিয়েছেন।

মালয়েশিয়ায় অমুসলিমদের কুরআনের আয়াত সম্বলিত বই বিক্রি নিষিদ্ধ

মালয়েশিয়ায় অমুসলিম ব্যবসায়ীদেরকে কুরআনের আয়াত সম্বলিত যেকোন ধরনের পুস্তক বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এই আদেশ অমান্যকারীর ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হ'তে পারে। শুধু কারাদণ্ডই না বরং ৫ হাযার ২৬৩ মার্কিন ডলার পর্যন্ত জরিমানাও হ'তে পারে। গত ৩০শে মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইন বলবৎকারী কর্মকর্তারা খেদা রাজ্যের কুলিশ শহরে সুভেনিরের দু'টি দোকান থেকে কুরআনের আয়াত সম্বলিত বাঁধানো ৩৯১টি কাঁচের ফ্রেম আটক করেন। মন্ত্রণালয় জানায়, চলতি বছরের মে পর্যন্ত অমুসলিম ব্যবসায়ীদের দোকান থেকে কুরআনের আয়াত সম্বলিত ৬২৪ ফ্রেম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ফিলিস্তীন মুক্তি সংস্থা (পিএলও)-এর শীর্ষস্থানীয় নেতা ফয়ছাল হুসাইনীর ইন্তেকাল

ফিলিস্তীন মুক্তি সংস্থা-র অন্যতম শীর্ষ নেতা ফয়ছাল আল-হুসাইনী গত ৩১ শে মে বৃহস্পতিবার কুয়েতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি ছিলেন ফিলিস্তীনের জেরুযালেম বিষয়ক মন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের ঘনিষ্ঠ সহযোগী।

উপসাগরীয় যুদ্ধের পর বাগদাদে প্রথম আরব মন্ত্রীদের বৈঠক

১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর নয়টি আরব দেশের মন্ত্রীরা গত ৭ জুন বাগদাদে 'আরব ইকনমিক ইউনিয়ন কাউন্সিলে'র প্রথম বৈঠকে মিলিত হন। ইরাকের বাণিজ্য মন্ত্রী মুহাম্মাদ মেহেদী ছালেহ-এর উদ্ধৃতি

দিয়ে দৈনিক 'আল-জামহুরিয়া' পত্রিকা জানায়, দু'দিনের বৈঠকে আরব দেশসমূহের অর্থনৈতিক সমন্বয় এবং যৌথ আরব অর্থনৈতিক পদক্ষেপের নতুন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বেনজিরের তিন বছরের কারাদণ্ড

পাকিস্তানের একটি আদালত গত ৯ জুন শনিবার সে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় হাযিরা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় জাতীয় জবাবদিহি আদালত বেনজিরকে এই কারাদণ্ড দেয়।

বিচারক রুস্তম আলী রুলিং পেশের সময় বলেন, দুর্নীতির অভিযোগগুলি মোকাবিলা করার জন্য বেনজিরকে আদালতে হাযিরা দিতে বলা হয়েছিল। তিনি বলেন, উত্থাপিত অভিযোগগুলির মাধ্যমে বেনজির সুস্পষ্টভাবে অপরাধী প্রমাণিত হয়েছেন। এ কারণেই তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় জবাবদিহি আদালতের ৩১ ধারায় কোন অপরাধী তার অভিযোগ খণ্ডনের লক্ষ্যে আদালতে হাযিরা দিতে ব্যর্থ হ'লে তাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

খাতামী পুনরায় ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

ইরানের সংস্কারপন্থী নেতা মুহাম্মাদ খাতামী সে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী খাতামী পেয়েছেন ২ কোটি ১৭ লাখ ভোট। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের পর খাতামির এবারকার নির্বাচনী সাফল্য অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল নেতা সাবেক শ্রমমন্ত্রী আহমাদ তাভাকুলী মাত্র ৪৪ লাখ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছেন। গত ৮ জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সর্বমোট ভোট পড়েছে ২ কোটি ৮২ লাখ। তন্মধ্যে অপর দুই রক্ষণশীল প্রার্থী আলী শামখানী ও আব্দুল্লাহ জসবী যথাক্রমে ২ দশমিক ৮ ও ১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে জেনারেল মোশাররফের শপথ গ্রহণ

পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল পারভেজ মোশাররফ গত ২০শে জুন দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি সেনা প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করবেন। ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফকে হটায়ে ক্ষমতা দখলের পর হ'তে জেনারেল মোশাররফ নির্বাহী প্রধান হিসাবে দেশ শাসন করে আসছিলেন।

গত ২০শে জুন পাকিস্তানের স্থানীয় সময় সাড়ে এগারটায় এক অর্ডিন্যান্স জারির মাধ্যমে পার্লামেন্ট ও ৪টি প্রাদেশিক পরিষদের বিলুপ্তি ঘোষণা এবং প্রেসিডেন্ট রফীক তারারকে অপসারণের পর জেনারেল মোশাররফ প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি ইরশাদ হাসান খান। প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল মোশাররফ বলেন, সর্বোচ্চ জাতীয় স্বার্থে তাঁকে এই পদ গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে তাঁর এই পদ গ্রহণের ফলে পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কোন রদবদল ঘটবেনা বলে তিনি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ১লা জানুয়ারী রফীক তারার পাকিস্তানের প্রসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এবং ২০০৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত তার এই পদে বহাল থাকার কথা ছিল। কিন্তু জেনারেল মোশাররফ তাঁকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন। এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে রফীক তারার বলেন, কয়েক দিন আগেই আমাকে বলা হয়, সরকারের কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন অর্জনের স্বার্থে সেনা নির্বাহী নিজেই প্রেসিডেন্ট পদে বসবেন। এরপর গত ২০শে জুন 'এক আঁদেশ বলে (প্রভিশনাল কনস্টিটিউশনাল অর্ডার) আমাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়'।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

হৃদরোগের নতুন চিকিৎসা

রক্তচাপ প্রতিরোধে ব্যবহৃত ওষুধ এবং রক্তচাপ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ একসঙ্গে ব্যবহার করে হৃদরোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন।

হৃদরোগ চিকিৎসা সংক্রান্ত এক ব্যাপক গবেষণায় এই যৌথ ওষুধ ব্যবহার করে অভূতপূর্ব ফল পাওয়া গেছে। গবেষণায় ১৬ হাযার ১৫ জন হৃদরোগীর চিকিৎসা পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রথমবার হার্ট এটাকের পর যেসব রোগীদের প্রতিরোধ মূলক ড্রাগ রিওপ্রো ও প্রতিষেধক ড্রাগ রেটাভেজ একত্রে প্রয়োগ করা হয়, তাদের ৩০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার হার্ট এটাকের সম্ভাবনা শুধুমাত্র প্রতিষেধক ড্রাগ রেটাভেজ দেওয়া রোগীদের চেয়ে শতকরা ৩৪ ভাগ কম।

এই আন্তর্জাতিক গবেষণায় অর্ধেক রোগীকে মানসম্মত পরিমাণে রেটাভেজ ডোজ খেতে দেওয়া হয়। বাকী অর্ধেক রোগীকে দেয়া হয় আধা ডোজ রেটাভেজ ও পুরো ডোজ রিওপ্রো। যেসব রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসে তাদের এই ড্রাগ দেওয়া হয়। এই ড্রাগ রক্তের জমাট বাধা প্রতিরোধ করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে তোলে।

আর্কটিক অঞ্চল হুমকির সম্মুখীন

শিল্পায়নের বর্তমান গতিধারা অব্যাহত থাকলে এ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ আর্কটিক অঞ্চলের জনহীন প্রান্তর হুমকির সম্মুখীন হবে বলে জাতিসংঘের বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, আর্কটিকই বিশ্বের একমাত্র ও সর্বশেষ জনমানবহীন অঞ্চল হিসাবে এখনও টিকে আছে। কিন্তু জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচীর গত ১২ জুনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিল্পায়নের বর্তমান গতিধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ এই অঞ্চলের ৮০ ভাগ এলাকা মানব উন্নয়নের ফলে হুমকির সম্মুখীন হবে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, আলাস্কায় তেলকূপ খনন এবং রাশিয়ার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ জাহায চলাচল রুট চালু করায় মার্কিন পরিকল্পনা নাজুক পরিবেশ ব্যবস্থার উপর আরো ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে। রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, এমনকি রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলেও পরিবেশের উপর একটার পর একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যা বিস্তীর্ণ এলাকা ও প্রাণী জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের এই রিপোর্টের ফলে বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

মাটিকে আর্সেনিক মুক্ত করে যে বৃক্ষ

যুক্তরাষ্ট্রের একদল গবেষক অতি স্বল্প খরচে মাটিকে আর্সেনিক মুক্ত করার একটি বৃক্ষের সন্ধান পেয়েছেন। বৃক্ষটির নাম 'ব্রেকফার'। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে বৃক্ষটির নাম 'টেরিয়াস ভিতাদা'। কার্ন জাতীয় এ বৃক্ষটি অত্যধিক পরিমাণে ও অতি দ্রুত মাটি হ'তে আর্সেনিক টেনে আনতে সক্ষম।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ফ্লোরিডার গবেষক দলের মতে 'টেরিয়াস ভিতাদা' শেকড়ের সাহায্যে মাটি হ'তে আর্সেনিক টেনে নিয়ে পাতায় জমা করে। তাদের মতে 'টেরিয়াস ভিতাদাই' মাটিকে আর্সেনিক দূষণমুক্ত করার জন্য আবিষ্কৃত প্রথম বৃক্ষ।

বিশ্বের বৃহত্তম জাহায

ইতালীতে তৈরি হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাহায 'দি ঘান্ড প্রিন্সেস'। জাহাযটি দুই হাযার নয়শ' যাত্রী ও এক হাযার তিনশ' ক্রু বহন করতে সক্ষম। মার্কিন কোম্পানী প্রিন্সেস ক্রুইজ লাইসেন্সের মালিকানাধীন এই সুবিশাল জাহাযটির নির্মাণ ব্যয় ৪৫ কোটি মার্কিন ডলার। এর দৈর্ঘ্য ৯শ' সত্তর ফুট, প্রস্থ ১শ' আঠারো ফুট এবং উচ্চতা ২শ' ফুট।

সবচেয়ে বড় মহাশূন্য টেলিস্কোপ

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহাশূন্য টেলিস্কোপ হচ্ছে 'নাসা এডউইন পি হাবল'। এই টেলিস্কোপ ১৩১ মিটার দীর্ঘ এবং এর প্রতিফলকের দৈর্ঘ্য ২.৪ মিটার। হাবল টেলিস্কোপের নির্মাণ ব্যয় ২১০ কোটি ডলার। যা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ১০, ৩০০ কোটি টাকা। ১৯৯০ সালে একটি মার্কিন নভোযানের সাহায্যে একে কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। এই টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাশূন্যের অনেক ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে।

পানিকে আর্সেনিক মুক্তকরণের নতুন পদ্ধতি বাংলাদেশে আবিষ্কৃত

কুড়ি গ্রামের হামীদুর রহমান (৩০) পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করার নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। গত ১৭ মে কুড়িগ্রামে কয়েকজন আর্সেনিক বিশেষজ্ঞ এই নতুন স্থানীয় পদ্ধতিকে অনুমদোন করেছেন। কুড়িগ্রাম প্রেস ক্লাবে প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে রাজারহাট উপযেলার স্বর্ণকার হামীদুর রহমান আর্সেনিক বিশেষজ্ঞদের সামনে তার নবআবিষ্কৃত এই পদ্ধতি প্রদর্শন করেন। হামীদুর রহমান বিশেষজ্ঞ ও সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে তার আবিষ্কৃত প্রযুক্তির মাধ্যমে পানি থেকে আর্সেনিকের দূষণ মুক্ত করেন। এরপর বিশেষজ্ঞরা নিপসন ও মার্কসের পদ্ধতির মাধ্যমে এই পানি পরীক্ষা করে এতে আর কোন আর্সেনিক দেখতে পাননি।

আর্সেনিক বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, ডাক্তার, এনজিও, সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও দর্শকমণ্ডলী হামীদুর রহমানের আবিষ্কৃত এই পদ্ধতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ পদ্ধতিতে আর্সেনিক সংক্রমিত ২শ' লিটার পানি বিশুদ্ধ করতে দেড় ইঞ্চি ব্যাস সম্বলিত পিভিসি পাইপের প্রয়োজন হবে। আর ২ হাযার লিটার পানি বিশুদ্ধ করতে ৩ ইঞ্চি ব্যাসের পিভিসি পাইপের প্রয়োজন হবে।

গতিবেগের ক্ষেত্রে ফরাসী ট্রেনের বিশ্বরেকর্ড

ফ্রান্সের উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন একটি ট্রেন গত ২৬ মে ঘন্টায় গড়ে ৩ শ' ৬ কিলোমিটার (১৯০ মাইল) গতিতে ফ্রান্সের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিভ্রমণ করে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছে। ফরাসী রেলওয়ে গ্রুপ এসএনসিএফ-এর একজন মুখপাত্র জানান, টিজিভি ট্রেনটি স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে ৪ টায় ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলীয় শহর কালাইস ত্যাগ করে তিন ঘন্টা তিন মিনিট পর ১ হাযার ৬৭ কিলোমিটার (৬৬০ মাইল) দূরবর্তী দক্ষিণাঞ্চলীয় অবকাশ কেন্দ্র মার্সেইলাসে পৌঁছে।

এসএনসিএফ মুখপাত্র পিয়েরে বার্নাড ফাউবার্গ বলেন, বিশ্বে এটাই সর্বোচ্চ গতিবেগসম্পন্ন ট্রেন, যা কোথাও না থেমে ঘন্টায় ৩শ' কিলোমিটারের অধিক গতিবেগে এই দূরত্ব অতিক্রম করল। এসএনসিএফ আগামী ২০০৩ ও ২০০৪ সালের মধ্যে মার্সেইলিসকে লন্ডন ও আমষ্টারডামের সঙ্গে যুক্ত করে উচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন একটি ট্রেন নেটওয়ার্ক চালু করার ব্যাপারে আশাবাদী।

মানুষের কণ্ঠস্বর চিনে রাখতে পারে যে রোবট

তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে বিভিন্ন ধরনের রোবটের পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে এক ধরনের বুদ্ধিমান রোবট। এটির নাম AMI (Aritificial Inteligence Multimidia Innovative Human Robot)। এটির রয়েছে দু'টি হাত ও দু'টি পা। কান নেই। তবে কানের বদলে মাথার দুই পাশে রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। বুদ্ধিমান এ রোবট যে কোন মানুষের কণ্ঠস্বর একবার শোনার পর তা চিনে রাখতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংহিয়ং সাঙ নামক একজন অধ্যাপক এটি তৈরি করেছেন।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত

হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব কর্তৃক সংকলিত
সহীহ হাদীসের আলোকে মূল্যবান তাফসীর ৫ম খণ্ড পর্যন্ত বের হয়েছে।

১। তাফসীর আল-মাদানী ১ম খণ্ড (১, ২ ও ৩ পারা) মূল্যঃ ২০১/=
২। তাফসীর আল-মাদানী ২য় খণ্ড (৪, ৫ ও ৬ পারা) মূল্যঃ ১৪১/=
৩। তাফসীর আল-মাদানী ৩য় খণ্ড (৭, ৮ ও ৯ পারা) মূল্যঃ ১৬১/=
৪। তাফসীর আল-মাদানী ৪র্থ খণ্ড (১০, ১১ ও ১২ পারা) মূল্যঃ ১৫১/=
৫। তাফসীর আল-মাদানী ৫ম খণ্ড (১৩, ১৪ ও ১৫ পারা) মূল্যঃ ১৬১/=

ইনশাআল্লাহ অচিরেই বের হচ্ছে তাফসীর আল-মাদানী ৬ থেকে ১১ খণ্ড

ফ্রি! ফ্রি!! ফ্রি!!!
১৫০/= টাকার বই (খুচরা) কিনে পাচ্ছেন একটি ছোট গিফ্‌ট ব্যাগ এবং ৫০০/= টাকার বই কিনে পাচ্ছেন একটি বড় গিফ্‌ট ব্যাগ।

১৮ খণ্ডে পূর্ণ ৩০ পারা তাফসীর ইবনু কাসীরের একমাত্র এজেন্ট হিসেবে পরিবেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে 'হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী'।

প্রাপ্তিস্থানঃ
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১) ৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২) ২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা, কাটাবন মসজিদের পশ্চিমে
আল-আমীন এজেন্সী ১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা ফোন ঃ ৯৫৬০৩৫৯

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী ও সুধী সম্মেলন

মুকুন্দপুর, পাবনা ১লা জুন ২০০১ইং শুক্রবারঃ পাবনা শহরের অনতিদূরে তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে নির্মিত মুকুন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সকাল ১০-টা থেকে আছর পর্যন্ত পাবনা যেলা কর্মী ও সুধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা উপদেষ্টা জনাব মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব,** কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী, আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ প্রমুখ।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত এখানে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। মাননীয় তাবলীগ সম্পাদক খয়েরসূতী জামে মসজিদে এবং যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ পাবনা শহরের চাঁদমারী জামে মসজিদে খুৎবা দেন।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর ভাষণে দেশের ও সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বাদ আছর 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা দায়িত্বশীল ও উপদেষ্টাদের নিয়ে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। রাতে তাঁরা রাজশাহী ফিরে আসেন।

সবকিছুর উর্ধ্বে চাই ঈমানী ও রূহানী বিপ্লব

-আমীরে জামা'আত

সিরাজগঞ্জ ৫ই জুন ২০০১ মঙ্গলবারঃ সিরাজগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহাসিক 'ভাসানী মিলনায়তনে' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলা কর্তৃক আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি বলেন, শুধু রাজনৈতিক শাসন দিয়ে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না ঈমানী বিপ্লব সংঘঠিত হবে। আর এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) প্রথমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা না করে মানুষের ঈমান ও আক্বীদায় পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছিলেন। ফলে সমাজ থেকে খুব অল্প সময়ে সহজেই যাবতীয় অন্যায়-অশ্লীলতা, শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি দেশের নেতৃবৃন্দকে দেশ শাসনে নিজেদের রচিত আইন ও পদ্ধতি পরিহার করে রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া পদ্ধতি ও পথ অনুসরণের উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলার প্রধান উপদেষ্টা স্থানীয় জামতৈল কলেজের অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী), কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী (গাইবান্ধা), কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর, বিশিষ্ট কলামিষ্ট ও 'আত-তাহরীকে'র অর্থনীতির পাতার লেখক, ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শরী'আ কাউন্সিলের সদস্য জনাব শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম আব্দুল লতীফ, সিরাজগঞ্জ যেলা আন্দোলন-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযা, যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল সিরাজগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্রে আহলেহাদীছদের উদ্যোগে আয়োজিত প্রথম সুধী সমাবেশ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বিশ্ব মানবতার মুক্তির আন্দোলন

-আমীরে জামা'আত

কুমিল্লা ৮ই জুন ২০০১ শুক্রবারঃ শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ঐতিহাসিক 'টাউন হল মিলনায়তনে' 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে আয়োজিত কর্মী ও সুধী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোন সাম্প্রদায়িক আন্দোলন নয়। এ আন্দোলন সে নবীর আহ্বান নিয়ে ময়দানে নেমেছে, যিনি নির্দিষ্ট কোন গোত্রের নবী ছিলেন না। যিনি ছিলেন বিশ্ব মানবতার নবী। কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার এ আন্দোলন তাই বিশ্ব মানবতার মুক্তির আন্দোলন। তিনি দেশের চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা তুলে ধরে বলেন, জাহেলী যুগের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব আজকের দিনে রাজনৈতিক দলীয় দ্বন্দ্বে রূপ লাভ করেছে। সরকারী ও বিরোধী জনগণ আজ দলীয় সহিংসতার মাঝে দিশেহারা। তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়। বরং সর্বাগ্রে নীতি ও আদর্শের পরিবর্তন করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা তৎকালীন জাহেলী সামাজিক অবস্থার চেয়েও জঘন্য। দেশে যখনই ইসলামী আইনের কথা বলা হয়, তখনই বলা হয় মধ্যযুগীয় বর্বরতা। অথচ আজকাল মানুষকে খুন করে নির্মমভাবে কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। তিনি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ-এর সমালোচনা করে বলেন, এসব মতবাদ মানুষের তৈরি। মানুষ মানব রচিত বিধান মানতে পারে না। বরং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিধান মানতে বাধ্য। তিনি বলেন, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র কখনোই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে পারে না। ইসলাম অর্থনৈতিক সাম্য নয়, বরং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারে বিশ্বাসী। ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা প্রত্যেক মাযহাবের ইমামকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু অন্ধের মত কারু ব্যক্তিগত রায়-এর অনুসরণ করি না। আমরা আব্দুল্লাহ্‌র ভিত্তিতে নয়, বরং হাবলুল্লাহ্‌র ভিত্তিতে ইসলামী ঐক্য চাই।

বিশেষ অতিথির ভাষণে সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, ইলমের কম-বেশীর কারণে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ হ'তে পারে। কিন্তু যখন 'হক'

পাওয়া যাবে, তখন সকলকে সেটা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে দেশের সকল পর্যায়ের আলেমদেরকে তাক্বলীদমুক্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর, ছহীহ আল-বুখারীর অনুবাদক খ্যাতনামা আলেম অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুছলেহুদ্দীন, কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সম্মেলনের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ শফীকুর রহমান সরকার, সঊদী মাব'ঊছ শায়খ আব্দুল মতীন সালাফী, বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট আবু তাহের সরকার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালক জনাব আব্দুল মুমিন সরকার, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, কুমিল্লা যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি আহমাদ শরীফ ও বর্তমান সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের প্রমুখ।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত যেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জনাব ফখরুল ইসলাম ও বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব ইকবাল হোসাইন খান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য জনাব এস,এম মাহমূদ আলম, গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, কুমিল্লা যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীসের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল জলীল, জনাব শাহীনুর রহমান (ঢাকা) ও জনাব ফিরোজ আহমাদ (নারায়ণগঞ্জ)। জুম'আর ছালাতের পর যেলার বিভিন্ন থানা থেকে ডজনোর্ধ্ব বাস, মাইক্রোবাস ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মিছিল সহ কর্মী ও সুধীদের ব্যাপক আগমন শুরু হয়। সকলের কণ্ঠে একই ধ্বনি-'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর; মুক্তির একই পথ দা'ওয়াত ও জিহাদ'। সারা কুমিল্লা শহর আহলেহাদীছ জনতার পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠে। উপচেপড়া কর্মী ও সুধীদের উপস্থিতিতে টাউন হল ও পাশের মাঠ ফিরে পায় পূর্ণ সজীবতা।

সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের যেলা নেতৃবৃন্দের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময়ে তিনি যেলার সাংগঠনিক অগ্রগতির খোঁজ-খবর নেন এবং দাওয়াতী টিম গঠন করে যেলার বিভিন্ন মসজিদে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী অনুযায়ী সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকের বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন।

সম্মেলনে 'কুমিল্লা যেলা আহলেহাদীছ আইনজীবী ফোরাম' গঠন কল্পে জনাব এডভোকেট নূরুল আমীন ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষিত হয়। ঢাকা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, বি-বাড়িয়া থেকেও অনেক সংগঠনপ্রিয় ভাই সম্মেলনে যোগদান করেন।

সভাপতির লিখিত ভাষণে অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ ইসলামের এই চরম দুর্দিনে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে বাতিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক কুমিল্লা সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। কুরআন তেলাওয়াত করেন আব্দুল্লাহ আল-মুস্তাছির ফোরক্বান, হাফেয ক্বারী মাহমূদুল হাসান ও ফারূক আহমাদ। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন ক্যাডেট কর্পোরাল শফীকুল ইসলাম, আল-হেরা মর্ডান একাডেমী, বুড়িচং-এর সোনামণিবৃন্দ, আল-মারকাযুল ইসলামী, শাসনগাছার সোনামণিবৃন্দ, মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন (রাজঃ বিশ্বঃ), আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মাহবুবুর রহমান ও কাউসার আহমাদ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রথম আহলেহাদীছ সম্মেলন।

তা'লীমী বৈঠক

১লা মে ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ছাত্র মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলামের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'ইসলামে শিষ্টাচার-এর গুরুত্ব' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান। তাজবীদ ও দো'আ শিক্ষা দেন এস,এম, আব্দুল লতীফ।

৮ই মে ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'মুমিনের করণীয়' সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন। দো'আ শিক্ষা ও সমাপণী বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

১৫ই মে ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমান। দৈনন্দিন দো'আ ও আমল শিক্ষা দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। 'ইসলামে তাক্বওয়া-এর গুরুত্ব' এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র মুহাদ্দেছ ও দারুল ইফতা-র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

২২শে মে ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক্ব' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র শিক্ষক মাওলানা

মুহাম্মাদ রুস্তম আলী। 'আহলেহাদীছ [illegible] লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-এর উপর বক্তব্য [illegible] মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র ছাত্র মুহাম্মাদ আযীযুল হক।

২৯শে মে ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি কেন?' এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন 'আন্দোলন'-এর প্রাথমিক সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ ফযলুল কাবীর (নারায়ণগঞ্জ)।

৫ই জুন ২০০১ মঙ্গলবারঃ বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'বিদ'আত'-এর অপকারিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর প্রধান মুহাদ্দেছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অতঃপর ১২ই রবী'উল আউয়াল রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মদিবস নয় বরং মৃত্যুদিবস এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা দেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র ছাত্র হাফেয মোকাররাম বিন মুহসিন।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১লা জুন ২০০১ শুক্রবারঃ বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার লক্ষ্মীপুর এলাকার উদ্যোগে লক্ষ্মীপুর জামে মসজিদে যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুল হোসাইন-এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তা'লীমী বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। দরসে কুরআন (সূরাতুল ফাতিহা) ও তা'লীমী বৈঠকের গুরুত্বের উপর বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ শিক্ষা দেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এক অনন্য সংগঠন। এই সংগঠন অহি-র বিধান বাস্তবায়ন করতে চায়। তাই এ সংগঠন বিভিন্নমুখী কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক এর মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন. তা'লীমী বৈঠকে নিয়মিতভাবে যোগদানের মাধ্যমে আমরা আমাদের আমল সমূহকে পরিশুদ্ধ করতে পারি। তিনি সংগঠনের সর্বস্তরের নেতা ও কর্মীদেরকে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে যোগদানের আহ্বান জানান।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ১৩ই জুন ২০০১ বুধবারঃ অদ্য বাদ এশা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার বিশ্বনাথপুর শাখার উদ্যোগে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম -এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ছালাত আদায়ের ছহীহ পদ্ধতির উপর বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের। বিশুদ্ধ কুরআন [illegible]ওয়াত ও তাজবীদ শি[illegible] 'আন্দোলন' [illegible] নববাগঞ্জ সাংগঠনিক [illegible]ল্লাহ।

তাব[illegible]া

ময়মনসিংহ ২৪শে মে [illegible] বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ ফজর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার পলাশতলী তরফদারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাওলানা ওমর ফারূক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমরা সবাই জান্নাতে যেতে চাই। কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আমরা অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছিনা। আল্লাহপাক আমাদেরকে ৪টি গুণ অর্জন করার কথা বলেছেন- (১) ঈমান (২) আমল (৩) দা'ওয়াত ও (৪) ছবর। যারা এই ৪টি গুণ অর্জন করবে তারা ব্যতীত সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতী হওয়ার জন্য আল্লাহপাক ঘোষিত উপরোক্ত ৪টি গুণ অর্জনের জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

শেরপুরঃ গত ২৪ ও ২৫শে মে রোজ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার শেরপুর যেলার কালাকুমা গ্রামে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। নকলা এলাকা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ সাঈদুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ সবাইকে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি উপস্থিত প্রাথমিক সদস্যদের মধ্য থেকে জনাব সুলতান আলীকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহানকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ সুলতান আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ৯ সদস্য বিশিষ্ট কালাকুমা শাখা কর্মপরিষদ গঠন করেন।

রাজশাহী ৮ই জুন ২০০১ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ স্থানীয় কিছমত কুখণ্ডি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার সভাপতি জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার। উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী মুহাদ্দেছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাননীয় যেলা সভাপতি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এদেশে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও বাস্তবায়ন দেখতে চায়। তিনি ইসলাম প্রিয় সকল মুমিন ভাই-বোনকে এই জিহাদী কাফেলায় শামিল হয়ে জান ও মালের কুরবানী করার উদাত্ত আহ্বান জানান। এ সময়ে তিনি মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলীকে সভাপতি, হাজী শামসুদ্দীনকে সহ-সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মজীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট শাখা কমিটি গঠন করেন।

শেরপুর ২৫শে মে ২০০১ শুক্রবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ

আন্দোলন বাংলাদেশ' নকলা, শেরপুর এলাকার উদ্যোগে নকলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' অহি ভিত্তিক সমাজ গঠনের এক বিপ্লবী আন্দোলন। খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিনকে এ আন্দোলনের সাথে একত্রিত হয়ে মানুষের সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে হবে। নচেৎ আল্লাহ্র রেযামন্দি হাছিল ও পরিকালীন নাজাত লাভ অসম্ভব।

নকলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ শাখার সভাপতি জনাব আব্দুল জলীল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নকলা এলাকা সভাপতি কাযী সাঈদুযযামান ও অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ।

রাজশাহী ১৭ই জুন রবিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার ঘোলহাড়িয়া কাচিয়াপাড়া এলাকার উদ্যোগে অত্র শাখা সভাপতি মাওলানা জালালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে বাদ আছর থেকে তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। অন্যন্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব আতাউর রহমান এবং কেন্দ্রীয় দাঈ ও রাজশাহী মহানগরীর শিরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস আলী।

লক্ষীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ উদ্বোধন

গত ১লা জুন শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে জুম'আর ছালাত আদায়ের মাধ্যমে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক বাস্তবায়িত চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার রহনপুর থানাধীন লক্ষীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। জুম'আর খুৎবায় প্রদত্ত ভাষণে মাননীয় সিনিয়র নায়েবে আমীর বলেন, মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। এটা জান্নাতের বাগিচা। জান্নাতকামী প্রত্যেক মুমিনের জন্য দুনিয়ার প্রশান্তির জায়গা হচ্ছে মসজিদ। মানুষ যত মসজিদমুখী হবে তত কলুষমুক্ত, সুন্দর ও সৎ হবে। তিনি সবাইকে মসজিদ মুখী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায়ের আহ্বান জানান।

বাদ জুম'আ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও অতিরিক্ত যেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (অবসর প্রাপ্ত) এ,এইচ,এম আব্দুল হামীদ (রহনপুর)। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল হক মাষ্টার, লক্ষীপুর শাখার সহ-সভাপতি জনাব শামসুল হক। কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণী পেশ করেন স্থানীয় সোনামণি সদস্য মুহাম্মাদ আশিকুর রহমান।

কর্মী প্রশিক্ষণ

নওগাঁ ১৩ ও ১৪ই জুন ২০০১ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পাঁজরভাঙ্গা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'ই দিন ব্যাপী এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাওলানা আব্দুস সাত্তার।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ জামা'আতী যিন্দেগীর গুরুত্ব, বিদ'আত ঘোরতর অপরাধ, আহলেহাদীছ পরিচিতি, ইনফাক্ব ফী সাবীলিল্লাহ ও মাসিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও রিপোর্ট সংরক্ষণ পদ্ধতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

যুবসংঘ

ছাত্র সমাবেশ

গত ১৫ই মে ২০০১ রোজ মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন' মিলনায়তন, কাজলা, রাজশাহীতে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন বলেন, 'আহলেহাদীছ' আমাদের বৈশিষ্ট্যগত নাম। মূলতঃ আমরা মুসলিম। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বিদ'আতপন্থীদের বিপরীতে নিজেদেরকে আহলেহাদীছ হিসাবে পরিচয় দিতেন। আমরাও নিজেদেরকে এ নামে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। মূলতঃ যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী, তিনিই আহলেহাদীছ। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মানবতাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে, জান্নাতের পথে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানায়। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান।

যুবসংঘের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুযযামান।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

গাইবান্ধা ৮ই জুন ২০০১ শুক্রবারঃ অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রওশনবাগ শাখার উদ্যোগে যেলা শহরের উপকণ্ঠে রওশনবাগ উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যুবসংঘের স্থানীয় সুধী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা শিহাবুদ্দীন সুন্নী। মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তিনি বলেন, 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানবতার কাংখিত মুক্তি অর্জন সম্ভব। তিনি উপস্থিত সুধী ও কর্মীদেরকে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান।

উক্ত সমাবেশে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা ইসহাক আলী, যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু হানীফ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মতলূবুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, সমাবেশে মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদকে সভাপতি ও ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয সরদারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট রওশনবাগ নতুন 'এলাকা' ঘোষণা করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা যুবসংঘের সভাপতি ডাঃ এ,কে,এম শামসুযযোহা। ইসলামী জাগরণী উপহার দেন পলাশবাড়ী এলাকা যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন ও আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

বিশ্বনাথপুর, নবাবগঞ্জ॥ গত ২১শে জুন বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতে হ'লে তাঁর আদর্শকে ভালবাসতে হবে। তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের এবং আন্দোলনের নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খ আবদুল ওয়াদূদ মাদানী, শায়খ আবদুল হান্নান মাদানী, মাওলানা আমানুল্লাহ ও মাওলানা আবুল হোসাইন প্রমুখ।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

গত ২২শে জুন শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার কানসাট এলাকার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিরাট মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, অহি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য মহিলাদের ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র পতাকা তলে সমবেত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩১৬)ঃ দ্বীনের পথে দানকৃত সম্পদ দানকারী ব্যক্তি পুনরায় ক্রয় করতে পারে কি?

-আমীনুল ইসলাম
গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। ঘোড়ার লালন-পালনকারী ব্যক্তি ঘোড়াটিকে বেশ দুর্বল করে ফেলেছিল। লোকটি কমদামে বিক্রি করবে মনে করে আমি ঘোড়াটি ক্রয় করার ইচ্ছা করলাম। অতঃপর আমি বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও তুমি তা ক্রয় কর না। তুমি তোমার ছাদাক্বার দিকে ফিরে যেয়ো না। কেননা ছাদাক্বার দিকে ফিরে যাওয়া ব্যক্তি বমি করে বমি ভক্ষণকারী ব্যক্তির ন্যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪)*।

প্রশ্ন (২/৩১৭)ঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর মোট রচিত গ্রন্থ কয়টি? বইগুলির নাম উল্লেখ করলে উপকৃত হ'তাম।

-ছফিউল্লাহ
মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর রচনাবলীর সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেন, তাঁর রচনাবলী ১৫০টি *(বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন পৃঃ ৩০৫)*। হাফেয সুয়ূত্বীর মতে ১৮৩টি *(আহওয়ালুল মুছান্নিফীন পৃঃ ২৪৭)*। ইবনুল ঈমাদ হাম্বলী ৭২টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন *(শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অংশ, পৃঃ ২৭১-২৭৩)*। *=বিস্তারিত দ্রঃ নূরুল ইসলাম, মনীষী রচিতঃ ইবনে হাজার আসক্বালানী, মাসিক আত-তাহরীক, জানু-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা, পৃঃ ৫৬-৬০।*

প্রশ্ন (৩/৩১৮)ঃ স্বরচিত কবিতা-গযল বাজনাবিহীন গানের সুরে গাওয়া জায়েয কি-না? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান
গ্রাম ও পোঃ জামতৈল
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট বাজনাবিহীন কবিতা-গযল গাওয়া ও শোনা জায়েয। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণকে

প্রেরণা যোগানোর জন্য জিহাদী কবিতা ও আখেরাতমুখী গান গাওয়া জায়েয। খন্দকের যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা খননের সময় রাসূল (ছাঃ) কবিতা আবৃত্তি করেছেন *(বুখারী, 'খন্দকের যুদ্ধ' অধ্যায়, আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৩০৩)*। এমনিভাবে শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদামুক্ত কবিতা-গযল গাওয়া ও শোনা জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর জন্য রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রাখতেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামের পক্ষে কবিতাসমূহ পাঠ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫, 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*।

মোদ্দাকথাঃ শিরক, বিদ'আত ও বাজনাবিহীন কবিতা যা মানুষকে আখেরাতমুখী করে, নীতিবান করে, ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে, সেইসব রুচিশীল কবিতা সুরের সাথে গাওয়া কখনই দোষের নয়। রাসূল (ছাঃ)-কে কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, هُوَ كَلاَمٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ 'উহা (কবিতা) কথামাত্র। উহার সুন্দরগুলি সুন্দর ও মন্দগুলি মন্দ' *(দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭; হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (৪/৩১৯)ঃ যে জমিতে খাজনা লাগে সে জমির ফসলে কি ওশর দিতে হয়?

-আলালুদ্দীন
গ্রাম ও পোঃ ইনছাফ নগর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যে জমির খাজনা দিতে হয় সে জমির উৎপাদিত ফসলের ওশর দিতে হয় না মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি পেশ করা হয়- لاَيَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَّ عُشْرٌ 'মুসলমানের উপর একই সাথে খাজনা ও ওশর একত্রিত হয় না'। মূলতঃ এ হাদীছটি বাতিল ও দলীলের অযোগ্য। তাছাড়া এ হাদীছের বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া হাদীছ জাল করার দোষে দুষ্ট *(বায়হাক্বী ৪/১৩২ পৃঃ)*। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, اَلْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ وَفِى الْحَبِّ الزَّكَاةُ 'খাজনা হ'ল জমির উপর এবং যাকাত (ওশর) হ'ল ফসলের উপর' *(বায়হাক্বী ৪/১৩১)*।

সুতরাং এ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করে নেছাব পরিমাণ ফসল উৎপাদন হ'লে ওশর আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৩২০)ঃ রজব মাসে ছিয়াম পালন সম্পর্কে ফযীলত বর্ণনা করা হয় যে, 'যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহ এক মাসের ছিয়াম লিখে দিবেন'। উক্ত হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।

-আমানুল্লাহ
গ্রামঃ কাচিয়া
থানাঃ বুরহানুদ্দীন
ভোলা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছের একজন বর্ণনাকারী আমর ইবনে আযহার হাদীছ জাল করত। তাই এই হাদীছটি জাল *(আল-লা'আলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাউযূ'আহ ২/১১৪-১১৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৬/৩২১)ঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ব্যানারে লেখা থাকে 'মুক্তির একই পথ, দা'ওয়াত ও জিহাদ'। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীরুল ইসলাম
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ এখানে দা'ওয়াত বলতে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বিধান সকলের নিকট তুলে ধরে তার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো বুঝায়। আর জিহাদ বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অভ্রান্ত সত্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রচলিত প্রথার চাপের মুখে নতি স্বীকার না করাকে বুঝায়। *-বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ 'দাওয়াত ও জিহাদ' (আন্দোলন সিরিজ)*।

প্রশ্ন (৭/৩২২)ঃ স্বামী-স্ত্রীর অভিভাবকদের সম্মতিতে বিবাহ হয়েছিল। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেয়ের অভিভাবকগণ ছেলেকে তালাক প্রদান করতে বাধ্য করে। তবে মেয়ে স্বামীর পক্ষে। এমতাবস্থায় উক্ত তালাক কি সিদ্ধ হয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ হাঁসমারী, পোঃ কাছিকাটা
নাটোর।

উত্তরঃ প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী উক্ত তালাক সিদ্ধ হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لاَ طَلاَقَ وَلاَعَتَاقَ فِىْ إِغْلاَقٍ 'বাধ্য বা জবরদস্তি অবস্থায় তালাক ও গোলাম আযাদ হয় না' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৮৫; 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*।

সুতরাং ছেলেকে তালাক প্রদানে বাধ্য করলেও সেটি মূলতঃ তালাক হয়নি। স্বামী-স্ত্রী যেভাবে ছিল সেভাবেই রয়েছে। অর্থাৎ তারা এখনো স্বামী-স্ত্রী রয়েছে।

প্রশ্ন (৮/৩২৩)ঃ আমাদের এলাকায় প্রথা চালু আছে যে, বিয়ের আগের রাতে বর-কনে উভয়কে নিজ নিজ বাড়ীতে সাতবার হলুদ মাখাবে, প্রতিবার যুবতী মেয়েরা গোসল করাবে এবং সারারাত গীত গাইবে। এরূপ কার্য কি শরীয়ত সম্মত?

-আরীফুল ইসলাম
নাজিরা বাজার
ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লেখিত প্রথা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। এভাবে যুবতী মেয়েদের হলুদ মাখানো ও গোসল করানো সম্পূর্ণ নাজায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন নারী অপর নারীর শরীর স্পর্শ করতে পারে না। কেননা সে তার স্বামীর কাছে ঐ শরীরের বিবরণ দিলে স্বামী অন্তরের দৃষ্টিতে দেখবে' অর্থাৎ স্বামীর মন ঐ মহিলার দিকে আকৃষ্ট হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩০৯৯)*। তবে যারা মুহরামাতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা সিদ্ধ নয় তারা হলুদ মাখাতে পারে। আর ছোট মেয়েরা বিবাহে গীত গাইতে পারে। আমের ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি কুরাযা ইবনে কা'ব এবং আবু মাসঊদ আনছারীর সাথে এক বিবাহে গেলাম। দেখি কতগুলি ছোট ছোট মেয়ে গীত গাইছে। তখন আমি বললাম, আপনারা দু'জন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী এবং বদরী ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আপনাদের সামনে এরূপ হচ্ছে। তাঁরা দু'জন বললেন, আপনার ইচ্ছা হ'লে শুনুন নইলে যান। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বিবাহের সময় এরূপ আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছেন *(নাসাঈ ২/৭৭ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনেও ছোট মেয়েরা গীত গাইত *(বুখারী ২/৭৭৩ পৃঃ)*। তবে যুবতী মেয়েরা গীত গাইতে পারবে না।

প্রশ্ন (৯/৩২৪)ঃ 'আল্লাহ কা'বা ঘরকে বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা ঘর বলবে, না। তারপর বলা হবে ইমামসহ জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা বলবে, না, আমি সকল মুছল্লীকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যাব'। এটি কি হাদীছ? মসজিদ নির্মাণের ফযীলতের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ থাকলে দয়া করে উল্লেখ করবেন।

-ইলিয়াস মিস্ত্রি
মাষ্টার পাড়া, পিটিআই
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাগুলি হাদীছ নয়; বরং মনগড়া কথামাত্র। মসজিদ নির্মাণের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্তে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১০/৩২৫)ঃ 'যে ব্যক্তি যোহর ছালাতের আগে ও পরে চার রাক'আত করে মোট আট রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন'। এটি কি ছহীহ হাদীছ?

-আব্দুল খালেক
বিলচাপড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটির মূল আরবী ইবারত হচ্ছে- مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا- *দ্রঃ আবুদাউদ হা/৬২৬৯, তিরমিযী হা/৪২৭, ২৮; নাসাঈ ৩/২৬৫ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১১/৩২৬)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে নিজেকে গোসল করতে হবে কি?

-নারগীস
হাজীটোলা, দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে নিজে গোসল করা ভাল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে সে গোসল করবে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করবে সে ওযূ করবে' *(ছহীহ আবুদাউদ, ইরওয়া হা/১৪৪)*। তবে গোসল করা যরূরী নয়। কেননা ছাহাবাদের অনেকেই গোসল করতেন আবার অনেকেই করতেন না *(ইরওয়া ১/১৭৫)*।

প্রশ্ন (১২/৩২৭)ঃ ওযূবিহীন ফরয গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হবে কি?

-রুস্তম আলী
উত্তর নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযূবিহীন ফরয গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। কারণ গোসল হচ্ছে ফরয আর ওযূ হচ্ছে সুন্নাত। তাছাড়া গোসল পবিত্রতা অর্জনের বড় মাধ্যম। পক্ষান্তরে ওযূ তদপেক্ষা ছোট মাধ্যম। ইবনুল আরাবী বলেন, 'ওযূ ফরয গোসলের অধীনে হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং ফরয গোসলের সময় পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করলেই ওযূর পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৫, মির'আতুল মাফাতীহ ১/১৪২)*। এক্ষেত্রে ছালাতের জন্য পৃথক ওযূ করতে হবে। তবে ওযূ করে গোসল করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (১৩/৩২৮)ঃ সূরা আনফালের ২নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্র উপর ভরসার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্র উপর ভরসা বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যাসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এহসানুল্লাহ
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইঘাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার অর্থ প্রত্যেক বান্দার একথা পুরোপুরি অবগত হওয়া যে, সমস্ত কাজ আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত। যে কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন তা সম্পাদন করা। আর যে কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বিরত থাকা। তিনিই (আল্লাহ) হচ্ছেন উপকার ও অপকার উভয়ের অধিকারী এবং তিনি সকল বিষয়ে

ক্ষমতাবান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, إِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللهَ وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ– 'তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখনও আল্লাহ্র নিকটই চাইবে' *(মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩ পৃঃ)*। আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ঈমানের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত *(আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়েখ, কুররাতু উয়ূনিল মুওয়াহ্হিদীন পৃঃ ২০৫)*।

সুতরাং যাবতীয় কাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কোন পীর-ফকীর, তাবীয-কবয, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদির উপর ভরসা করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৪/৩২৯)ঃ সৎ বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি?

-জসীমুদ্দীন
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেসব মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম, সৎ বোনের মেয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের বোনের মেয়ে অর্থাৎ বৈমাত্রের ও বৈপিত্রেয় বোনের মেয়েকে বিবাহ করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে' *(নেসা-২৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩০)ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতের পর ডান কাঁধে শোয়া কি জায়েয?

-ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ আল-মামূন
গ্রামঃ দড়িসয়া, পোঃ ঝাওয়াইল
যেলাঃ টাংগাইল।

উত্তরঃ ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করে ডান কাঁধে শয়ন করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তাহাজ্জুদগুযার ও সাধারণ মুছল্লী উভয়ের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য *(বিয়াযুছ ছালেহীন পৃঃ ৪৫১, অধ্যায় ১৯৮)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন, তখন স্বীয় ডান কাঁধে শয়ন করতেন *(বুখারী, ৩/৩৫ পৃঃ; রিয়ায হা/১১১০)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, সে যেন ডান কাঁধে শয়ন করে' *(আবুদাঊদ হা/১২৬১; তিরমিযী হা/৪২০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩১)ঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। পক্ষান্তরে 'আইনী তুহফা ও সালাতে মোস্তফা' বইয়ের ২/৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং মুক্তাদীরা 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বলবে। সঠিক উত্তর জানতে চাই।

-আফযাল হোসাইন
কানসাট বহুল বাড়ী, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবেন এবং মুক্তাদীরা 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলবে এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৪)*। তবে ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' ও 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারে *(বিস্তারিত দেখুন, মির'আত ৩/১৮৯, 'রূকূ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩২)ঃ আমরা শবে ক্বদরের রাতে 'ছালাতুত তাসবীহ' আদায় করি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ছালাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
ঝাপাঘাট, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান কিংবা রামাযানের বাইরে যে কোন সময় 'ছালাতুত তাসবীহ' না পড়াই ভাল। কারণ এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্রগুলি পরস্পরকে শক্তিশালী মনে করে স্বীয় ছহীহ আবুদাঊদ (হা/১১৫২) গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না *(দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানীর বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩নং হাদীছ, ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮-এর হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৩)ঃ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার পদ্ধতি কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউল হক্ব
বগুড়া সেনানিবাস
বগুড়া।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি

বলেন, চুপে চুপে পড়তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। সুতরাং মুক্তাদীদেরকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা চুপে চুপে এবং ইমামের প্রতি আয়াত পড়ার পরে পরে পড়তে হবে।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৪)ঃ 'বাক্বাগাল উলা বিকামালিহী, কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী, হাসুনাত জামীউ খিছালিহী, ছাল্লু 'আলাইহি ওয়া আলিহী' এটি নাকি আল্লাহপাক শেখ ফরীদুদ্দীন-এর শানে নাযিল করেছেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-আকরাম
গ্রামঃ ও পোঃ নন্দপুর
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি কুরআন ও হাদীছের কোথাও নেই। পারস্য কবি শেখ সা'দী হাদীছে বর্ণিত দরূদ প্রত্যাখ্যান করে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর পাঠ করার জন্য এ বিদ'আতী দরূদটি রচনা করেন। এ দরূদ যেমন ভিত্তিহীন তেমনি শেখ ফরীদুদ্দীন-এর শানে নাযিল হওয়ার ব্যাপারটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সুতরাং এ দরূদ পাঠ করা এবং এরূপ দাবী পরিত্যাগ করা একান্ত যরূরী।

প্রশ্ন (২০/৩৩৫)ঃ ছালাতে বা ছালাতের বাইরে কুরআন মজীদের যে কোন সূরার মধ্য থেকে তেলাওয়াত করলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে হবে কি? এছাড়া সূরা তওবার ব্যাপারটি বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবুবুর রহমান
সরকারী কলেজ
বগুড়া।

উত্তরঃ যেকোন সময়ে সূরার মধ্য থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে হবে না। কেননা এটি একটি আয়াত। দুই সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সূরার শুরুতে এটি পড়া সুন্নাত। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়লেন এবং একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করলেন *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/৩৪৩)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূরার পার্থক্য বুঝতে পারেননি *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৮৮)*। হাদীছের আলোকে সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' না থাকার কয়েকটি কারণ পরিলক্ষিত হয়। যথা- (১) নবী করীম (ছাঃ) অহি লেখকদেরকে লিখতে বলেননি। (২) আরবীয়রা চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ওয়াদা ভঙ্গকারীর নিকটে চিঠি-পত্র লিখলে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম লিখতেন না। এ সূরাটি ওয়াদা ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে নাযিল হয় বিধায় লেখা হয়নি। (৩) সূরাটি পূর্ব সূরা আনফালের অংশবিশেষ, কাজেই লেখা হয়নি *(বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, সূরা তওবাহ-এর আলোচনা)*।

প্রবাশ থাকে যে, কুরআনের যেকোন স্থান থেকে পড়া শুরু করলে আউযুবিল্লাহ... পড়া যরূরী *(নাহল ৯৮)*।

প্রশ্ন (২১/৩৩৬)ঃ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হ'লে দিনে এবং মহিলা হ'লে রাতে দাফন করতে হয়, এরূপ বিধান ইসলামে আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

মাহবূবুর রহমান
সরকারী আযীযুল হক কলেজ
বগুড়া।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হৌক আর নারী হৌক রাতে বা দিনে দাফন করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) নারী-পুরুষের পার্থক্য না করে সকলকেই তিনটি নির্দিষ্ট সময়ে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়ের সময়, সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুরে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০)*। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-কে রাতে দাফন করা হয়েছিল *(বুখারী ১/১৭৯ পৃঃ)*। সুতরাং সুবিধামত যেকোন সময়ে (নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত) দাফন করা যায়। তবে রাতে কোন অসুবিধা থাকলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন (২২/৩৩৭)ঃ রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই কোন নারীকে রক্ত প্রদান করলে তার সাথে বা তার মেয়ে কিংবা মাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল হামীদ
বায়সা (নূরপুর), কেশবপুর
যশোর।
ও
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
নন্দলালপুর, কুমারখালী
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে বিবাহ হারাম হবে না। বরং জায়েয হবে। কেননা রক্ত সম্পর্ক ব্যতীত বিবাহ হারাম হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে জন্ম থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করা। দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করলে বিবাহ হারাম হবে *(লোক্বমান ১৪)*। অতএব মুহরামাত নয় এমন কোন নারীকে রক্ত প্রদান করলেও বিবাহ জায়েয হবে।

প্রশ্ন (২৩/৩৩৮)ঃ কোন কোন নামায শিক্ষা বইয়ে যেহরী ছালাতেও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়তে হবে, আবার কোন কোন বইয়ে নীরবে বা সরবে উভয়ই পড়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সর্বাবস্থায় ছালাতে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' নীরবে পড়তে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ), আবুবরক ছিদ্দীক্ব (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) 'আল-হামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ-লামীন' দ্বারা ছালাত শুরু করতেন অর্থাৎ বিসমিল্লাহ... চুপে চুপে পড়তেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/২৭৭ 'ছালাতের নিয়ম' অনুচ্ছেদ)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা কেউই ক্বিরাআতের শুরু বা শেষে বিসমিল্লাহ... সরবে পড়তেন না। আবুদাঊদ ও নাসাঈতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। ছহীহ ইবনু খুযায়মার এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা সকলেই বিসমিল্লাহ... চুপে চুপে পড়তেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৯-৫০)*।

প্রকাশ থাকে যে, সরবে বিসমিল্লাহ... পড়ার হাদীছ যঈফ ও জাল *(মুখতাছার ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, পৃঃ ৪৬)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৩৯)ঃ জনৈকা মেয়ে স্বীয় পসন্দ করা ছেলেকে বিবাহ করতে চাইলে মেয়ের মা মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে নিজে অভিভাবক হয়ে সেই ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। এ বিয়েতে বাবা এখনো সন্তুষ্ট নন। এক্ষণে এ বিয়ে কি বৈধ হয়েছে? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুস সুবহান
বিরামপুর বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ মেয়ের অভিভাবক বা ওয়ালী হচ্ছে তার পিতা। পিতার অবর্তমানে স্বীয় বংশীয় নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ*(আউনুল মা'বূদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ ১৯৯৯) ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয, পৃঃ৬৯)* এবং তাদের অবর্তমানে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩১)*। প্রশ্নে উল্লেখিত বিয়েটি ওয়ালীকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ বিয়ে হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় না' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, ছহীহুল জামে হা/৭৫৫৫; মিশকাত হা/৩১৩০)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا– 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলার বিয়ে দিবে না এবং কোন মহিলা (ওয়ালী ব্যতীত) নিজেকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৭, হাদীছ ছহীহ। -দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/৭২৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪১)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪০)ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসী সংখ্যা কত ছিল? জনৈক বক্তা বললেন, তাঁর স্ত্রী ও দাসী মোট ১০০০ জন ছিল। সঠিক সংখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারেছ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসী সংখ্যা নিয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। ছহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে তাঁর স্ত্রী ছিল ৭০ জন *(বুখারী হা/৩৪২৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তাঁর স্ত্রী সংখ্যা ছিল ৯৯ জন *(বুখারী হা/২৮১৯)*। অন্য বর্ণনা মতে ৯০ জন *(ফাৎহুল বারী ৯/৪২৪ পৃঃ 'রাতে স্ত্রীদের নিকট যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। অপর বর্ণনা মতে ৬০ জন (আহমাদ, ফাৎহুল বারী ৬/৫৬৯ পৃঃ 'দাঊদের জন্য তার ছেলে সোলায়মানকে দান করা হয়েছে' অনুচ্ছেদ)। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলির সমাধানকল্পে বলেন, 'তাঁর স্ত্রী ছিল ৬০ জন। আর বাকী সকলে দাসী ছিল' *(ফাৎহুল বারী ৬/৫৭০ পৃঃ)*। মুস্তাদরাকে হাকেম-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ছিল ৩০০ জন আর দাসী ছিল ৭০০ জন' *(ফাৎহুল বারী ৬/৫৭০ পৃঃ)*। অর্থাৎ সর্বমোট ১০০০ (এক হাযার) জন।

প্রশ্ন (২৬/৩৪১)ঃ আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি তার এক ছেলেকে অধিকাংশ সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। অথচ তার পাঁচটি মেয়ে ও একজন স্ত্রী রয়েছে। এরূপভাবে সম্পত্তি দেওয়া শরীয়তে কতটুকু বৈধ?

-হুসেন আলী
গোছা, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার থাকা অবস্থায় একজনের নামে এভাবে সম্পত্তি দেওয়া জায়েয নয়। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বলেন, এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী নই। অতঃপর তার পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী রাখার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপভাবে দিয়েছ? সে উত্তরে বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর, তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪২)ঃ আমাদের এলাকায় সূরা ফাতিহার শেষে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার 'আমীন' বলা হয়। এভাবে আমীন বলা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবূবুর রহমান
রামচন্দ্রপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে তিনবার 'আমীন' বলার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে একবার উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার পক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী ১/১০৭ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৯২৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৬২; ইরওয়া হা/৩৪৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৩)ঃ ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে কি? দিতে হ'লে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে?

-আবুদাঊদ
শ্রীপুর, রামনগর
বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঘোড়ার কোন যাকাত নেই। সুতরাং পরিমাণও নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই' *(নাসাঈ হা/২৪৬৬, 'ঘোড়ার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা হা/২১৮৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯০)*।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ঘোড়ার ১ দীনার অথবা ২০ দিরহাম যাকাত দিতে হবে বলে যে হাদীছ রয়েছে তা যঈফ *(নায়ল ৪/১৩৭ পৃঃ 'গোলাম, ঘোড়া ও গাধার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৪)ঃ যেকোন ভাবে বীর্যপাত হ'লেই কি গোসল ফরয হবে? ছহীহ দলীল সহ জানালে উপকৃত হব।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যেকোন ভাবে বা যেকোন কারণে বীর্যপাত হ'লেই গোসল ফরয হবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ ঘুম থেকে উঠে তার কাপড় ভিজা দেখতে পেল, কিন্তু স্বপ্নের কথা স্মরণ নেই, তার উপর কি গোসল ফরয হবেঃ উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তাকে গোসল করতে হবে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৬, মিশকাত হা/৪৪১)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৪৫)ঃ জনৈক আলেম মহিলার জানাযা পড়ানোর সময় জানাযার দো'আটি পরিবর্তন করে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا ***এভাবে পড়লেন। এরূপ লিঙ্গ পরিবর্তন করে পড়া কি জায়েয?***

-মুহাম্মাদ মনীরুযযামান
ইসলামকাতি
থানাতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত দো'আ সমূহ পরিবর্তন পরিবর্ধন করে পড়া যাবে না। তাছাড়া দো'আর প্রথমে 'মাইয়েত' শব্দটি উল্লেখ আছে যা স্ত্রীলিঙ্গ ও পুরুষলিঙ্গ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং লিঙ্গ পরিবর্তন করে পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না' (আওনুল মা'বূদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬ পৃঃ; নায়ল ৫/৭২ ও ৭৪ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল ১১৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৩১/৩৪৬)ঃ জুম'আর দিন খুৎবার সময় যারা ঘুমের কারণে খুৎবা শুনতে পারে না তাদের কি পাপ হবে?

-মেহরাব হোসাইন
গ্রামঃ আখিলা, পোঃ উজিরপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা শুরু থেকে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত এই সময়টুকু দো'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়। যারা খুৎবার সময়ে তন্দ্রায় ঢুলে, তারা ঐ সময়ের ফযীলত হ'তে বঞ্চিত হয়। এ সময় যেন কেউ না ঘুমায় সেজন্য রাসূল (ছাঃ) উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা জুম'আর দিন ঘুমে ঢুলতে থাকে তারা যেন স্থান পরিবর্তন করে বসে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৯৪; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১০)*। উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও যদি তন্দ্রা আসে তবে পাপ হবে না।

প্রশ্ন (৩২/৩৪৭)ঃ প্রাপ্ত বয়স্কা শালী তার দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-নাছরীন সুলতানা
বাটরা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যে কোন যুবতী মেয়ে মুহরিম ছাড়া অন্য কারু সাথে দেখা করতে পারে না। আর দুলাভাই মুহরিমের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার সাথেও দেখা করতে পারবে না। তবে পর্দাসহ একান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আসমা বিনতে আবুবকর (আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তাকে দেখে নবী করীম (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, হে আসমা! মেয়েরা যখন যুবতী হয়ে যায় তখন এই অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ প্রদর্শন করা ঠিক নয়। এ সময়ে তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের দিকে ইশারা করলেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*। সুতরাং পর্দা ছাড়া দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩৩/৩৪৮)ঃ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ও মূর্তি পূজারী না হবে'। এ হাদীছটি কি ছহীহ? যদি ছহীহ হয় তাহ'লে মুসলমান কি করে মুশরিক ও মূর্তি পূজারী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু হেনা ও মোশাররফ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ, আলবানী, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিতান' অধ্যায়)*। এমনকি উক্ত লম্বা হাদীছের শেষ অংশটুকু মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ উক্ত হাদীছের ৪নং টীকা)*। একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা কিভাবে মূর্তিপূজারী হয়ে যাচ্ছি তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন- নেককার ব্যক্তির কবরে গিয়ে তাকে সিজদা করা, সেখানে বসে প্রার্থনা করা, তার অসীলায় মুক্তি চাওয়া, সেখানে নযর-নিয়ায পেশ করা, ভক্তিভাজন, পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গন ও রাস্তার মোড়ে মূর্তি বানিয়ে তার প্রতি সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন

বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা ইত্যাদি শিরক ও মূর্তি পূজার শামিল। এভাবে ক্রমেই মুসলমানরা মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪৯)ঃ আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। অথচ বোরকা পরলে তো সে আকর্ষণ থাকে না। এর সঠিক সমাধান কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং পর্দা অবস্থায় চলাফেরা করলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহপাক পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন একটি বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে। এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণহীন করলে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত তা সমাজকে অধঃপতনের অতল তলে ডুবিয়ে দিবে। ইতিপূর্বেকার যত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিরই কারণ ছিল বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা। তাই ইসলাম নারীকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। চলার সময় সে সর্বদা দৃষ্টি অবনত করে চলবে। সারা দেহ কাপড়ে আবৃত করে বুকের উপর পৃথক চাদর দিয়ে রাখবে *(নূর ৫৯)*। পর-পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে হ'লে তাকে তার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যাতে তার মিষ্ট কণ্ঠ অন্যের হৃদয়কে দুর্বল না করে ফেলে *(আহযাব ৩২)*। পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হয়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলে নির্দেশ করা হয়েছে (মুসলিম হা/২১২৮ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫০)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ নামের মধ্যে সংগ্রামের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সংগ্রাম করা সম্পর্কে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে? শুধু কি দা'ওয়াত দিলেই কর্তব্য শেষ? নাকি সাথে সাথে সংগ্রামও অপরিহার্য?

-মুজীবুর রহমান
গ্রামঃ নিমতলা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম ততদিন ক্বায়েম থাকবে যতদিন তার উপর একদল মুসলমান আন্দোলন বা সংগ্রাম করবে। হযরত জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'এই দ্বীন ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা কায়েম থাকবে, যতদিন তার উপর একদল মুসলমান সংগ্রাম করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০১ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা একটি দল লোক হক্ব-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে ও তারা অনুরূপ অবস্থায় থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়)*।

শুধু হক্ব-এর দা'ওয়াত দিলেই চলবে না; বরং সাথে সাথে আন্দোলন বা সংগ্রাম করতে হবে। কারণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য।

রাজশাহী মেন্টাল হেলথ ক্লিনিক

ম্য কেন্দ্র

সেবা সমূহঃ

চিকিৎসা

াময়

লক্ষীপুর ভ

রাজশাহী-৬০০

ফোনঃ ৭৭৫৮০